BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1032 ◆ Friday 18 October - Thursday 24 October 2024

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

22 Years of KEEPING YOU POSTED!

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কোটা সংস্কার আন্দোলন দমাতে নির্বিচারে গুলি চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গুলিতে প্রাণ হারায় অসংখ্য ছাত্র জনতা। জুলাই-আগষ্ট মাসে সংগঠিত সেই হত্যা-গণহত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে। ট্রাইব্যুনাল সূত্র জানায়, ওই দিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ ৭০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে আবেদন করবে প্রসিকিউশন।

গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনের সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। এ সময় তার সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হত্যা-গণহত্যার ঘটনার বিচার করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আশা করছি, আগামী ১ নভেম্বর থেকে মূলভবনে বিচারকাজ পরিচালনা করা যাবে। এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের পর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের আসামি করার বিষয়ে প্রসিকিউশন টিম পদক্ষেপ নেবে। এতটুকু বলতে পারি, দোষী সাংবাদিকদের বিচার হবে। তবে সেটা সুবিচার।

এদিকে গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগ পাওয়া বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এজলাসে বসবেন। সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকাজ শুরু হবে। প্রথমদিন প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় কয়েকটি আবেদন করব।

নিয়োগের পর গত মঙ্গলবার প্রথম কর্মদিবসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার ও দুই সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং ––১৬ পৃষ্ঠায়

অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী আর নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী আর নেই। (ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। বুধবার দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মতিয়া চৌধুরীর বোন মাহমুদা চৌধুরী গণমাধ্যমকে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

এভারকেয়ার হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার আরিফ মাহমুদ মতিয়া চৌধুরীর মারা যাওয়ার বিষয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, দুপুর ১টার দিকে মারা যান তিনি। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত মতিয়া চৌধুরীকে সকালে হাসপাতালে আনা হয়েছিলো। এরপরই ইসিজি ––১৬ পৃষ্ঠায়

রাস্তায় হেঁটে হেঁটে গ্রাফিতি দেখলেন ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তরুণ বিপ্লবীদের আঁকা গ্রাফিতি দেখছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

জুলাই ও আগস্টে ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণ বিপ্লবীদের আঁকা গ্রাফিতি দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে বিষয়টি জানানো হয়েছে। গ্রাফিতি পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন- আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম প্রমুখ। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ––১৬ পৃষ্ঠায়

ঐতিহ্য হারাচ্ছে বাংলাদেশ সেন্টার!

দু'পক্ষের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে যা বললো হাই কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : লন্ডনে বাংলাদেশীদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাংলাদেশ সেন্টার নিয়ে নতুন করে মাতামাতি শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে দুটি গ্রুপের পাল্টা-পাল্টি কমিটি গঠন, কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুটি সংবাদ সম্মেলনকে ঘিরে চলছে এই মাতামাতি। তবে বাংলাদেশীদের ঐতিহ্য বহন করে এমন প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে গ্রুপিং-দ্বন্দ্ব সিনিয়র সিটিজেন থেকে শুরু করে কেহই পছন্দ করছেন না। এদিকে মঙ্গলবার দেলোয়ার হোসেন সমর্থিত পক্ষ ইজিএম সম্পন্ন করেছেন আর মুহিবুর রহমান মুহিব সমর্থিত পক্ষ আগামী ২০ আগষ্ট এজিএম আহবান করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন।

অপরদিকে দু'গ্রুপের কমিটি গঠন, সভা পাল্টা সভা আহবানে বেকায়দায় পড়েন সংগঠনের পদাধিকার বলে সভাপতি সাবেক বাংলাদেশ হাই কমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম। তিনি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। বর্তমানে ওই হাই কমিশনারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছে একটি পক্ষ।

সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের কব্জায় নিতে ইতোপূর্বে নানা ফন্দি আঁটছিল। তবে নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি বলে সূত্রটি দাবী করেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন ––১৬ পৃষ্ঠায়

৭ মার্চসহ ৮ জাতীয় দিবস বাতিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করে আদেশ জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের এসব দিবস উদযাপন/পালন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার এ আদেশ জারি করা হয়েছে। দিবসগুলো হলো- ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু'র জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ই শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ই আগস্ট বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ––১৬ পৃষ্ঠায়

ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা '২৪ সম্পন্ন

ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ই অক্টোবর ২০২৪ সোমবার পূর্ব লন্ডনের নিউহাম লেজার সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতায় সর্বমোট পনেরটি দল অংশ নেয়।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুস্টানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আনসার আহমদ উল্লাহ। সংগঠনের সহ সভাপতি ও অন্যতম আয়োজক জামাল আহমদ খান এর পরিচালনায় অনুস্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউহাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান ও বার্কিং এন্ড ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র মঈন কাদরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমদ। সভায় বক্তারা বলেন, এই যান্ত্রিক জীবনে খেলা ধূলা আমাদের শারিরীক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এধরণের আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তারা বলেন বৃটেনে বাংলা সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি সব সময় ব্যতিক্রম কিছু আয়োজন করে যা বাঙ্গালী কমিউনিটির কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতি আহবান জানান বক্তারা।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন, ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সহ সভাপতি সাজিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক সালেহ আহমদ, কোষাধ্যক্ষ আশরাফুল হুদা, অর্গেনাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারী এম এ বাছির, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, ইভেন্ট সেক্রেটারী এ রহমান অলী, সাংবাদিক শাকিল আহমেদ সোহাগ, নিউহাম ক্লাবের পক্ষ থেকে আলমগীর হোসেন. আব্দুল বাছির, আবু বকর, জাকির হোসেন, আব্দুল বাছিত প্রমূখ।

সিএফবিবি'র সেমিনারে বক্তারা:

বাংলাদেশে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সম্পদ সুরক্ষায় অন্তবর্তীকালিন সরকারকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

লন্ডন, ১২ অক্টোবর ২০২৪: সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশীজ (সিএফবিবি)-এর উদ্যোগে "বাংলাদেশেব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সম্পদ সুরক্ষায় করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । ১১ অক্টোবর শুক্রবারসন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বৃটিশ-বাংলাদেশীদেরসম্পদ অরক্ষিত । একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী মানুষ সবসময় ওৎপেতে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই সেই সম্পদনিজেদের দখলে নিয়ে নেবে । ইতিমধ্যে অনেক বৃটিশ-বাংলাদেশীর সম্পদ দখল হয়ে গেছে । নিজের সম্পদদখলমুক্ত করতে তারা প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, কিন্তু প্রকৃত সহযোগিতা পাচ্ছেন না। প্রশাসন অধিকাংশক্ষেত্রে প্রবাসীদের পক্ষ না নিয়ে দখলকারির পক্ষ নিয়ে থাকে। তাই দখলকারিরা বহাল তবিয়তে রয়েছে ।বক্তারা বলেন, একটি অরাজনৈতিক সরকার বর্তমানে দেশ পরিচালনা করছে । এটা একটি উপযুক্ত, দেশেরসম্পদ নিয়ে আমাদের আশংকার বিষয়টি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে তুলে ধরা । নতুবা আমাদের আমাদেরঅবর্তমানে একসময় সেই সহায় সম্পদ বেদখল হয়ে যাবে।

সিএফবিবি'র সভাপতি ড. জামাল উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেনটাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেনবৃটিশ-বাংলাদেশী জাজ ব্যারিস্টার নজরুল খসরু ও নিউহ্যাম কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি স্পীকার বিশিষ্টআইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ । সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সিএফবিবি'রজেনারেল সেক্রেটারি দেলওয়ার খান, ট্রেজারার বাবলুল হক বাবুল,মোসাদ্দেক আহমদ ও সাংবাদিক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল।

প্রশ্নোত্তর পর্বে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সিনিয়র কর্মকর্তা আসাদ জামান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, মাওলানাআশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্যারিস্টার নজরুল খসরু তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অবদানের কথা তুলেধরেন । তিনি দ্বৈত নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরাধিকারআইনের সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মূল বক্তব্যে ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বৃটিশ-বাংলাদেশীদের ভোটাধিকারের দাবি বাস্তবায়ন, জাতীয়পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও পাওয়ার এটর্নি প্রদান সহজীকরণ, পাসপোর্টের জন্য আবেদনের পর পুলিশভেরিফিকেশনের নামে ঘুষবাণিজ্য বন্ধকরণসহ, বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানী বন্ধের দাবী জানান।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মন্ত্রী এমপিরা লন্ডনে এলে তাদেরকে কাছে আমরা দাবী দাওয়া পেশ করি। কিন্তু বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পর তাদের আর সেই দাবীর কথা মনে থাকেনা। তাই এখন থেকে তাদেরকেফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম সি এ) এর সদস্য সম্মেলন সম্পন্ন

ইউরোপের সর্ববৃহৎ দাওয়া সংগঠন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম সি এ) এর সদস্য সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে (১৩অক্টোবর) রবিবার। পূর্ব লন্ডনের একটি ইভেন্ট হলে অনুষ্ঠিত দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা এরশাদ উল্লাহ। দারস পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মামুন আল আজমী। মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার হামিদ হোসেইন আজাদ এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল মতিন চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা'র) ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর রশীদ। তিনি বলেন তারুণ্য যেকোনো জাতির অমূল্য সম্পদ। তারুণ্যের দৃঢ় মনোবল, অপরিসীম সাহস ও কাজ করার দক্ষ মানসিকতাই পারে একটা জাতিকে চেঞ্জ করে দিতে। সভ্যতার উত্থান-পতনে তার বড় অংশই এসেছে তারুণ্যের হাত ধরে। তারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী। সকল পর্যায়ে তরুণদের প্রাধান্য দিতে দিবে।

সম্মেলনে আরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মুসলেহ ফারাদি, হাবিবুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন খান ও আতিকুর রহমান জিলু প্রমুখ।

সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের গত এক বছরের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিষ্টার হামিদ হোসাইন আজাদ তাঁর বক্তব্যে এম সিএ এর সদস্যদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সর্বোত্তম চরিত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন, আদর্শ পরিবার গঠন এবং সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসার সর্বাত্মক আহবান জানান।

তিনি বলেন সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা নিয়ে আমাদের মিশন বাস্তবায়িত করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সন্তানরাই আমাদের ভবিষৎ, তাদের শিক্ষা এবং দুনিয়া ও পরকালের জীবনকে সফল করার জন্য, পুরো জীবনকে শিক্ষা জীবন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । এ কারণেই আল্লাহর বাসূল (স:) বলে গিয়েছেন শিক্ষা লাভ করতে হবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। এজন্যই তিনি বলেছেন এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চার মর্যাদা সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে বেশী।

সম্মেলনে লন্ডন, লুটন, বার্মিংহাম, মানচেস্টার, অউল্ডহাম, নিউকাসেল, পোউস্টমাউথ, ব্রাইটন, নরউইচ, সাউথাম্পাটন, গ্লাসগোসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে শত শত সদস্য

উৎসবমুখর পরিবেশে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত

ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন, চ্যানেল এস রানার্স আপ

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর ২০২৪ : ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে বিলেতে বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে । ১৩ অক্টোবর রোববার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রীন ফুটবল মাঠে এ টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় । মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন করতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ছুটে আসেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা । সাংবাদিকদের মিলন মেলায় পরিনত হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ।

বিকেলে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরনী আনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ । এতে বক্তব্য রাখেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট এমদাদুল হক চৌধুরী, প্রধান স্পনসর ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের স্বত্তাধিকারী তোফাজ্জুল আলম, টুর্নামেন্ট ব্যবস্থাপনা টিমের লীডার লন্ডন স্পোর্টিফ-এর ট্রেজারার আতিকুর রহমান, চ্যাম্পিয়ন টিম ওয়ানবাংলা ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড এর লীডার আহাদ চৌধুরী বাবু ও রানার্স আপ চ্যানেল এস টিমের লীডার কামরুল হাসান। প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলো লন্ডন স্পোর্টিফ ।

সকালে প্রেস ক্লাবের ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিনের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে খেলার নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেয় টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনা টিম লন্ডন স্পোটিফ ।

এবারের টুর্নামেন্টে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে মোট ৮টি টিম অংশ গ্রহণ করে। টিম গুলো হলো : বিঅনটিভি ইউকে, বাংলা পোস্ট, চ্যানেল এস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড, এসপি ইউনাইটেড, ইউকে বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ও সাপ্তাহিক দেশ । খেলায় ২-০ গোলে বিজয়ী হয় ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এবং রানার্স আপ হয় চ্যানেল এস।

বিচারকমন্ডলীর নির্বাচনে টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় সেরা খেলোয়াড়ে ভুষিত হয়েছেন এনটিভি ইউরোপের সিনিয়র রিপোর্টার কয়েস আহমদ রুহেল, পুরো খেলায় সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন টিভিওয়ানের সিনিয়র রিপোর্টার জাকির হোসাইন কয়েস, সেরা গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন এনটিভির সিনিয়র রিপোর্টার কয়েস আহমদ রুহেল এবং সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস-এর ভিডিও এডিটর ওয়ালিদ বিন খালিদ সাগর।

এবারের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে উপকমিটিতে ছিলেন ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল, ট্রেনিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, আইটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হান্নান, নির্বাহী সদস্য শাহিদুর রহমান সুহেল, জাকির হোসেন কয়েস ও ফয়সল মাহমুদ।

টুর্ণামেন্টের মূল স্পন্সর ছিলো ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড (ডাব্লিউপিসি), শেফ অনলাইন ও পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্ট। এছাড়া টিমগুলোর স্পন্সর ছিলো- ইউকেবাংলা মার্কেট প্লেস, রুপালি এক্সপ্রেস, এক্সেল টিউটর্স, কিংডম সলিসিটর্স, রিয়া মানি ট্রান্সফার, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, ফিস্ট এন্ড মিস্টি রেস্টুরেন্টে, বাংলা কাগজ, ফিস্ট এক্সপ্রেস রেস্টুরেন্ট ও ভিনটেইজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

প্রেস ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ তাঁদের বক্তব্যে বিজয়ী ও রানার্স আপ টিমকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ৮টি টিমের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। সকলের অংশগ্রহণে আমরা একটি আনন্দঘন টুর্নামেন্ট উপহার দিতে পেরেছি। বিশেষ করে টুর্নামেন্টের স্পনসরদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। তাঁরা বলেন, ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে আমাদের ক্লাবের বছরের একটি সেরা আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত আমাদের সদস্যরা একটি দিনের জন্য একই স্থানে একীভূত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। এটি আমাদের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে মনে করি।

প্রবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি দুই যোগ পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে উদ্ধার

জামাল আহমেদঃ নর্থ বাংলা প্রেস ক্লাব ইউকের প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় রবিবার স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে। যুক্তরাজ্যর স্কানতর্প বসবাসকারী এক প্রবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি দুই যোগ পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে উদ্ধার করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যর স্কানতর্পে স্ব-পরিবারে বসবাস করেন মোহাম্মদ কালাম উল্লুযাহ তিনি ১১বছর বয়সে ১৯৮৫ সালে বাবার হাত ধরে লন্ডনে পাড়ি জমান।

তিনি সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার ৮ নং আশারকান্দি ইউনিয়নের আটঘর গ্রামের মৃত এবারত উল্লার ছেলে।

বাবা মারা যাওয়ার পর কালাম মাকে নিয়ে দেশে আসা যাওয়া করতেন, দেশে তাদের ভাই বোনদের কডে না থাকায় ২০১১সালে তাদের নিকট আত্বীয় আপন মামাতো ভাই শেফু মিয়াকে বাড়ীতে আশ্রয়সহ সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এই সুবাদে কালাম প্রবাস থেকে বিভিন্ন সময় টাকা পাঠাতেন মামাতো ভাই কেয়ার টেকার শেফু মিয়ার কাছে এক পর্যায়ে প্রেরিত টাকার হিসাব চাইলে এ নিয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় ও শেফু প্রবাসী কালামের পরবিারের সদস্যদের সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে।

এই ঘটনার পর থেকেই শেফু মিয়া এলাকায় তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে প্রবাসী কালামের হাওরের জমি বন্ধক সহ বসত বাড়ীর বিভিন্ন জাতের গাছ জোড়পূর্বক কেটে বিক্রি করে।

কেয়ার টেকার শেফুর এসমস্থ কান্ড জানতে পেরে কালাম উল্লাহ তার মালিকানাধীন দুটি বাড়ীর চাবি ফেরত ও বাড়ী ছাড়ার তাগিদ দিলে তার পরিবারকে দেশে না আসার জন্য হুমকি দেয়।

কিছুদিন পর কালাম উল্লাহ তার পরিবারের সদস্যরা দেশে এসে বাড়ীতে উঠার চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জগন্নাথপুর ক্যাম্প কমান্ডারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এরই প্রক্ষিতে সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন হুমায়ুন স্থানীয় আশারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব খান ও পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সাজন খান ও স্থানীয় ইউপি সদস্য শওকত আলী সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রবাসী মোহাম্মদ কালাম উল্লাহর নিকট চাবি হস্তান্তর করে বাড়ী-ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

রোববার স্কানতর্পের স্থানিয় একটি হলরুমে দুপুর ১২টায় স্কানথর্প নর্থ বাংলা প্রেসক্লাব ইউকের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে কালাম উল্লাহ এ কথাটি জানিয়ে আরো বলেন..

তিনি আরো বলেন কেয়ার টেকার শেফু বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে যে, আমি লন্ডনে চলে আসছি। আমার জায়গাজমি ও বাড়ীঘর পুনরায় দখল করে নিবে। আমার সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য দেশে বিশ্বস্ত কোন লোক না থাকায় আমি তার হুমকি-জনিত কারণে চরমভাবে শংকিত।

এ সময় সংবাদসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নর্থ বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুর রহমান জামাল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আজিজ, কোষাধক্ষ্য এনামুল আলম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুজিবুর রহমান মুজিব, আব্দুল মোহিত গাজী, নুরুল হক চৌধুরী, ইউসুফ খান,আব্দুল মোছবির, নাঈমুর রহমান চৌধুরী, হিরন আলী, তোফাজ্জল হোসেন রুহেল।

লন্ডনে দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি (DSS) ইউকের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ যুক্তরাজ্যস্থ সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন দক্ষিন সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার রাতে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে আহ্বায়ক আকিকুর রহমান আকিক সভাপতি, সদস্য সচিব ফেরদৌস সেরদিলকে সাধারণ সম্পাদক ও মকসুদ আহমদকে কোষাধ্যক্ষ এবং পারভেজ আহমদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আখলাকুর রহমান লুকুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফেরদৌস শেরদিলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় এসময় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হাজী আব্দুস সাত্তার, আকিকুর রহমান আকিক, মহিউদ্দিন আলমগীর, শাহ আলম সাহিন চৌধুরী, মোহাম্মদ মুজিব হোসেন, কয়েছ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম,শাহ ইমরান হোসেন, আক্তার হোসেন, খালিদ সিকদার, সোহেল মুরাদ, পারভেজ আহমদ, তুহিনুর আনছার মিয়া, রানা মিয়া, মোহাম্মাদ শাহজাহান, এস এম ফারুক, আজিজুর রহমান টিটু, লুলু মিয়া, মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, রুহুল আমিন রুহুল, মাহবুবুর রহমান, জুম্মান আহমদ, সিরাজুল ইসলাম এনাম, এম এম আলম লিটন, শেখ নয়ন প্রমুখ।

ঝাঁকজমক আয়োজনে লন্ডনে নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

খালেদ মাসুদ রনিঃ ঝাঁকজমক আয়োজনে লন্ডনে নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।গত মঙ্গলবার দুপুরে কর্মাশিয়াল রোডের অফিস হল রোমে এ বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। এসময় প্রতিস্টানের ডিরেক্টর ইউনুস আলী প্রতিস্টানের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে প্রতিস্টানের যাত্রা হলেও বর্তমানে সকলের সহযোগীতায় আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।আর এটার পেছনে যারা বেশী অবদান রেখেছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

নুবাহ কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তিতে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার-কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দীন খালেদ বলেন, আপনাদের প্রজেটি কন্ট্রিভিউশন এবং সহযোগীতায় মানব কল্যানে অবদান রাখায় আমরা গর্বিত।আমি আশাবাদী সেবার মন মানসিকতা নিয়ে আগামীতেও অসহায়দের কল্যানে কাজ করে যাবেন।

সার্ভিস ম্যানেজার আব্দুল হামিদের পরিচালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সোশ্যাল গেস্ট সোশ্যাল ওর্য়াকার আবিদা রহমান, কার্ল সর্ট ব্রেক রেজিস্টার ম্যানেজার মো: ফাইজুর রহমান, ডেফোডিল স্কুলের প্রতিস্টাতা ও চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান, নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের রেজিস্টার ম্যানেজার লিলি চৌধুরী, কেয়ার কর্ডিনেশন টিম শিফা বিবি, এইচ আর কর্ডিনেশন সাইফ জাহান, চীফ একাউন্টেন্ট মাসুম ভূইয়া,

হেড অব স্কীল একাডেমী মাহবুবুর রহমান, রিয়েল মিশন কেয়ারের রেজিস্টার ম্যানেজার আশরাফুল সিদ্দিকী, কোয়ালিটি মনিটরিং অফিসার শামীম ইফতেখার, হেড অব ইনোভেটিভ ট্রেনিং আব্দুল মুকিদ প্রমূখ। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুস্টানের শুরুতে প্রধান অতিথি স্পিকার কাউন্সিলর সাইফ উদ্দীন খালেদকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পরে কাস্টমার রিভিউর মাধ্যমে যারা সেরা হয়েছেন তাদেরকে প্রতিস্টানের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিরা।

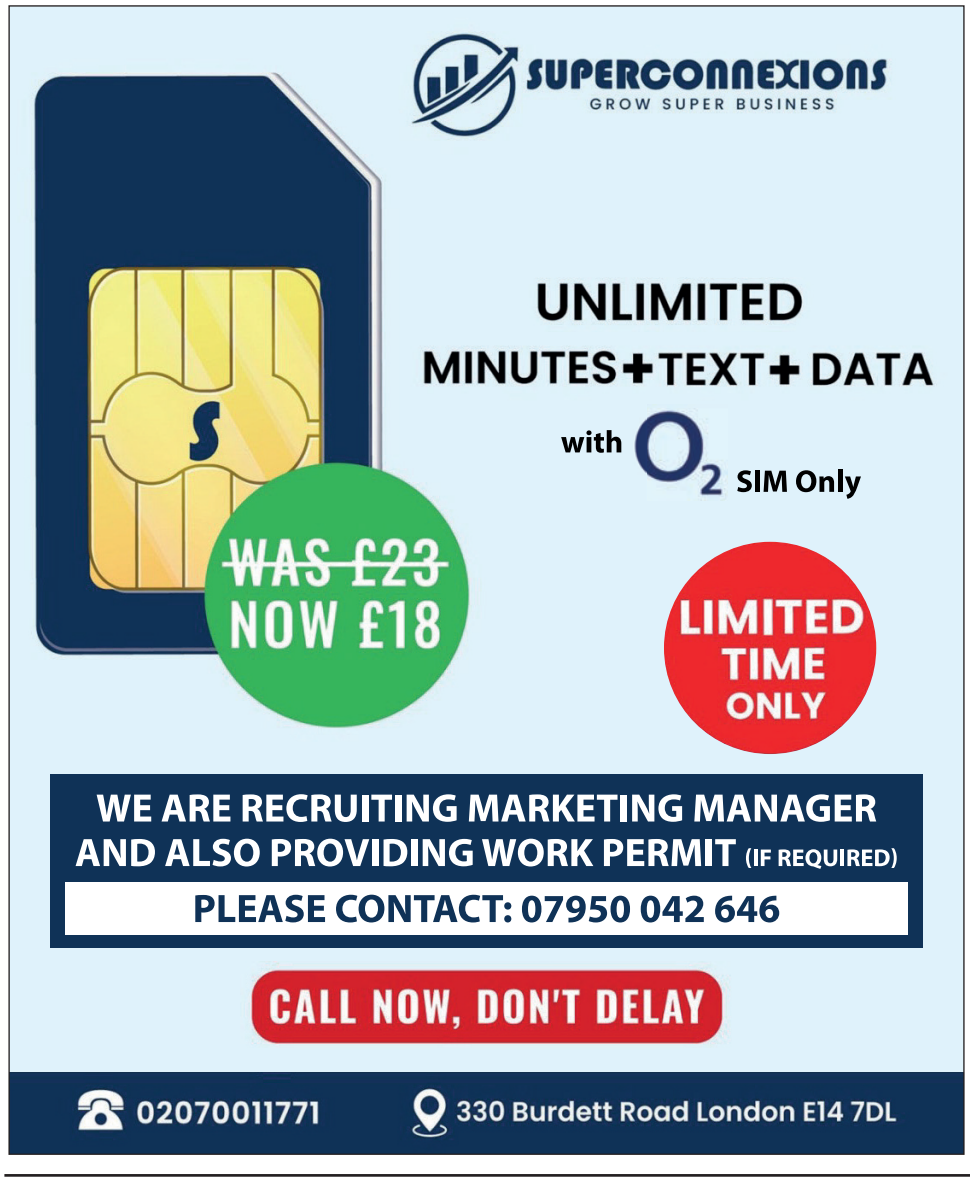

লন্ডনে মিরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের নতুন কমিটির অত্মপ্রকাশ ও সভা অনুষ্ঠিত

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ সুনামধন্য মিরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের নব নির্বাচিত ২০২৪-২৭ সালের কার্যকরী কমিটির আত্ম প্রকাশ ও প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সন্ধায় পুর্ব লন্ডনে একটি বিজনেস হলে এ আত্মপ্রকাশ ও সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। নব নির্বাচিত সভাপতি নোমান আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আহম সুহেবের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ করেন সংগঠনের ধর্ম ও সাংস্কৃতি সম্পাদক মুফতি সালেহ আহমদ। অনুষ্টানের প্রথম নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি নোমান আহমদের, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আহম সুহেব, কোষাধক্ষ সুয়েব আহমদ ও সহ-সভাপতি দারাস মিয়াকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন কমিটির নির্বাচিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। সভার মূল পর্বে সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ি নতুন করে শিপু মিয়া, আবু ইয়াছিন সুমন, কামাল হোসেন, আব্দুল করিম লিটনকে কার্যকরী সদস্য পদে এবং উপদেষ্টা পদে আরো নয় জনকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বসম্মতি ক্রমে আবুল হোসেন মুহিতকে প্রধান উপদেষ্টা মনোনিত করা হয়। সভা সমাপনিতে মুফতি সালেহ আহমদের পরিচালনায় প্রয়াত ট্রাস্টি আবুল লেইস, চমক আলী, এলাইচ মিয়া মতিনের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পরিদর্শনে ইউ'কে কমিটির নেতৃবৃন্দ

সোমবার (১৪ অক্টোবর) সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউ'কে কমিটির নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার ও ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান তোফাজ্জল মিয়া, সাবেক কাউন্সিলর, বিবিসিএর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের ইউকে কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম সেলিম, যুক্তরাজ্যের হিলিংডন বরা কাউন্সিলের কাউন্সিলার ও ইউকে কমিটির মেম্বার মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম এবং হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেটের পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম শানুর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ডা. মোস্তফা শাহ জামান চৌধুরী, পাবলিসিটি সেক্রেটারি আবু তালেব মুরাদ এবং হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল (অব.) শাহ আবিদুর রহমান।

নেতৃবৃন্দরা সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের কার্যক্রম দেখে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ইউ'কেতে মহিলাদের কাজে লাগাতে হবে। তারা বলেন শুরু থেকে আজবোদী সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং সকল প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট এর মানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত রবিবার ১৩ অক্টোবর রাতে রমফোর্ড রোডের একটি রেস্টুরেন্টে ট্রাষ্টের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি রোটারিয়ান শাহিন শাহ আলম চৌধুরীর পরিচালনায় শুরুতে তেলাওয়াত করেন কামরুল হোসেন দেলোয়ার।
সবার পরিচিতি পর্বের পর কমিটির সদস্যদের জন্য মতামত পর্বে আগামী ২২ ডিসেম্বর রবিবার এ বছরের জিসিএসই ও এ লেভেল পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট যারা করেছেন তাদের মধ্যে ৩০ জন ছাএ ছাত্রীদের এওয়ার্ড প্রদান ও বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।।
এখানে উল্লেখ্য, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট সংগঠনটি ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যেমন শিক্ষা, হাউজিং বিষয়ে সুপরামর্শ, কর্মসংস্থান ও নেইবারহুডদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য জোরালো ভূমিকা রাখা। আগামি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য একটি উপকমিটিও গঠন করা হয়।
কমিটির অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া বাক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, কবি ও ছড়াকার দিলু নাসের,ভাইস প্রেসিডেন্ট আফসর হোসেন এনাম, ট্রেজারার এনামুল হক এনাম, নিয়াজ চৌধুরী সুভন, মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন, জয়নুল চৌধুরী, আবু তারেক চৌধুরী, মোহাম্মদ আমিন,রেজাউল করিম রাজু,আজিজুর রহমান টিপু,,মকসুদ আহমদ, এলিন আহমেদ চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমদ আলমগীর, মঈনুল ইসলাম, ডা: সৈয়দ মাসুক আহমেদ, আবু সোহেল, সাবেক কাউন্সিলার আবু সামিহ, নাজমুল চোধুরী প্রমুখ। পরিশেষে নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়।।
আগামি ২২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে সার্বিক সফল করে তোলার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

লন্ডনে কিংবদন্তি বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম লোক উৎসব ২০২৪ সফলভাবে সম্পন্ন

জেসমিন মনসুর: "গনতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত মাল্টি ন্যাশনাল ও মাল্টি কালচারাল এর বৃটেনের কমিউনিটির নানা শ্রেণি পেশার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে জাঁকজমক পুর্ণ ভাবে অর্ধ শতাধিক সুনামধন্য শিল্পীদের অংশ গ্রহণে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি. বাংলাদেশের প্রাণের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে লন্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারে এই প্রথমবারের মতো আরিয়ান ফিল্ম এবং গ্লোব টিভি আয়োজিত বাউল শাহ আব্দুল করিম লোক উৎসব ২০২৪" সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
ইউকে বিডি টিভির কালচারাল ডিরেক্টর ও উৎসব কমিটির সেক্রেটারি হেলেন ইসলাম , সুপ্রভা সিদ্দিকী, হাফসা ইসলাম ,শেখ নুরুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান তাজ এর সঞ্চালনায় ব্রিটেনের দূর - দূরান্ত থেকে আগত বিশিষ্টজন ও প্রচুর বাউলসংগীত ভক্ত,ও বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে গত ৯ই অক্টোবর দুপুর ১২ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সেন্ট্রাল লন্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারের দুটি মঞ্চে একযোগে পুরো দিন ব্যাপী এই প্রাণবন্ত উৎসবমুখর পোগ্রামে অর্ধ শতাধিক সুনামধন্য শিল্পীদের পরিবেশনায় বাউল শাহ আব্দুল করিমের গান, জারি, সারি, ভাটিয়ালী, আরও ছিলো বাউল শাহ আব্দুল করিমের জীবনী নিয়ে প্রমাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান', 'বন্দে মায়া লাগাইছে, দিওয়ানা বানাইছে', 'বন্ধুরে কই পাব সখী গো', 'কেন পিরিতি বাড়াইলা রে বন্ধু', 'তুমি বিনে আকুল পরাণ'সহ এই শিল্পীর জনপ্রিয় অন্যান্য গান গাওয়া হয় অনুষ্ঠানে। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল, পিঠা, কাপড়, জুয়েলারীর, মেহেদী, ফটো ফ্রেম, সহ রকমারি স্টলেমও ছিলো উপচে উপচে পড়া ভিড়।
অনুষ্ঠানে লোক উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের সামাজিক সাংস্কৃতিক, ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় তারা হলেন আনোয়ার চৌধুরী, আহবাব হোসেন, আলাউর রহমান, শেখ আলীউর রহমান, সিরাজ হক , জ্যোৎস্না ইসলাম, আকলু মিয়া, মাহি ফেরদৌস জলিল, ও তাজরুল ইসলাম তাজ ।
প্রাণবন্ত উৎসবমুখর এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, বৃটেনের নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, লন্ডন বরো অফ বার্কিং এন্ড ডেগেনহ্যাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার মঈন কাদরি, টাওয়ার হ্যামলেটেস এর সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, প্রবাসের মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক অকাউন্টেন্ট মাহমুদ এ রউফ ,কমিউনিটি লিডার সিরাজ হক, রেডব্রিজ কাউন্সিলের সাবেক মেয়র জ্যোৎস্না ইসলাম, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার্স চেয়ারম্যান মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মাহি ফেরদৌস জলিল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর,কবি মুজিবুল হক মনি, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আখলু মিয়া, কাউন্সিলার সাম ইসলাম , কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান চৌধুরী, কাউন্সিলার, মুজিবুর রহমান জসিম, ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে লোক উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের সামাজিক সাংস্কৃতিক, ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় তারা হলেন আনোয়ার চৌধুরী, আহবাব হোসেন, আলাউর রহমান, শেখ আলীউর রহমান, সিরাজ হক , জ্যোৎস্না ইসলাম, আকলু মিয়া, মাহি ফেরদৌস জলিল, ও তাজরুল ইসলাম তাজ।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা কিংবদন্তি বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম তাঁর সৃষ্টিজুড়ে আছে মানুষের, সাম্যের ও প্রেমের জয়গান। মরমী এই শিল্পীকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে, তাঁর সৃষ্টি যেন মানুষের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকে এজন্য শিল্পকর্মকে প্রচার-প্রসার এবং তাঁর সৃষ্টিকে অনন্যতায় স্মরণ করতে এরকম উৎসব প্রতি বছর উদযাপন করা উচিৎ বলে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন আব্দুল করিম
একজন জাত বাউল, দার্শনিক, পর্যটক এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ ছিলেন। তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পক্ষেই ছিল তার সংগ্রাম। গানের মাধ্যমে সাম্য, মানুষের মুক্তি ও প্রেমের জয়গান গেয়েছেন তিনি,তার প্রতিটি কথা ছিল সাম্প্রদায়িকতার অব্যর্থ হাতিয়ার। তিনি জাত-পাত, শ্রেণি-বিদ্বেষ ভুলে মানুষকে সবসময় অসাম্প্রদায়িক জীবন-যাপনের পথে টেনেছেন।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক গ্লোব টিভির ফাউন্ডার্স চেয়ারম্যান তাজরুল ইসলাম তাজ ও ইউকে বিডি টিভির ভাইস চেয়ারম্যান উৎসব কমিটির চেয়ার শেখ নুরুল ইসলাম তাদের বক্তব্যে আগত সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এবারকার উৎসব সফল করা সম্ভব হয়েছে এজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী বছর ও এ ধরনের উৎসব আরও ব্যাপক ও বড়পরিসরে করার ইচ্ছা রয়েছে বলে উল্লেখ করে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।
এখানে উল্লেখ্য যে, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম। দেশ বিদেশের বাঙ্গালীদের প্রিয় এক গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পি। ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জের দিরাই থানার উজানধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা বাউল গানের জীবন্ত কিংবদন্তী প্রায় দেড় সুর সহ সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। শাহ আব্দুল করিম শহুরে মানুষের কাছে যতটা আগে পরিচিত হয়েছেন তার অনেক পূর্বে গ্রামের মানুষের কছে জনপ্রিয় ও সমাদৃত হয়েছিলেন। জারি, সারি, ভাটিয়ালী, জীবন তত্ব, প্রেম, বিচ্ছেদ, জাগরনের গান ও দেশের গান সহ প্রায় ১৫০০ গানের এ রচয়িতা ১২ ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে সিলেটের নুরজাহান পলি ক্লিনিকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে একই ক্লিনিকে ১১ ই সেপ্টেম্বর তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।আব্দুল করিম সম্পর্কে না জানা তথ্যঃঅত্যান্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন বাউল গানের জীবন্ত এ কিংবদন্তী। দারিদ্রতা পরিবারকে এমনভাবে আকড়ে ধরে রেখেছিল যে প্রতিবেলার খাবার যোগান দিতেও তার বাবার কষ্ট হত। জীবনে মাত্র ২ বার বিদ্যালয়ে পা দিয়েছিলেন এ বাউল সাধক। পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হওয়ার তার উপর চাপটা বেশি ছিল। এজন্য তিনি চাকরি তে যোগ দেন। কষ্টে আকড়ে ধরা জীবনে তিনি ঈদের দিনেও ছুটি পেতেন না। দারিদ্র ও জীবন সংগ্রামের মাঝে বড় হওয়া বাউল শাহ আবদুল করিমের সঙ্গীত সাধনার শুরু ছেলেবেলা থেকেই। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি তার গান কথা বলে সকল অন্যায়,অবিচার,কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরূদ্ধে। তিনি যখন গান গাইতেন তখন তা ধর্মীয় বিধি নিষেদের বলে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। বাউল শাহ আবদুল করিমের সঙ্গীত সাধনার শুরু ছেলেবেলা থেকেই। বাউল সম্রাটের প্রেরণা তার স্ত্রী আফতাবুন্নেসা। তিনি তাকে আদর করে সরলা বলেও ডাকতে। বেশ কয়েকটি গান তিনি সরলার নাম দিয়ে লিখেছেন ও গেয়েছেন। যদিও দারিদ্র তাকে বাধ্য করে কৃষিকাজে তার শ্রম ব্যায় করতে কিন্তু কোন কিছু তাকে গান সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। জানা যায়, তিনি শরীয়তী, মারফতি, নবুয়ত, বেলায়া সহ সবধরনের বাউল গান এবং গানের অন্যান্য শাখার চর্চাও করেছেন।শাহ আব্দুল করিমের প্রতিঃস্বল্পশিক্ষিত বাউল শাহ আব্দুল করিম এ পর্যন্ত প্রায় দেড় সহস্রাধিক গান লিখেছেন এবং সুরারোপ করেছেন। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে তাঁর ১০টি গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।প্রকাশিত বইঃবাউল শাহ আবদুল করিমের এ পর্যন্ত ৬টি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলো হলো- আফতাব সংগীত, গণ সংগীত, কালনীর ঢেউ, ভাটির চিঠি, কালনীর কূলে এবং দোলমেলা। এছাড়াও তাঁর রচনাসমগ্র 'অমনিবাস' সম্প্রতি বাজারে এসেছে। সম্মাননাঃবাউল শাহ আব্দুল করিম ২০০১ সালে একুশে পদক লাভ করেন। বাংলা একাডেমি তার দশটি গানের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। এছাড়া দ্বিতীয় সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এই বাউল সম্রাটকে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। এছাড়াও ২০০০ সালে কথা সাহিত্যিক আবদুর রউফ চৌধুরি পদক ও পেয়েছিলেন এই বাউল সম্রাট।

টাওয়ার হ্যামলেটসে মাদক সরবরাহ ও মাদকের ব্যবহার প্রতিরোধে নতুন কৌশল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার নতুন মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধ কৌশল চালু করেছে, যা তার কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কমিউনিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাথে মিলিত হয়ে মাদক অপব্যবহার ও মাদক সরবরাহ মোকাবেলা করবে।

আজ মঙ্গলবার ১৫ অক্টোবর, টাউন হলের গ্রোসার্স উইংয়ে আয়োজিত কৌশলপত্র উপস্থাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক লীড মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান, সেন্ট্রাল ইস্ট এর বিসিইউ কমান্ডার, ডিটেকটিভ চিফ সুপারিনটেনডেন্ট জেমস কনওয়ে, কাউন্সিলের পাবলিক হেলথ এর ডিরেক্টর সোমেন ব্যানার্জি, নেইবারহুড পুলিশিং এর প্রতিনিধি জেওফ গ্রোহান বক্তব্য রাখেন।

কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ নামের নতুন কৌশলে তিনটি স্থানীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জাতীয় স্তরের তিনটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেগুলো সব কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রাধিকার তিনটি হচ্ছেঃ

- মাদক সরবরাহ অর্থাৎ কেনাবেচার চেইন ভেঙে দেওয়া
- বিশ্বমানের চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা প্রদান
- মাদকের চাহিদায় প্রজন্মগত পরিবর্তন আনা

টাওয়ার হ্যামলেটসে মাদক ব্যবহারের চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সংখ্যা লন্ডনের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ সালে ২,২৮৯ জন চিকিৎসাধীন ছিল, যার মধ্যে ৫২ শতাংশ হচ্ছে ওপিয়েটস ব্যবহারকারী, যা লন্ডনে সর্বাধিক। আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের চিকিৎসা গ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, যারা সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হবে এবং ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর ফলাফল ভোগ করবে।

এই গুরুতর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য, কাউন্সিলের নতুন পার্টনারশীপ কৌশলের মধ্যে রয়েছেঃ

-চিকিৎসা সেবা গুলোকে নতুনভাবে ডিজাইন করা, যাতে সেগুলো সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত হয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ করে

-একটি নিবেদিত কাউন্সিল এনফোর্সমেন্ট ইউনিট গঠন যা মাদক সরবরাহ এবং পদার্থের অপব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করবে

-নতুন সরঞ্জাম এবং উপকরণ যা তরুণদের আরও ভালোভাবে সহায়তা এবং শিক্ষিত করতে সাহায্য করবে

-মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে মিলে নতুন গোপন এবং প্রকাশ্য আইন প্রয়োগের অভিযান, যা মাদক সংশ্লিষ্ট ঠিকানা, মাদক সরবরাহ এবং বিক্রয়কে লক্ষ্য করবে

-ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিগুলোর জন্য ধর্মীয়ভাবে পরিচালিত সচেতনতা ইভেন্টগুলোর আয়োজন

নতুন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, কমিউনিটির মতামত যেন কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ অর্থাৎ মাদক প্রতিরোধ অংশীদারিত্বে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা। মাদকাসক্তির দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি এবং স্থান গুলি চিহ্নিত করতে এবং ঘাটতি নির্ধারণ করতে একটি প্রয়োজন মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছিল, যা এই কৌশল তৈরিতে সাহায্য করেছে। এর ফলে, পেশাদার, পরিষেবা ব্যবহারকারী, বাসিন্দা এবং কমিউনিটির নানা স্তরের সদস্য সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার একত্রিত হয়ে অগ্রাধিকারের রূপরেখা তৈরি করেছেন যাতে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে।

মাদক সম্পর্কিত অপরাধ পরিমাপ করার মাধ্যমে, এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপ ও সচেতনতামূলক শিক্ষা দ্বারা মাদকের চাহিদা হ্রাসের পাশাপাশি চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার প্রোগ্রামগুলোকে কার্যকর করা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ নামের এই কৌশলের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র, লুৎফুর রহমান, বলেছেন, "আমাদের মাদকের অপব্যবহার সংক্রান্ত নতুন কৌশলটি টাওয়ার হ্যামলেটসে মাদক সরবরাহ ও আসক্তির বিরুদ্ধে চলমান কাজকে আরও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। আমরা বরোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের একত্রিত করে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছি এবং পরিবর্তনের জন্য অঙ্গীকার করছি।"

তিনি বলেন, "মাদকের অপব্যবহার মোকাবিলা করা আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার, এবং এই কৌশলটি মাদক সরবরাহ ও ব্যবহারে বাধা সৃষ্টির পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটসকে সবার জন্য আরও নিরাপদ করে তুলতে বড় ভূমিকা রাখবে।"

কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক লীড মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, বলেছেন, "আমরা একসাথে আমাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, স্বাস্থ্য সেবা এবং সম্প্রদায়ের সহযোগীদের শক্তি এবং লক্ষ্যকে একত্রিত করছি যাতে মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ মোকাবেলা করা যায়, প্রাথমিক হস্তক্ষেপ এবং শিক্ষার মাধ্যমে চাহিদা কমানো যায় এবং আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে পুরো বরোর জন্য কার্যকর চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার প্রোগ্রাম রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "মাদক আমাদের সমাজে নানা ভাবে সমস্যা তৈরি করছে, তাই আমাদের অংশীদার এবং কমিউনিটি নেতাদের সাথে একটি সম্মিলিত পন্থা ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।"

মাদক বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে বারার নির্বাহী মেয়রের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মেয়র লুৎফুর রহমান শুরু করেছিলেন 'ডিলার-এ-ডে' ক্যাম্পেইন, অর্থাৎ প্রতি দিন কমপক্ষে একজন ড্রাগ ডিলারকে আটক করার অভিযান। আমরা আমাদের অংশীদারিত্বমূলক প্রচেষ্টায় অনেক আগেই এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছি। গত ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরে মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত থাকায় ২১৬৬ জনকে আটক করা হয়।"

সেন্ট্রাল ইস্ট এর বিসিইউ কমান্ডার, ডিটেকটিভ চিফ সুপারিনটেনডেন্ট জেমস কনওয়ে বলেছেন, "আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস জুড়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং মাদক সরবরাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাদকের বাজারের কারণে সংগঠিত অপরাধ বাড়ছে, শিশুরা শোষণের শিকার হচ্ছে এবং আমাদের সমাজের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন নেবট্রার অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে প্রায় দুই শতাধিক বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন নেবট্রার জমজমাট অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে নর্থ ইংল্যান্ডের ওল্ডহ্যাম শহরে গত পনেরোই অক্টোবর মঙ্গলবার দি এম্পায়ার সুইট ব্যাংকুয়েটিং হলে। নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নেবট্রার প্রচার সম্পাদক খালেদ আহমেদ।

এরপরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এসময় অথিতিবৃন্দ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।অতিথিদের সামনে নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন উপদেষ্টা ফারুক যোশী।

আলোচনা পর্বের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়া। তিনি প্রবাসের মাটিতে সাংবাদিকতার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুষ্ঠানে আসায় অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত প্রায় পৌনে দুইশত সাংবাদিকসহ প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধেরও দাবি জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান তার বক্তব্যে সাংবাদিকদের সমাজের দর্পণ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং নর্থ ইংল্যান্ডের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যু সমাজ ও বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে নেবট্রা সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি আশা করেন, নেবট্রা সদস্যরা অতীত-বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও তাদের সত্যনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ধরা অব্যাহত রাখবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রেজা আহমদ ফসল ফয়সল চৌধুরি, ওল্ডহ্যাম এর ডেপুটি লেফটেন্যান্ট মোজাহিদ খান, ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার, বিমানের ম্যানচেস্টার ও ইউকে নর্থ ম্যানেজার মাহমুদুর রহমান সহ নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে আগত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেজা আহমদ ফয়সাল চৌধুরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলনে নর্থ ইংল্যান্ডের প্রবাসী বাংলাদেশীদের গৌরবজনক ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদেরকে এসব ইতিহাস কমিউনিটির কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

ওল্ডহ্যাম কাউন্সিলের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার বিমানের যাত্রীসেবা সহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেন এবং সেসব সমাধানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার এবং বিমান ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিমানের ম্যানচেস্টার ও ইউকে নর্থ ম্যানেজার মাহমুদুর রহমান প্রবাসীদের দেশে যাতায়াতের সময় বিমানের যাত্রী সেবা নেওয়ার আহবান জানান।

নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে নেবট্রার নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং আশা করেন এই সংগঠনের সাংবাদিকবৃন্দ কমিউনিটির কল্যাণে তাদের কাজ অব্যাহত রাখবেন। তারা সাংবাদিকদের কাজে যেকোনো সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেনে।

অনুষ্ঠানে নেবট্রার সহ সভাপতিবৃন্দ ও উপদেষ্টা মন্ডলীসহ কার্যকরি কমিটির নেতৃবৃন্দ সমাবেশে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে ক্রীড়া সংগঠক আহাদ চৌধুরীর উপহার দেওয়া কেক কেটে নতুন কমিটির অভিষেক উদযাপন করা হয়। সিনিয়র সহ-সভাপতি শিপার আহমদের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শেষ হয়। পরে অতিথিবৃন্দকে মজাদার নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

Tower Hamlets Council

TOWER HAMLETS

Media and Engagement roles

1. Media and Engagement Officer (BAME) - Full Time

2. Media and Engagement Officers BAME – (digital content) - Part-Time roles x 2

3. Media and Engagement Officers BAME – (writing content) - Part-Time roles x 2

Contract Type: Permanent

Working Hours: 35 hours in total for each post (part time roles to make up 35 hours between them)

Salary: £51,099 - £54,135

Grade: K

Closing Date: Nov 5, 2024

Tower Hamlets Council is seeking Media and Engagement Officers to join our award-winning Communications Service. We have one full-time and four part-time roles, focused on digital content creation and writing communications.

We're looking for candidates with experience in media production, digital content creation, video editing, scriptwriting, and community engagement. Fluency in Bengali and understanding of Sylheti is essential. You'll play a vital role in engaging with our diverse communities, particularly the Bangladeshi population.

Join us and help improve lives in one of London's most vibrant and diverse boroughs!

For full details and to apply, visit:

Full-time role - https://lbth.alvius.net/2/roles/2480

Part-time roles - https://lbth.alvius.net/2/roles/2484

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

'সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের তারাতারি রেস্টুরেন্টুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শাহ সানুয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদ সরদারের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান

অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সরদার। সংগঠনের সদস্য আব্দুল কাইয়ুমের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় বিগত বছরের প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদ সরদার।

সভায় বিগত বছরের আর্থিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আবু ইয়াসিন সুমন। পরে উপস্থিত সদস্যরা প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন, এবং সবার সম্মতিতে প্রতিবেদন গৃহীত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ আবুল কাশেম। আরও উপস্থিত ছিলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, সংগঠনের উপদেষ্টা, আব্দুল আশিক চৌধুরী, মাষ্টার আমির উদ্দিন, সাবেক সভাপতি আরমান আলী, দরস উল্লাহ, সিনিয়র সহ সভাপতি শাহিন খান, সহ সভাপতি শেখ ফারুক আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান, আনসার আহমদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মাদ নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ হাসনাত আহমেদ চুন্নু, মোহাম্মদ ফজলুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার কামাল দোলাল, জয়নাল আবেদিন, আতাউর রহমান আনসার, আলী আহমদ, কামরুল হক, সহ কোষাধ্যক্ষ নুরুল আলম, ফারুক আহমদ জিলু, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য মামুন সরদার, কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী, আব্দুশ শহীদ, ইকবাল হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর শহীদ আলী সহ আরও অনেকেই। সভায় বক্তারা 'সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র সার্বিক উন্নয়ন কামনা করেন। তারা সংগঠনের কার্যক্রম আরও বেগবান করতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ৪৫ শতাংশ বৃক্ষ রোপণ লক্ষ্য অতিক্রম করেছে

গত দুই বছরে কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ১,৪০০ টিরও বেশি গাছ টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারায় রোপণ করা হয়েছে। নতুন এক পরিসংখ্যান দেখা যায় যে, ২০২২ সালে নির্ধারিত তিন বছরের মেয়াদে ১,০০০ নতুন গাছ রোপনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে।

কাউন্সিলের এক মিলিয়ন পাউন্ডের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১,৪৫১টি নতুন গাছ বিতরণ করা হয়েছে। এরফলে, বরো জুড়ে রাস্তার পাশে ৭০২টি নতুন গাছ, ৪৫৫টি পার্ক এবং সবুজ জায়গায় নতুন গাছ এবং হাউজিং এস্টেট জুড়ে ২৯৪টি গাছ রোপণ করা হয়েছে।

এই নতুন গাছগুলির পাশাপাশি কাউন্সিল আরও ১,৯৭৬টি গাছ লাগিয়েছে, যেগুলির অর্থায়ন হয়েছে মূলধনের মিশ্রণ এবং বহিরাগত অনুদানের তহবিল এবং একই সাথে ট্রি ফর ট্রিজ এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়িদের দেয়া অনুদান থেকে। সব মিলিয়ে গত দুই বছরে ৩,৪২৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে।

আসন্ন শীত/বসন্ত বৃক্ষরোপণ মৌসুমে কাউন্সিলের অর্থায়নে আরও প্রায় ২ শতাধিক গাছ লাগানোর কথা রয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমি খুবই গর্বিত যে আমরা শুধু লক্ষ্যে পৌঁছাইনি, বরো জুড়ে ১,০০০টি নতুন গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছি। পরিষ্কার, দূষণমুক্ত নান্দনিক বারা গড়ে তুলতে বৃক্ষ এবং সবুজ পরিবেশ অত্যাবশ্যক।"

মেয়র বলেন, "এই ১ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিলটি আমাদের বরোকে সবুজ করার জন্য ব্যবহার করা অব্যাহত থাকবে - আমরা এই তহবিলের সহায়তায় এই শীতে এবং বসন্তের রোপণ মৌসুমে ২০০ টিরও বেশি নতুন গাছ লাগানোর আশা করছি।"

কাউন্সিলের পরিবেশ ও জলবায়ু জরুরী বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শফি আহমেদ বলেন, "আমাদের পাবলিক স্পেসগুলিকে সুন্দর করতে, আমাদের রাস্তা এবং পার্কগুলিকে সবার জন্য আরও ভাল করে তুলতে গাছগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গাছগুলি আমাদের বোরোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আরও স্থিতিস্থাপক করতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইডের মতো দূষক শোষণ করে বায়ুর গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে।"

তিনি বলেন, "আরও গাছ লাগানো, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আরও সবুজের প্রয়োজন আছে, সেখানে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। একই সাথে এটা নিশ্চিত করা যে, গাছ আমাদের জন্য যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সুবিধাগুলি প্রদান করে তা আমাদের সর্বস্তরের বাসিন্দারা উপভোগ করতে পারেন।"

আরও তথ্যের জন্য, আপনি আমাদের ২০২০-২০২৫ ট্রি ম্যানেজমেন্ট কৌশল পড়তে পারেন।

আপনি কী গাছ লাগানোর সাথে জড়িত হতে আগ্রহী? চ্যারিটি সংগঠন ট্রি ফর স্ট্রিটজ-এর সাথে অংশীদারিত্বে কাউন্সিল স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং ব্যবসায়িদের তাদের নিজেদের আশেপাশের এলাকায় বৃক্ষ রোপণে পৃষ্ঠপোষকতায় সহায়তা করে।

পর্তুগাল বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মিনহাজের সংবর্ধনা সভায়-সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসী নেতাকর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য

খালেদ মাসুদ রনিঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, সিলেট সিটির সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, বিএনপির নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে। দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে গিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে আমাদের অসংখ্য প্রবাসী নেতাকর্মী প্রাণপণ আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েছেন। বিগত স্বৈরাচারী সরকারের অত্যাচার, নির্যাতনের ভয়ে বছরের পর বছর তারা দেশে আসতে পারেননি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আমাদের প্রবাসী নেতাকর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য।

এমসি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক ছাত্রনেতা, পর্তুগাল বিএনপির ১ম যুগ্ম আহবায়ক শেখ খালেদ আহমদ মিনহাজ দীর্ঘ ১৩ বছর পর দেশে আগমন উপলক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্যোগে সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে আরিফুল হক চৌধুরী উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। গত সোমবার বিকালে সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার বোয়ালজুড় ইউনিয়নের বাণীগাঁও শেখ বাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন পর্তুগাল বিএনপির সদস্য সচিব ছায়েফ আহমদ সুইট। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পর্তুগাল বিএনপির ১ম যুগ্ম আহবায়ক, সাবেক ছাত্রনেতা শেখ খালেদ আহমদ মিনহাজ বলেন, আমরা দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে রাতদিন বিশ্বের দেশে দেশে আন্দোলন করেছি। আমরা চাই, বাংলাদেশে আর কোন স্বৈরাচারের জন্ম না হোক। তিনি বলেন, ইনশা আল্লাহ বালাগঞ্জবাসীর পাশে আছি, আগামীতেও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বালাগঞ্জবাসীর পাশে থাকবো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন ও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান, বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল মুনিম, বালাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুনুর রশীদ সুহেল, জামাল আহমদ মাস্টার, সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজুজ্জামান খান মঙ্গল, ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গয়াস মিয়া, বালাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক হাজী রফিক আহমদ, বালাগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ফয়জুল হক মেম্বার, বালাগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবুল আহমদ, বালাগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সেলিম আহমদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক ফখরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, বালাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম, বিএনপি নেতা শেখ শফিকুর রহমান দুদু, ফখরুল ইসলাম, হেলাল আহমদ, যুবদল নেতা মকবুল হোসেন, দুলাল আহমদ, হাসান আহমদ, ছাদেক আহমদ, মঞ্জু মিয়া, এমরান আহমদ, আব্দুস সালাম আজাদ, জাকির হোসেন টিটু, শাহরিয়ার আহমদ খালেদ, নূরুল ইসলাম, সুফিয়ান আহমদ, খালেদ আহমদ ময়না, ফজলু মিয়া, আনোয়ার মিয়া, সেলিম আহমদ, বাবলু মিয়া, ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আরিফুল হক চৌধুরীকে ফুল এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন বোয়ালজুড় ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ছাদেক আহমদ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিশুর জন্মনিবন্ধন সাথে সাথে করা উচিত

বাংলাদেশে জন্ম সনদ যে কত প্রকার যে এই বিষয়ে বিপদে পড়ে নাই সে জানবে না ।দেশে ইউনিয়ন পরিষদ , সিটি কর্পোরেশন , যে যেখান থেকে পারে রেজিস্ট্রেশন করে। দেশে নাগরিক সেবা পেতে জন্মনিবন্ধন সনদ অপরিহার্য। স্কুলে ভর্তি থেকে শুরু করে ব্যাংক হিসাব খোলা, চাকরিতে যোগদান, বিয়ে, জমি রেজিস্ট্রি, পাসপোর্ট করাসহ জীবনের ক্ষেত্রে এ সনদ দরকার হয়। কিন্তু জন্মনিবন্ধন সনদ জোগাড় করতে গিয়ে পড়তে হয় সীমাহীন ভোগান্তিতে। জন্মের এক বছরের মধ্যেই জন্মনিবন্ধনকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নে পিছিয়ে আছি আমরা।

জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের বিষয়ে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক না কেন, এ দুই সনদ নিতে বাংলাদেশের মানুষ এখনো অনেক পিছিয়ে। এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কারিগরি ত্রুটি, আন্তরিকতার অভাব ও সেবাদানে অবহেলা, অনিয়মসহ নানা কারণে মানুষ ভুক্তভোগী হয়। ফলে সহজে সনদ পাওয়ার বিষয়টি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মের এক বছরের মধ্যে শতভাগ জন্মনিবন্ধন ও ৫০ শতাংশ মৃত্যুনিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলাফল হতাশাজনকই বলা যায়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর জন্য সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস) দশক (২০১৫-২৪) ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখান থেকেই এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়। আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধন শতভাগ এবং মৃত্যুনিবন্ধন ৮০ শতাংশ করতে হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন করাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সেটি এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের প্রথম আট মাসে এক বছর বয়সী মাত্র ৪৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়েছে।

৬ অক্টোবর জাতীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দিবস পালন উপলক্ষে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিষয়গুলো উঠে আসে। সেখান থেকে আরও জানা যাচ্ছে, দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনে জন্মের এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। বিলম্বিত জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৬০ শতাংশ। মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে ২১ শতাংশ এবং বিলম্বিত নিবন্ধন হয়েছে ৭৯ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিবন্ধন বাড়াতে হাসপাতালগুলোয় নিবন্ধক রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন।

শুধু নাগরিক সেবা পাওয়ার বিষয় নয়, শিশুর জন্য জন্মসনদ নাগরিকত্বের আইনগত প্রমাণ। দ্রুত জন্মসনদ না হলে শিশু পাচার ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। কেউ প্রাপ্তবয়স্ক কি না, সেটা নির্ধারণের জন্য জন্মসনদ অত্যন্ত জরুরি নথি। তাই শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য জন্মনিবন্ধন জরুরি। এ ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিবন্ধক রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হোক। কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানো হলেও সেটি যেন ত্রুটিমুক্ত থাকে এবং যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়, তা নিশ্চিত করা হোক।বিদেশে ইমিগ্রেশন আদালতে বা অন্য কাজে জন্ম সনদ খুবই জরুরি কিন্তু অনেক সময় তা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া যায়। যার ফলে আদালতে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। সে জন্য দেশে বিদেশে একটি ইউনিফাইড জন্ম সনদ বাধ্য করা খুবই জরুরি। সেজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে.

ড. হাসনান আহমেদ

বিকারগ্রস্ত রাজনীতির অবসান হোক

জীবনের পড়ন্ত বে ল্লায় এসে এত গান, মনে হচ্ছে সংকেতটা ভালো নয়। ইচ্ছে ছিল আ ল্লা-বিল্লে করে মরব। দেশের অবস্থা দেখে তা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, ইমান-আমান নষ্ট করে দিচ্ছে। সমাজ ও মানুষ, যাকে আমরা জনসম্পদ বলি, ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা অপূরণীয় ক্ষতি। ল্লালন গেয়েছিলেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা, বেদে নাই যার রূপরেখা, ও রে বেদে নাই যার রূপ রেখা-আ-আ...'। সেই ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু, বাং ল্লাদেশিরা মুক্তি পেল কই? মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা যত সহজ, গড়তে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়ানো ল্লাগে, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার -এ কথা আমরা সবাই বুঝি। তাও সার্থকতা নিয়ে সন্দেহ মন থেকে যায় না। পতিত সরকার দেশের প্রতিটা বিভাগ, সমাজ, মানুষের স্বভাব পুরোপুরি পচিয়ে নষ্ট করে, ধ্বংস করে, লুটেপুটে নিয়ে নিজেরা হাঁড়ি চেটেপুটে খেয়ে পালিয়েছে। শেখ মুজিব বলতেন 'চাটার দল'। আমি নাম দিয়েছি 'হাঁড়ি-চাটার দল'। এখন যত বোঝা অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে। 'ঘাটের মরা ফেলবি তো ফেল, না ফেললে গন্ধে মর'।

এরপরও একটা শ্রেণি পতিত সরকারের পক্ষে স্লোগান হাঁকছে, তারা আবার এদেশে তথাকথিত রাজনীতি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তাদের জিজ্ঞেস করতে মনে চায়, 'আচ্ছা বল তো, তোমাদের আক্কেলটা কী? পার্শ্ববর্তী দেশে বসে কেউ কেউ কলকাঠি নাড়ছে আর তোমরা মওকা বুঝে সাড়া দিচ্ছ, তোমাদের আ ত্মজিজ্ঞাসা বলতে কি কিছু আছে? দেশপ্রেম? নাকি লবডঙ্কা? তোমরা তো স্বাধীনতা যুদ্ধে খানসেনাদের অনুগত এ দেশীয় দোসরদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছ, একবার ভেবে দেখ তো! তোমরা কি পার্শ্ববর্তী দেশের খাস দা ল্লালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছো না?' আমরা এখন উভয় সংকটে পড়ে আছি; 'মারলে মরে যায়, ছেড়ে দিলে কামড়ে দেয়' অবস্থা।

স্বাধীনতাযুদ্ধের বড় কারণ ছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকরা নানা কৌশলে এদেশকে শোষণ করছিল। যুদ্ধ শুরু হলে এ দেশীয় দোসর তাদের সহযেগিতা করেছিল। সেটা যদি আমরা মেনে নিতে না পারি, এদেশীয় দোসর ও 'মীরজাফরদের' প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের শোষণ করে আসছে, গোপনে গোয়েন্দা-রসদ দিয়ে দোসরদের জোর করে যুগযুগ ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল, গণহত্যা চালিয়েছে, আজ্ঞাবাহী দোসর ও গোয়েন্দা দিয়ে দেশ চালিয়েছে, দোসর অবাধে দেশ লুট করেছে; দেশপ্রেমী বাং ল্লাদেশি তা মেনে নেবে কীভাবে? যতদূর মনে পড়ে, মাও ল্লানা ভাসানী তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'দেশটা সাদা ভল্লুকের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে কালো ভল্লুকের খপ্পরে পড়েছে'। তাই যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কোথায়? আমরা তো সম্প্রসারণবাদী দেশের কাছে জিম্মি হতে পারি না। অনেকে বলেন, আমাদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে '৭১ সাল থেকে। আমার দৃষ্টিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসক এদেশ দখলে নেওয়ার পর থেকে। ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাস আমাদের জানতে হলে অনেকের লেখা ইতিহাস আমাদের পড়তে হবে সেই বৈদিক যুগ থেকে। জানা যাবে কার ভূমিকা কী। ১৭৫৭ সালে প ল্লাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রসদ ও অর্থের সংস্থান গোপনে করেছিল 'জগৎশেঠ' নামের এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। তার আসল নাম 'ফতেহ চাঁদ', পিতা 'মানিক চাঁদ', দাদা হিরেন্দু সাহু।

ব্রিটিশ এদেশ শাসন করার সময় সেদেশ থেকে লোক আনত পাঁচ-দশ হাজার। এদেশ থেকেই ব্রিটিশদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ভাড়াটে-ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ-তাঁবেদার তৈরি হতো পঞ্চাশ হাজার। এজন্য তাদের কিছু টাকা খরচ করতে হতো। আমাদের দেশপ্রেমের অভাবের সুযোগ তারা নিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সে পথই ধরেছে। নিজেদের লোক এদেশে ভিড়িয়েছে ল্লাখে ল্লাখ -কেউ চাকরিতে, কেউ গোপন বাহিনীতে; এদেশে সুবিধা ও টাকা দিয়ে অনুগত দা ল্লাল ও দখলদার ভাড়া নিয়েছে আরও ল্লাখে ল্লাখ। তাদের নেত্রী বর্তমানে লুটতরাজ করে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে প্রভুর পদতলে হাজির হয়েছে, একটা গতির অন্বেষণে। প্রভু হয়তো নিজের কাছে সেবাদাসী হিসাবে আশ্রয় দেবে, নইলে অন্য কোনো বন্ধুদেশে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। প্রভু তার একনিষ্ঠ ভক্তকে কোনোদিন ভুলবে না, মুখে যত মধুমাখা কথাই বলুক। এটা আমাদের সবার জানা প্রয়োজন। বিগত পাঁচটি নির্বাচনে প্রভুকে নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছে। আমি অন্তর থেকে জানি, প্রভু কখনো ভক্তদের রিক্ত হাতে ফেরাবে না। যথাসাধ্য করেছেও। প্রভুর দরকার নিখাদ ভক্তের, স্বার্থ আদায়ের। তা তারা স্বাধীনতার আগ থেকেই চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং ঠিকমতো পেয়েও গিয়েছিল। আমরা বুঝিনি। এদেশের মানুষের যে জনসমর্থন, একতা ও মনোবল ছিল, কষ্ট একটু বেশি হলেও এরা নিজের চেষ্টায়ই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত, হয়তো সময় একটু বেশি ল্লাগত। প্রভু বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে সে-সুযোগটা কাজে ল্লাগিয়েছিল। এ কথা আমি গত সপ্তাহের লেখাতেও লিখেছি। পতিত ভিনদেশি-তাঁবেদার সরকার এদেশে যে শেষ খে ল্লার চমক দেখিয়ে গেল, কোনো দেশপ্রেমী মানুষ তা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না, কোনোদিন ভুলবেও না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানি হানাদার শাসককেও হার মানিয়েছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার শেখ হাসিনার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় হিসাবে দেখছে, যেমন স্বাধীনতার সময় বাং ল্লাদেশের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয়কে ভারত আজও তাদের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয় বলে প্রকাশ্যে প্রচার করে। বিশ্বব্যবস্থাকে বর্তমানে জিও-পলিটিক্যাল ভারসাম্যহীনতা হিসাবে দেখলেও আমার চোখে পুরো ব্যবস্থাকেই থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের ঠিকই দহরম-মহরম। ফলে এ অবস্থায় আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের একত্র হতে হবে, জোট বাঁধতে হবে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল তা বুঝবে না, আমাদের এ সমীকরণ বুঝতেই হবে। আমরা তো মুসলমানিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কোনো ধর্মে যোগ দিতে পারব না; আবার ধর্মবিদ্বেষীও হতে পারব না। তবে যে যত যা-ই বলুক, আমাদের ধর্ম অহিংস হতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে বুঝতে হবে, সব 'হাঁড়ি-চাটার দল' এদেশ থেকে পালিয়ে যায়নি। তারা এখনো বহাল তবিয়তে অক্ষত আছে। তারা বিভিন্ন দলের মধ্যেও ঢুকে আছে। তাদের মানসিকতাও বদল করেনি। বিগত ষোলো বছর ধরে প্রতিটা সেক্টরে-বিভাগে, প্রশাসনের পরতে পরতে দলীয় লোকজন বেছে বেছে পদে বসানো হয়েছে। রসদের বোতল উপুড় করে তাদের মুখে ধরে রাখা হয়েছে। যত পার চেটে চেটে খাও আর গুণগান গাও। তাই হঠাৎ করে ভালো লোক পাওয়া কঠিন। এখন যাকেই কোনো পদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। যাকেই যে পদে বসাবেন, দোষ হবে আগের দল থেকেই সিলেকশন দেওয়া হয়েছে।

- ২০ পাতায়

বড়লেখায় নালা থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

বড়লেখা সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় বাড়ির পাশের নালার পানিতে ডুবে আহমদ (৫) নামে এক শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত রোববার সন্ধ্যায় পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে গতকাল সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহত আহমদ উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের বড় ময়দান গ্রামের দুবাই প্রবাসী ছফর উদ্দিনের ছেলে। জানা গেছে, রোববার দুপুরে শিশু আহমদ খাওয়া-দাওয়া করে খেলতে যায়। এরপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে স্বজনরা বাড়ির পাশের খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্য থাকায় ৪/৫ বছর ধরে মা সায়না বেগম নানাবাড়িতে থাকছেন। আহমদ সৎমায়ের সঙ্গে বাবার বাড়িতে বসবাস করছিল। বড়লেখা থানার ওসি আব্দুল কাইয়ুম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ নিহত শিশুর লাশ উদ্ধার করে গতকাল সকালে ময়নাতদেন্তর জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে শিশুটি পানিতে ডুবে মারা গেল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে।

ওসমানীনগরে চিনি ছিনতাইয় ২ বিএনপি নেতা আটক

সিলেট অফিস : সীমান্ত দিয়ে আসা চিনির চালান ছিনতাইয়ের অন্যতম স্পট হয়ে দাঁড়িয়েছে সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার সাদীপুর। বার বারই ওই এলাকায় চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পূর্বেও এ ধরনের ঘটনায় সাদীপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন

নেতার নাম আলোচিত হয়েছে। এরমধ্যে বিএনপি'র তরফ থেকে কয়েকজনের ওপর শাস্তির খড়গও নেমেছিল। গত রোববার রাতে একটি চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনায় সিলেটে ওয়ার্ড বিএনপি'র দুই নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। একইসঙ্গে চোরাচালানে জড়িত ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় সিলেট জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। তবে ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর রাতেই নগর বিএনপি'র তরফ থেকে ২৫নং ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও দক্ষিণ সুরমার বারখোলার ৪৫ রূপালী আবাসিক এলাকার মৃত ছানা মিয়ার ছেলে মো. সোলেমান হোসেন সুমন ও ২৬নং ওয়ার্ড বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ভার্থখলার সোনালী ২২ আবাসিক এলাকার মৃত দিলু মিয়ার ছেলে মো. আবদুল মান্নানকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নগর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিফতাহ সিদ্দিকী। তিনি জানিয়েছেন; কোনো অপরাধে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এই মুহূর্তে যারা এসব করছেন তারা দলের শত্রু বলেও আখ্যায়িত করেন তিনি।

কী ঘটেছিল ওসমানীনগরে : স্থানীয়রা জানিয়েছেন- জৈন্তাপুর থেকে জব্দ হওয়া ট্রাকে করে ২০৫ বস্তা চিনি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তাদের পেছনে কালো রঙের একটি মাইক্রোবাসে করে ট্রাকটি অনুসরণ করছিল ৪ চোরাকারবারি। পথিমধ্যে চিনির চালান লুটের চেষ্টা করে একদল যুবক। তারা একটি মাইক্রোবাস ও কয়েকটি মোটরসাইকেল নিয়ে চিনিভর্তি ট্রাকটিকে ধাওয়া করে। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে সাদীপুর সেতুর সামনে থেকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় পুলিশ চিনিভর্তি ট্রাক, দুইটি মাইক্রোবাস ও দুইটি মোটরসাইকেলসহ পুলিশ ৬ জনকে আটক করে।

ওসমানীনগর থানার ওসি (তদন্ত) আরাফাত জাহান চৌধুরী জানিয়েছেন- সাদীপুর সেতুর সামনে থেকে ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় জব্দ করা হয়েছে ভারতীয় চিনিভর্তি একটি ট্রাক, দু'টি মাইক্রোবাস ও দু'টি মোটরসাইকেল। এদের মধ্যে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ৪ জন এবং চিনির চালান ছিনতাইয়ের চেষ্টার দায়ে ২ জনকে আটক করা হয়। ওই দুই নেতার নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা চিনির ট্রাকটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে ধাওয়া করে। পথিমধ্যে শেরপুর সেতু সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে ট্রাকটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে শুরু হয় হট্টগোল। এমন সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে দুই বিএনপি নেতাকে আটক করতে সক্ষম হলেও অন্যরা গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। তখন জনতা পুলিশকে খবর দিলে তাদের আটক করে জব্দকৃত গাড়িসহ থানা হেফাজতে নেয়া হয়। তবে যারা আটক হয়েছে তারা বিএনপি'র বহিষ্কৃত নেতা বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। মূলত তাদের নেতৃত্বে কয়েকদিন আগে একই এলাকায় চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। এ নিয়ে তারাও তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন।

কেন সাদীপুর আলোচিত?- এ প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে; সাদীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশে রয়েছে শেরপুর সেতু। এ সেতুতে রয়েছে টোলপ্লাজা। এই প্লাজায় টোল দিতে যানবাহনকে অপেক্ষা করতে হয়। এ কারণে চিনির ট্রাক ছিনতাই করতে ওই টোলপ্লাজাকে বেছে নেয়া হচ্ছে। কয়েকটি ঘটনায় টোলপ্লাজা আলোচিত হওয়ার পর থেকে সেখানে পুলিশের তরফ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সিলেট হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান

সিলেট অফিস : সিলেট হাইটেক পার্কে বিনিয়োগে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. কে. এম. আমিরুল ইসলাম এনডিসি। গত বৃহস্পতিবার "সিলেট হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও প্রদত্ত প্রণোদনা সুবিধা" বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। চেম্বার কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ মতবিনিময়ে সভাপতিত্ব করেন সিলেট চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুজিবুর রহমান মিন্টু। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন-সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এ এস এম কাসেম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাই-টেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনায় অঞ্চল হচ্ছে সিলেট। এ অঞ্চলে রয়েছে প্রবাসী আধিক্য এবং প্রযুক্তি খাতের বিপুল সম্ভাবনা। এখানকার বিনিয়োগকারীদের সমস্যাবলী জানতে ও তা নিরসনে সিলেট হাই-টেক পার্কে বর্তমানে একজন উপ-পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। আগামীতে এখানে একজন পরিচালক পদবীর কর্মকর্তা নিয়োগের পরিকল্পনা তাদের রয়েছে-যাতে বিনিয়োগকারীরা এখান থেকে ওয়ানস্টপ সুবিধা পেতে পারেন। হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হেড অফিসে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু আছে-এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, সারা দেশব্যাপী এখনও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। মাত্র ৭৬ জন জনবল দিয়ে তারা সারাদেশে কার্যক্রম চালাচ্ছেন এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, নতুন ১০৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

নতুন জনবল নিয়োগ হলে বিনিয়োগকারীদের সমস্যাবলী সমাধানে প্রতিষ্ঠানটির কাজে আরো গতিশীলতা আনা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সিলেট হাই-টেক পার্কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা হাই-টেক পার্ক সমূহের অগ্রগতি ও প্রদত্ত সুবিধাবলি নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে হাই-টেক পার্ক অথরিটির কনসালটেন্ট জুবায়ের মাহবুব বলেন, হাই-টেক পার্কের বিনিয়োগকারীরা কর্পোরেট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ১০ বছর এবং ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ৩ বছরের রেয়াত সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ইউটিলিটি বিলের ভ্যাট মওকুফ এবং কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেন। সভায় হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ সম্ভাবনা, প্রশিক্ষণ ও স্টার্টআপদেরকে প্রদত্ত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বক্তব্য রাখেন হাই-টেক পার্কের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির। তারা জানান, হাই-টেক পার্কের ট্রেনিং সেন্টারের আওতায় ইতোমধ্যে ১৬ হাজার স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যারা হাই-টেক পার্কে কাজের ক্ষেত্রে প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রেডি ওয়ার্কপ্লেস পাবেন। তারা এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য স্টার্টআপ ও বিনিয়োগকারীদের আহবান জানান।

সভায় বক্তাগণ হাই-টেক পার্কের হাওর এলাকায় সোলার এনার্জি প্ল্যান্ট স্থাপন, ডাটা সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য ১০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, সৌন্দর্যবর্ধনের চিন্তা না করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকরণ, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু, নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ এবং যেকোন নতুন প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সিলেট চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুজিবুর রহমান মিন্টু বলেন, সিলেট হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের শুরু থেকেই সিলেট চেম্বার অব কমার্স এর সাথে জড়িত আছে। তিনি হাইটেক পার্কে বিনিয়োগে কঠিন শর্ত ও নীতিমালা, প্লটের অধিক মূল্য, গ্যাস ও বিদ্যুতের সমস্যা, ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা, অবকাঠামোগত কাজ আটকে থাকা এবং বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতির আশংকায় আগ্রহীরা এখানে বিনিয়োগ থেকে সরে এসেছেন। তিনি বলেন, হাই-টেক পার্কে জমি বরাদ্দ নিলে কর্তৃপক্ষ ভাড়ার ডকুমেন্ট ব্যতিত কোন রেজিস্টার্ড দলিল বা লীজের ডুকমেন্ট প্রদান করে না। অপরদিকে জমির দলিল অথবা লীজ ডকুমেন্ট ছাড়া ব্যাংক ঋণ প্রদান করে না। যার দরুণ উদ্যোক্তারা জমি বরাদ্দ নিয়েও কাগজপত্রের অভাবে ব্যাংক লোন নিতে পারবেন না। এছাড়াও এখানে প্রবাসীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সকল ধরণের অর্থ ডলারে পেমেন্ট করতে হয়। এই নিয়মটিও বিনিয়োগকারীদের জন্য সুবিধাজনক নয়।

তিনি হাই-টেক পার্কে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ টহল বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রদানের অনুরোধ জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট চেম্বারের পরিচালক ফখর উস সালেহীন নাহিয়ান, ফাহিম আহমদ চৌধুরী, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট চেম্বারের পরিচালক মোঃ আব্দুস সামাদ, সায়েম আহমদ, মোঃ মাহবুবুল হাফিজ চৌধুরী মুশফিক, সদস্য এনায়েত আহমেদ, সচিব মোঃ গোলাম আক্তার ফারুক, উপ-সচিব সানু উদ্দিন রুবেল, মোঃ আজিজুর রহিম খান প্রমুখ। সভাটি সঞ্চালনা করেন সিলেট চেম্বারের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার মিনতি দেবী।

বিয়ানীবাজারের চারখাই ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যোন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন মুরাদ চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৯। র‍্যাবের একটি টিম মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) বিকাল ৩টায় সিলেট মহানগরের বন্দরবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিষয়টি জানিয়েছেন র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার সিনিয়র এএসপি মশিহুর রহমান সোহেল।

হোসেন মুরাদ চৌধুরী বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই ইউনিয়নের জালালনগর গ্রামের মৃত ময়নুল হোসেন চৌধুরীর ছেলে।

র‍্যাব-৯ জানায়- হোসেন মুরাদের বিরুদ্ধে বিয়ানীবার থানায় হত্যা ও নাশকতা মামলা রয়েছে। গত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় তিনি সহিংসতা সৃষ্টি করেছেন।

শাবির শাহপরান হল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও মদের বোতল উদ্ধার

সিলেট অফিস : সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শাহপরাণ হল থেকে আবারও বিপুল পরিমাণ জিইআই পাইপ, রামদা, চাইনিজ কোড়াল, চাকু, নেশা সরঞ্জাম, মদের বোতল, স্ট্যাম্প, রড ও হেলম্যাট উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ইফতেখার আহমদ।

তিনি জানান, গত ৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির অভিযানে ও ১০ অক্টোবর হলের কর্মচারীরা রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও মাদক সামগ্রীগুলো উদ্ধার করে। হলের ১০৬, ২০২, ৪১৭, ৪১৯, ৪২৩, ৪২৪ ও ৪২৭ নাম্বার রুম গুলোতে এই অবৈধ সরঞ্জাম গুলো পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, যে যে রুমগুলোতে অবৈধ সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরে যদি কেউ এই ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িত পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান বলেন, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাদের রুমে এই অস্ত্র ও মাদক সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে এদের কেউ যদি হলের নতুন সিট বণ্টন প্রক্রিয়ায় সিট পেয়ে থাকে

তাহলে তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, বিগত শেখ হাসিনা স্বৈরাচারের আমলে তার দোসর ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিল। গত ১৭ জুলাই ছাত্রদের তল্লাশি করেও প্রচুর অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি এই অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলের শাস্তি দাবি করেন।

এর আগে গত ১৭ জুলাই একই হলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে তল্লাশি চালালে বিপুল পরিমাণে দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক উদ্ধার করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

সিলেটে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলো দুর্গাপূজা

সিলেট অফিস : সিলেটে বিজয়া দশমী শেষে ভক্তদের উপস্থিতিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। মণ্ডপে মণ্ডপে বিদায় ও বিষাদের ধ্বনি বাজছে, শুরু হয়েছে প্রতীমা বিসর্জন। মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

পাঁচ দিনব্যাপী এ দুর্গোৎসব উদযাপন শেষে রবিবার (১৩ অক্টোবর) বিকাল ৩টা থেকে সিলেটের চাঁদনী-ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। প্রতিমা বিসর্জনের উদ্বোধন করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ও সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ সিদ্দিকী, এনডিসি।

এর আগে, দশমীর দিনে মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে সিঁদুর দেওয়ার মাধ্যমে সিঁদুর খেলায় মাতেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীবৃন্দ। এ সময় সব অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির বিকাশের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রার্থনা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীবৃন্দ। বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংঘের উদ্যোগে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দর্পণ বিসর্জন আর দেবী আরাধনায় শেষ হয় দশমীর আচার-অনুষ্ঠান।

বিজয়া শোভাযাত্রা ও প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। র্যা ব, সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সিলেট মহানগর এবং জেলা শাখা সূত্রে জানা গেছে, এ বছর ৫৯৩টি মণ্ডপে পূজা আয়োজন করা হয়েছে। সিলেট জেলায় মোট ৪৪০টি মণ্ডপে দুর্গা পূজা পালিত হয়েছে। তার মধ্যে ৪০৮টি সর্বজনীন ও ৩২টি পারিবারিক। আর সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৫৩টি মণ্ডপে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বজনীন ১৩৬টি ও পারিবারিক ১৭টি।

সিলেট মহানগর শাখার কর্মিসম্মেলন

জামায়াত সন্ত্রাস-দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চায় : ডা: শফিক

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা: শফিকুর রহমান বলেছেন, পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তারা আমাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসি দিয়ে শহীদ করেছে। অথচ আজ তারা ইতিহাসের মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের ২ শীর্ষনেতা দুটি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ২টাকারও দুর্নীতির প্রমাণ মিলেনি। কারণ, তারা আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা ছিলেন। জামায়াত এমন নেতৃত্ব উপহার দিতে চায়। সন্ত্রাস-দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে চায়। এজন্য প্রয়োজন একদল ঈমানদার সুনাগরিক। চূড়ান্ত শপথের মাধ্যমে একজন কর্মী ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারে।

গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় দক্ষিণ সুরমার কুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হলে সিলেট মহানগর জামায়াত আয়োজিত কর্মিসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন

তিনি আরো বলেন, দেশ সাংবিধানিকভাবে ২ বার এবং রাজনৈতিকভাবে ৩ বার স্বাধীন হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ শুধু সকল রাজনৈতিক দল নয়, বরং নিজ দলকেও নিষিদ্ধ করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা দেশের পরিবর্তে দল ও গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনী গঠন করে ৩৪ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। তাদের দুর্নীতি-লুটপাট, অত্যাচারে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য জাতি দীর্ঘদিন তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। এক পর্যায়ে অতীতের ভুলের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে ১৯৯৬ সালে আ'লীগ আরেকবার ক্ষমতায় এসেছিল। তারা ক্ষমতায় গিয়েই দেশে লাশের স্তূপ ফেলেছিল। দুর্নীতি আর লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ ২০০১ সালে ৪ দলীয় জোটকে ক্ষমতায় বসায়। তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, এই সরকারকে এক মিনিটও শান্তিতে থাকতে দিবেন না। তিনি তাই করেছিলেন। ফখর-মঈন সরকারের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনা গত দেড়যুগ মানুষের উপর সীমাহীন জুলুম নিপীড়ন চালিয়েছেন।

তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠার তান্ডবে মানুষ হত্যার উল্লাসের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ পথ হারিয়েছিল। সেই বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আবার পথে ফিরেছে। আমাদের ছাত্র ও যুবসমাজ সেই অসাধ্য সাধন করেছে। আমরা দেখেছি নিজের বড় কোন সন্তান না থাকায় একজন মা দেড় বছরের কোলের শিশুকে নিয়ে রাজপথে নেমেছেন। ৭০ বছরের বৃদ্ধও শাহাদাতের তামান্না নিয়ে রাজপথে ছিলেন। যে জাতির দেড় বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধরা রাজপথে নামতে পারেন সেই জাতিকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না।

ডা: শফিকুর রহমান আরো বলেন, ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ক্রেডিট কোন দলের নয়, এর ক্রেডিট শুধু ছাত্র-জনতার। ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছে। যদিও এর পেছনে আমাদের অনেক শহীদের ত্যাগ রয়েছে। ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন মেধাবী সেনা অফিসারের ত্যাগ দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫ আগস্ট হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের পতনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশে একটি সাময়িক পরিবর্তন হয়েছে। একে স্থায়ী রূপ দিতে হলে প্রয়োজন সৎ লোকের শাসন ও আল্লাহর আইন। যেখানে দল-মতের উর্ধ্বে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। আমরা কাজের মাধ্যমে দেশবাসীর প্রকৃত ভালোবাসা অর্জন করতে চাই। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু ভেদাভেদ চাই না। এমন সমাজ গঠন করতে চাই যেখানে মসজিদের মতো মন্দিরেও পাহারার প্রয়োজন হবে না। যদি কেউ আমাদের সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায় তাহলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের রুখে দিতে হবে। দেশকে ভালবাসতে হলে প্রথমে নিজেকে বদলাতে হবে।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগরী আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মহানগরীর কয়েক হাজার কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে কর্মিসম্মেলনকে কেন্দ্র করে সিলেট মহানগর জামায়াতের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বেলা ৩টার আগেই কুশিয়ারা কনভেনশন হলের ভেতর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। উপস্থিত কর্মীদের জনস্রোতে এক সময় হলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

সেনাবাহিনীতে বড় রদবদল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে রদবদল হয়েছে। মেজর জেনারেল পদমর্যাদার দুই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক মো. ফয়জুর রহমানকে সেনা সদরের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের (কিউএমজি) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পদোন্নতি পাওয়া ২৪ পদাতিক ডিভিশনের (চট্টগ্রাম সেনানিবাস) জিওসি মো. মাইনুর রহমানকে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের (আর্টডক) জিওসি করা হয়েছে। ওদিকে ডিজিএফআইয়ে নতুন মহাপরিচালক হয়েছেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি কুমিল্লায় ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। আইএসপিআর এর পক্ষ থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের দায়িত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ৬ই আগস্ট আর্টডকে পাঠানো হয়েছিল। আর আর্টডকের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহম্মদ তাবরেজ শামস চৌধুরীকে বানানো হয়েছিল কিউএমজি। এক মাসের মাথায় গত ১২ই সেপ্টেম্বর তাবরেজকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। আর মজিবুরকে করা হয় বরখাস্ত। এরপর থেকে দু'টি পদই খালি ছিল। নতুন কিউএমজি ফয়জুর রহমান গত ১২ই অগাস্ট ডিজিএফআইয়ের নেতৃত্বে আসেন। তার আগে তিনি ছিলেন মিরপুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) কমান্ড্যান্ট। রংপুরে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ২৩তম বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কমিশন পাওয়া এই কর্মকর্তা। আর্টডকের নতুন জিওসি মাইনুর রহমান চট্টগ্রামের আগে কুমিল্লায় ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ২৪তম বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কমিশন পাওয়া এ কর্মকর্তা ২০২২ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান।

দুদকের অনুসন্ধান

বিচার বিভাগের ৫১ বিচারক-কর্মকর্তার সম্পদের পাহাড়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিচার বিভাগের অর্ধশতাধিক কর্মকর্তার অবিশ্বাস্য সম্পদের তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের অনেকেই অবৈধ উপায়ে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কেউ কেউ আবার হাজার কোটি টাকার মালিক। অনেকের আলিশান ফ্ল্যাট রয়েছে দেশে ও বিদেশে। কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি কিনেছেন বেশ কয়েকজন। শত শত বিঘা জমির মালিকানা অর্জন করেছেন কয়েকজন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) গোয়েন্দা শাখার গোপন অনুসন্ধানে বিচার বিভাগের ৫১ জনের দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের নামে-বেনামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্যও রয়েছে দুদকের কাছে।

দুদক সূত্র জানায়, শিগগির তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনুসন্ধান শুরু হবে। এই অনুসন্ধানে ওইসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নামে-বেনামে আরও সম্পদ পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এর পর তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিচার বিভাগ দলীয়করণের কারণেই এই খাতে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্নীতিবাজরা দলীয় আনুগত্যের কারণে নির্ভার ছিলেন। তারাই বিচার বিভাগকে মহা দুর্নীতিগ্রস্ত করেছেন।

দুদকের অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, গত এক দশকে বিশেষ করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের পর আনিসুল হক আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে ধীরে ধীরে কলুষিত হতে থাকে বিচার বিভাগ। ওইসব কর্মকর্তা মন্ত্রীর আস্থাভাজন হওয়ায় তারা ক্ষমতার অপব্যবহার, নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, তাদের ধারাবাহিক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের সেবা খাতগুলোরে মধ্যে অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে বিচার বিভাগ। বিগত দিনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে, তার মাধ্যমে দুর্নীতিপরায়ণদের আনুগত্য সৃষ্টি করা হয়েছে; অনিয়ম-দুর্নীতির সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের পট পরিবর্তনের পর উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে পাওয়া গেছে। তাতে বলা যায়, বিচার বিভাগে রাতারাতি পরিবর্তন না হলেও সামনের দিনে ভালো একটি পরিবেশ ফিরে আসবে। এ খাতের দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দুদকের মুখপাত্র ও মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচার বিভাগের যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইন ও বিধি অনুযায়ী দুদক অনুসন্ধান করতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই। অভিযুক্তরা কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত হতে পারেন।

দুদকের অনুসন্ধানে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, তাদের অন্যতম সাবেক আইন সচিব গোলাম সরোয়ার। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ কমিটিকে বাধ্য করে ঘুষের বিনিময়ে নিজ এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার ৪০০ থেকে ৫০০ লোক নিয়োগ দিয়েছেন। তাদের পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও পরীক্ষার খাতা পরিবর্তন করা হয়েছে। আবার কখনও একজনের পরীক্ষা দিতে অন্যজনকে ব্যবহার করা হয়েছে। দুদকের মামলায় জামিন ও খালাস বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য জানার জন্য গোলাম সরোয়ারের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন করা হলেও পাওয়া যায়নি।

দুদকের গোয়েন্দা শাখার গোপন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আইন মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্মসচিব (বর্তমানে ওএসডি) বিকাশ কুমার সাহা এক সময়ে ঢাকার সিএমএম কোর্টে বদলি, জামিন, খালাস বাণিজ্য করে শতকোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ছেলেকে স্থায়ীভাবে পাঠিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সিংহভাগ অর্থ পাচার করেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। ঢাকার গুলশানে ১৭০০ বর্গফুটের আলিশান ফ্ল্যাট আছে তাঁর। বিকাশ কুমারের বক্তব্য জানার জন্য তাঁর মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

কুষ্টিয়ার নারী শিশু আদালতের বিচারক শেখ গোলাম মাহবুব শতকোটি টাকা পাচার করে লন্ডনের ওয়াটফোর্ডে আলিশান বাংলোর মালিক হয়েছেন। তাঁর ছেলে ও মেয়ে ওই বাংলোতে বসবাস করেন। এর আগে দীর্ঘদিন নরসিংদীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মাহবুব।

কিশোরগঞ্জ জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাহবুবুর রহমান সরকার আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে থাকাকালে দুর্নীতির মাধ্যমে নামে-বেনামে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বাড়ি আছে তাঁর। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য গোপন করে ঢাকার গুলশান ও মোহাম্মদপুরে দুটি ফ্ল্যাট নিয়েছেন।

তবে তিনি বলেন, অভিযোগ সত্য হওয়ার কথা নয়। জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে দুর্নীতি করার কোনো সুযোগ নেই। সরকারি হিসাবের বাইরে আমার কোনো কিছু (সম্পদ) নেই। এক সময় নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছি। এই কমিশনে বিচারিক কার্যক্রম দেখেছি। সেখানে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই।

সিলেটের জেলা জজ মনির কামাল ঢাকার বনশ্রীতেই তিনটি ফ্ল্যাটের মালিক। এ ছাড়া স্ত্রী, ছেলে, শ্বশুর-শাশুড়ির নামে পূর্বাচলে প্লট, গুলশানে ফ্ল্যাট ও বাড়ি আছে তাঁর। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে পাচার করেছেন শত শত কোটি টাকা। এর আগে ঢাকায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন।

দুদক সূত্র জানায়, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের আস্থাভাজন অ্যাডভোকেট বাহারের সঙ্গে যোগসাজশে দুর্নীতির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেন। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়। কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে পাচার করেছেন শত শত কোটি টাকা।

মাগুরার অতিরিক্ত জেলা জজ মুশফিকুর ইসলাম নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে শতকোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছেন। স্ত্রীর নামে ৮ কোটি টাকা মূল্যের জমি ক্রয় করেছেন। আয়কর নথিতে ২৫০ ভরি স্বর্ণালংকারের তথ্য উল্লেখ করেছেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম মহানগর আদালতের বিচারক ছিলেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, গাজীপুরের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাইসারুল ইসলাম নিয়োগ বাণিজ্যে প্রতিজনের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা করে ঘুষ নিয়েছেন। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর আদালতে কর্মরত ছিলেন। দুদক জানতে পেরেছে, কানাডার বেগমপাড়ায় অত্যাধুনিক বাড়ির মালিক হয়েছেন। নিজ এলাকা সাতক্ষীরায় কিনেছেন শত শত বিঘা জমি। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে তাঁর ও তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের নামে রয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

নরসিংদীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা সাইফুল আলম দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ঢাকার শান্তিনগর, ধানমন্ডি, বসুন্ধরা, পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ ও নড়াইলে স্ত্রী, বাবা, মা ও ভাইয়ের নামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন তিনি। স্ত্রীকে আইন পেশায় যুক্ত রেখে মোটা অঙ্কের কালো টাকা সাদা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার করেছেন শতকোটি টাকা।

ময়মনসিংহের বিশেষ জজ ফারহানা ফেরদৌস তদবির ও বড় অঙ্কের টাকা খরচ করে পদোন্নতি নিয়েছেন। বিনিময়ে নিজে ঘুষ খেয়ে নামে-বেনামে কিনেছেন শত শত বিঘা জমি। ঢাকা ও আরও কয়েক স্থানে রয়েছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ। ঢাকায় কিনেছেন একাধিক অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। রয়েছে বিলাসবহুল দামি গাড়ি। ব্যাংকে রয়েছে শতকোটি টাকা। বিদেশে পাচার করেছেন বিপুল অর্থ। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।

শেরপুর জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের জজ কামরুন নাহার রুমির স্বামী কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ছিলেন। স্বামীর পরিচয়ে বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাংকে নামে-বেনামে রয়েছে ৫০ কোটি টাকার অধিক। ঢাকায় তাঁর রয়েছে কয়েকটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। নিজ এলাকায় কিনেছেন শত বিঘা জমি। বিপুল অর্থ পাচার করেছেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম মহানগর আদালতে কর্মরত ছিলেন।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ শওকত হোসেন মিথ্যা মামলায় বিএনপি নেতাদের হয়রানি করে তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। নিজ এলাকায় গড়ে তুলেছেন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পাহাড়। স্ত্রী, সন্তান, শ্বশুর, শাশুড়ি ও নিকটাত্মীয়ের নামে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে রেখেছেন শতকোটি টাকা।

সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ এরফান উল্লাহ কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মহেশখালীতে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পদ, শেয়ার ও নগদ অর্থের মালিক। ঢাকায় চাকরিকালে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সান্নিধ্যে থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা অর্জন করেছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় তাঁর রয়েছে অত্যাধুনিক বাড়ি। নিজ এলাকায় কিনেছেন শত শত বিঘা জমি।

হবিগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল আলম চৌধুরী ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও দলীয় নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের সম্পদ ও প্লট হাতিয়ে নিয়েছেন। দুর্নীতির টাকায় নিজ এলাকা চট্টগ্রাম ও ঢাকায় গড়ে তুলেছেন সম্পদ। ব্যাংকে বেনামে এফডিআর করে রেখেছেন কোটি কোটি টাকা। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন ও সিঙ্গাপুরে পাচার করেছেন শতকোটি টাকা।

ঢাকা মহানগর আদালতের যুগ্ম দায়রা জজ তসরুজ্জামান ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে নামে-বেনামে ঢাকার শান্তিনগরসহ অন্যান্য স্থানে প্লট ও ফ্ল্যাট কিনেছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় অত্যাধুনিক বাড়ি বানিয়েছেন। নিজ এলাকায় কিনেছেন শত শত বিঘা জমি।

টাঙ্গাইলের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তফা শাহরিয়ার খান দুর্নীতির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। ঢাকায় রয়েছে একাধিক অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। রয়েছে বিলাসবহুল গাড়ি। ব্যাংকে রয়েছে শতকোটি টাকা। বিদেশে পাচার করেছেন বিপুল অর্থ। এর আগে তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর বাড়ি পিরোজপুরে।

এ ছাড়া বরগুনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মশিউর রহমান খান, কুমিল্লার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক রেজাউল করিম চৌধুরী, রংপুরের জেলা জজ ফজলে খোদা মোহাম্মাদ নাজির, রাঙামাটির জেলা জজ শহীদুল ইসলাম, জামালপুরের জেলা জজ আহসানুল হক, ঢাকার বিশেষ জজ মাসুদ পারভেজ, সিলেটের যুগ্ম জেলা জজ মোহাম্মদ দিদার হোসাইন, রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা জজ তওহিদুল হক, রাজবাড়ীর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ শাহিনুর রহমান, ফেনীর অতিরিক্ত জেলা জজ কেশব রায় চৌধুরী, বিচার বিভাগের কর্মকর্তা খুরশীদ আলম, আতিকুল ইসলাম, সুরুজ সরকার, আলী মনসুর, নোমান মইন উদ্দিন, সুব্রত মল্লিক, রকিবুল ইসলাম, হারুনুর রশীদ, তেহসিন ইফতেখার, ঢাকার যুগ্ম জজ জিএম নাজমুন শাহাদত, রংপুরের সিনিয়র সহকারী জজ কৃষ্ণ কমল রায়, ডা. এবিএম মাহমুদুল হক, রুস্তম আলী, মামুনুর রশীদ, জুয়েল রানা, সাইফুর রহমান সিদ্দিকী, আব্বাস উদ্দিন, জিন্নাৎ জাহান ঝুনু, এনামুল হক বসুনিয়া, আ. ন. ম. ইলিয়াস, মোক্তাগীর আলম, মিল্টন হোসেন ও কনক বড়ুয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অঢেল সম্পদ অর্জনের তথ্য পেয়েছে দুদক।

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, বিচার বিভাগের কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের তপশিলভুক্ত কোনো অভিযোগ জমা হলে দুদক সেটা অনুসন্ধান করতে পারে। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করতে কোনো বাধা নেই। সে ক্ষেত্রে দুদককে সতর্কতার সঙ্গে আগাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দুদক জামিন, খালাস বাণিজ্যের অভিযোগ অনুসন্ধান করতে পারবে না। কোনো জামিন, খালাস নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যেতে পারেন। কারণ একজন বিচারক আইন অনুযায়ী আসামিকে জামিন ও খালাস দিতে পারেন। তবে তাদের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ পাওয়া গেলে তা অনুসন্ধান করতে পারবে দুদক।

ইরানকে মোকাবিলায় ইসরাইল পাচ্ছে ‘টিএইচএএডি’ অ্যান্টি মিসাইল

পোস্ট ডেস্ক : ইরানকে মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের ‘টিএইচএএডি’ অ্যান্টি মিসাইল পাচ্ছে ইসরাইল। তেল আবিবকে লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এতে বলা হয়, ইসরাইলের আত্মরক্ষার্থেই এই অ্যান্টি-মিসাইল সরবরাহ করছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইসরাইলকে এসব অস্ত্রের চালান দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এসব অস্ত্রের পাশাপাশি মার্কিন সামরিক সেনাও ইসরাইলে পৌছাবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ধারণা করা হচ্ছে এসব অ্যান্টি-মিসাইলের চালান হাতে পেলে ইরানকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক হামলা চালাতে পারে ইসরাইল।

তবে মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে তেহরানের পারমাণবিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইসরাইলকে হামলা না চালানোর আহ্বান জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, বাইডেন প্রশাসন ইরানে সরাসরি হামলার বিপক্ষে। কেননা ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোতে হামলা হলে ইরান সর্বাত্মক যুদ্ধের পথে আগাতে পারে যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। এছাড়া ইসরাইলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকায় ইরানের পাশে দাঁড়াতে পারে রাশিয়া ও চীন যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে মস্কো ও বেইজিংয়ের সরাসরি উপস্থিতির সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। মূলত এ কারণেই ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোতে হামলার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পেন্টাগনের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট্রিক রাইডার বলেছেন, মূলত তারা ইরান ও তার সমর্থিত গ্রুপগুলোর হামলাকে প্রতিরোধ করতেই ইসরাইলে সেনা মোতায়েন করবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেনারা ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে। ইসরাইলের অভ্যন্তরে মার্কিন সেনা মোতায়েনের ঘটনা বিরল। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরান সমর্থিত গ্রুপগুলোর হামলার মুখে পড়ায় ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা করেছে মার্কিন সেনারা। তবে সেটা ইসরাইলের ভূখণ্ডের বাইরে থেকে।

‘দ্য টার্মিনাল হাই অল্টিটিউড এরিয়া ডিফেন্স সিস্টেম’ (টিএইচএএডি) হচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি আধুনিক সংস্করন। ইসরাইলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরালো করতেই বিশেষ এই অ্যান্টি-মিসাইল দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

টিএইচএএডি ব্যাটারির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সাধারণত বিশেষভাবে তৈরি এই একটি অ্যান্টি-মিসাইল পরিচালনায় ১০০ সৈন্যের প্রয়োজন। এসব অ্যান্টি মিসাইলের একটি ভ্যান থেকে একসঙ্গে ছয়টি লঞ্চার ছোড়া সম্ভব, যার প্রতিটি লঞ্চারে আটটি করে ইন্টারসেপ্টর এবং শক্তিশালী রাডার রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের কড়া জবাব দিয়েছে ইরান। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি রোববার যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছেন, তারা ইসরাইলকে ক্ষেপণাস্ত্র ও নিজেদের সেনা সহায়তা দিয়ে সেনাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, যদিও আমরা সর্বাত্মক যুদ্ধে থেকে নিজেদের বিরত রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই- ইরানের জনগণ এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় অমাদের কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই।

কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি ২৬টি দরিদ্র দেশ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বব্যাংক বলছে, বিশ্বের ২৬টি অতি দরিদ্র দেশ ২০০৬ সালের পর থেকে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। তাদের ঋণের মাত্রা ১৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

রোববার (১৩ অক্টোবর) প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই দেশগুলোতে বিশ্বের ৪০% দরিদ্র মানুষ বসবাস করে। সশস্ত্র সংঘাত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই দেশগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে।

অস্থিতিশীলতার কারণে বেশিরভাগ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ নেই। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বছরে ২% করে জিডিপির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারির আগে এই দেশগুলো যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়েও এখন আরও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। অথচ বাকি বিশ্বের অর্থনীতি অনেকটাই পুনরুদ্ধার হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-র মাধ্যমে এই দেশগুলোকে সাহায্য করতে এক হাজার কোটি ডলারের বেশি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করছে বিশ্বব্যাংক।

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বেশিরভাগ সাব-সাহারান আফ্রিকায় অবস্থিত, তবে তালিকায় আফগানিস্তান ও ইয়েমেনও রয়েছে। বিশ্বব্যাংক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কর সংগ্রহ বাড়ানো ও সরকারি ব্যয় দক্ষতার উন্নতির পরামর্শ দিয়েছে।

কানাডা-ভারত সম্পর্কে আবারো উত্তেজনা, পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার

পোস্ট ডেস্ক : খালিস্তানপন্থী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ফের গরম হয়ে উঠেছে ভারত-কানাডার সম্পর্ক। গত বছর খুন হওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী ওই শিখ নেতার হত্যার সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে কানাডার তদন্তকারী পুলিশ। এর পরপর কানাডিয়ান কূটনীতিকদের শনিবারের মধ্যে দিল্লি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। এর জবাবে কানাডাও ভারতীয় ছয় কূটনীতিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতে দুই দেশের টান টান সম্পর্কে বড় ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি।

এতে বলা হয়, ভারত সরকার কানাডিয়ান যেসকল কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে তারা হলেন, ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার স্টুয়ার্ট রস হুইলার, ডেপুটি হাইকমিশনার প্যাট্রিক হেবার্ট, ডেপুটি হাইকমিশনার মিসেস ম্যারি, প্রথম সচিব ক্যাথরিন জোলি, ফার্স্ট সেক্রেটারি ল্যান রস ডেভিড ট্রিটস এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস এডাম জেমস চুইপকা। ১৯ অক্টোবরের আগেই তাদের ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কানাডায় ভারতীয় হাইকমিশনার এবং অন্যান্য কূটনীতিক এবং কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করা ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছে ভারত। নিজস্ব কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করে দিল্লি বলেছে, কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান কানাডিয়ান সরকারের প্রতিশ্রুতিতে ভারতের কোনো আস্থা নেই।

শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার তদন্তে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ দৃঢ়ভাবে খারিজ করেছে দিল্লি। এতে দুই দেশের মধ্যে আবারও উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। ভারতীয় নাগরিক নিজ্জার ১৯৯৭ সালে অভিবাসী হিসেবে কানাডায় পাড়ি জমান। পরে ২০১৫ সালে কানাডার নাগরিকত্ব পান তিনি। ভারতের বহুল আলোচিত পৃথক স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন করে আসা খালিস্তানপন্থীদের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। সন্ত্রাসবাদ এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার দায়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করেছিল।

গত বছরের জুনে কানাডার ভ্যানকুভারে একটি শিখ মন্দিরের পাশের গাড়ি পার্কিংয়ের স্থানে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন নিজ্জার। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে কানাডায় ইতোমধ্যে চার ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এর কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য রয়েছে বলে তদন্তের পর দাবি করেছে কানাডার আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। এমনকি কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ নিয়ে প্রকাশ্যে ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন। এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

খুনের পর আলোচনায় ‘বাবা সিদ্দিক’

পোস্ট ডেস্ক : কোটি কোটি টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি, ছিল স্বর্ণ ও হিরের শখ। শনিবার রাতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় অজিত পওয়ারপন্থী এনসিপি গোষ্ঠীর নেতা ও মহারাষ্ট্রের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে। এই খুনের ঘটনায় দুই আততায়ী ও এক চক্রকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাই পুলিশ। রোববার তাদের মুম্বাইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে পেশ করা হয়।

১৯৫৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিহারের গোপালগঞ্জে জন্ম সিদ্দিকের। পরে মহারাষ্ট্রে চলে আসেন তিনি। তার আসল নাম জিয়াউদ্দিন সিদ্দিক। তবে বাবা সিদ্দিক নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি। মাত্র ১৯ বছর বয়সে, ১৯৭৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন বাবা।

খুব অল্প বয়সেই ছাত্র এবং যুব কংগ্রেসের অন্যতম মুখ হিসাবে জনপ্রিয়তা পান বাবা। বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের নজরে পড়ে যান। এর পর থেকেই তরতরিয়ে উত্থান বাবার। তাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ‘প্রভাবশালী’ হিসাবে পরিচিত বাবা পরিচিত ছিলেন বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং তারকাখচিত পার্টির আয়োজন করার জন্যও।

নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী মোট ৭৬

কোটি টাকার মালিক ছিলেন বাবা সিদ্দিক। তবে জনশ্রুতি রয়েছে, তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ এর থেকে অনেক বেশি।

২০১৮ সালে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বাবার সঙ্গে যোগ থাকা ৪৬২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এর মধ্যে ছিল মুম্বাইয়ের বুকে ৩৩টি অ্যাপার্টমেন্ট। তার বিরুদ্ধে বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পে দুর্নীতি এবং অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও উঠেছিল।

বাবা সিদ্দিকর হলফনামায় নগদ অর্থ, ব্যাঙ্কে জমা টাকা এবং একাধিক সংস্থায় বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ রয়েছে।

মার্সিডিজ বেনজের মতো বিলাসবহুল গাড়ির প্রতি বিশেষ প্রেম ছিল। তার গ্যারাজে ছিল বিভিন্ন নামীদামী গাড়ির সম্ভার। এছাড়া সোনা এবং হিরের গয়নার প্রতিও আসক্ত ছিলেন তিনি। তার সংগ্রহে মোট ৩০ কোটির বহুমূল্য গয়না ছিল বলে অনুমান করা হয়।

বাংলাদেশিসহ সব শান্তিরক্ষীকে সরিয়ে নিতে বললেন নেতানিয়াহু

পোস্ট ডেস্ক : লেবাননে শান্তিরক্ষী হিসেবে দায়িত্বরত সব সেনাকে সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিতে জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রোববার (১৩ অক্টোবর) ইংরেজি ভাষায় দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন তিনি। সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

এর আগে গতকাল বাংলাদেশসহ ৪০টি দেশ শান্তিরক্ষীদের ওপর দখলদার ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয়। এরপরই নেতানিয়াহু এসব শান্তিরক্ষীকে সরিয়ে নিতে বললেন।

নেতানিয়াহু বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে বলছি, ইউএনআইএফআইএলের (শান্তিরক্ষী) সেনাদের হিজবুল্লাহর অবস্থান এবং যুদ্ধ চলা এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার এখনই সময়। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী বারবার এই অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবার এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যার লক্ষ হলো হিজবুল্লাহর সন্ত্রাসীদের মানববর্মের মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া।

তিনি আরও বলেন, মাননীয় মহাসচিব এখনই শান্তিরক্ষীদের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নিন। দ্রুতসময়ে তাদের সরানোর এখনই সময়। আপনি সেনাদের সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের হিজবুল্লাহর জিম্মি বানাচ্ছেন। এটি শান্তিরক্ষী এবং আমাদের সেনা উভয়ের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলছে।

গত কয়েকদিনে শান্তিরক্ষীদের অবস্থান লক্ষ্য করে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। এতে বেশ কয়েকজন

শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন। শান্তিরক্ষীরা আহত হওয়ার পর পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলের নিন্দা জানিয়েছে।

লেবাননে জাতিসংঘের মোতায়েন করা সেনারা আহত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, “শান্তিরক্ষীরা আহত হওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করছি। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে তার সবই করার চেষ্টা করছে ইসরায়েল। তবে এর সবচেয়ে সহজ এবং স্পষ্ট উপায় হচ্ছে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া নিশ্চিত করুন।”

ট্রাম্পের বাজিমাত!

পোস্ট ডেস্ক : আসন্ন নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এনবিসি নিউজের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, জনপ্রিয়তা দুই প্রার্থীই সমান তালে এগিয়ে চলেছেন।

জরিপে দেখা গেছে, হ্যারিস এবং ট্রাম্প উভয়েই নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ করে সমর্থন পাচ্ছেন। আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি থাকতেই নির্বাচনী লড়াই সমান তালে এগিয়ে চলেছে।

এনবিসির এই জরিপটি অক্টোবরের ৪ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। যেখানে দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প যে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন, তা পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলেছেন। অন্যদিকে হ্যারিসের জনপ্রিয়তার গতি কমে গেছে।

এ বিষয়ে ডেমোক্রেটিক জরিপকারক জেফ হরউইট মন্তব্য করেছেন, 'কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তার যে গতি দেখা গিয়েছিল, গ্রীষ্ম থেকে শরতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তা বন্ধ হয়ে গেছে'।

অপরদিকে, রিপাবলিকান জরিপকারক বিল ম্যাকইন্টারফ বলেন, 'এখন ভোটারদের সক্রিয় করা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'।

জরিপে দেখা গেছে, নির্বাচনের ফলাফল মূলত নির্ভর করবে কোন দল তাদের সমর্থকদের বেশি সফলভাবে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারে, তার ওপর। যদি ডেমোক্রেটদের জন্য বেশি সুবিধাজনক পরিবেশ থাকেড়যেখানে নারীদের সংখ্যা বেশি, কলেজ ডিগ্রিধারী শ্বেতাঙ্গ ভোটার এবং বর্ণগত সংখ্যালঘু ভোটাররা বেশি ভোট দেয়ড়তাহলে হ্যারিস ৪৯ শতাংশ সমর্থন নিয়ে ৪৬ শতাংশ সমর্থন পাওয়া ট্রাম্পকে টেক্কা দিয়ে জয়ী হচ্ছেন।

আর যদি রিপাবলিকানদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে পুরুষদের সংখ্যা বেশি এবং কলেজ ডিগ্রিহীন শ্বেতাঙ্গ ভোটার বেশি থাকে, তাহলে ট্রাম্প ৪৯ শতাংশ সমর্থন নিয়ে ৪৭ শতাংশ সমর্থন পাওয়া হ্যারিসকে হারিয়ে জয়ী হবেন।

ভোটারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গর্ভপাতের অধিকার, সীমান্ত ও অভিবাসন, গণতন্ত্র রক্ষা এবং অর্থনীতি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কমলা হ্যারিস গর্ভপাতের বিষয়ে ট্রাম্পের চেয়ে ১৯ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবায় ১০ পয়েন্ট এবং দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে হ্যারিস।

অপরদিকে, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প ২৫ পয়েন্টে এবং মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৮ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন।

যদিও উভয় প্রার্থীরই নেতিবাচক জনপ্রিয়তা রয়েছে। হ্যারিসের জনপ্রিয়তা ৪৩ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৪৯ শতাংশ নেতিবাচক। অন্যদিকে ট্রাম্পের ৪৩ শতাংশ ইতিবাচক এবং ৫১ শতাংশ নেতিবাচক। দুই দলেরই প্রচারণার মূল বিষয় এখন ভোটারদের আগ্রহ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

ট্রাম্পের প্রচারণা দল একটি স্মারক নোটে মন্তব্য করেছে, আমরা জুলাই মাসে হ্যারিসের যে মধুচন্দ্রিমা পর্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলাম, সেটি শেষ হয়েছে। তারা আরও দাবি করেছে, হ্যারিস অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, অভিবাসন ও অপরাধ মোকাবিলায় ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি এবং ট্রাম্পই এই দায়ত্বি ভালোভাবে পালন করবেন বলে ভোটাররা বিশ্বাস করেন।

এদিকে সিবিএস নিউজ এবং এবিসি নিউজের জরিপেও দুই নেতার প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র। সিবিএস নিউজের মতে, হ্যারিস মাত্র ৩ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন। তবে এটি এখনও ভুলের সীমার মধ্যে রয়েছে।

এবিসি নিউজের জরিপেও হ্যারিস মাত্র ২ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন, যেখানে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৪৯-৪৭ শতাংশ সমর্থন দেখা গেছে।

এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নির্বাচনের ফলাফল এখন অনিশ্চিত এবং ভোটারদের সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ

অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা ট্রাইব্যুনালে আসেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান।

গত সোমবার রাতে হাইকোর্টের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান করে প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়। আইন সচিব শেখ আবু তাহের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের আইন নম্বর ২১)-এর ধারা ৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীকে ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী আর নেই

করে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করি। শেষ পর্যন্ত আমরা সব ধরনের চেষ্টা করেছি। দুপুর ১২টা ৫৭ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন মতিয়া চৌধুরী। তার বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ১৯৬৪ সালের ১৮ই জুন সাংবাদিক বজলুর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি।

মতিয়া চৌধুরী ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৬০এর দশকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়, তাতে মতিয়া চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আইয়ুব খানের আমলে চারবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে 'অগ্নিকন্যা' নামে পরিচিত মতিয়া পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন এবং এর কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। ১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের ১ নং প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে পর জাতীয় সংসদ বিলুপ্তের মাধ্যমে সংসদ সদস্য পদ হারান তিনি।

৭ মার্চসহ ৮ জাতীয় দিবস বাতিল

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং ১২ই ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

ঐতিহ্য হারাচ্ছে বাংলাদেশ সেন্টার!

সরকারের নজরেও বিষয়টি দেয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানাগেছে। এই সরকারকে বিষয়টি অবহিত করে বৃহৎ এই প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে ব্যবহার ও মালিকানা নেয়া যায় কিনা সে চিন্তা ভাবনার পরামর্শ দেয়া হবে বলে জানিয়েছে একই সূত্র। বিরোধ নিস্পত্তির স্বার্থে কি কি করা যায় সেদিক নিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে দৃথক দুটি সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টি বাংলাদেশ হাই কমিশনের নজরে এলে তারা তাদের বক্তব্য প্রদান করেছে। কেননা সরকারের হাই কমিশনার পদাধিকার বলে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা দু'টি পক্ষের সৃষ্ট বিরোধী নিস্পত্তিতে হাই কমিশনের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছে। এতে তাদের নানা কারণে ব্যর্থতার কথাও ফুঁটে উঠেছে। তবে হাই কমিশনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে হাল ছেড়ে দেয়া হয়নি উল্লেখ করে আপোষ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গেল বছরের গত ২৬ নভেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট ভেন্যুতে বাংলাদেশ সেন্টারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সেন্টারের 'কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট কমিটির' মোট ৩৫টি পদের মধ্যে ১৮টিতে জিতেছেন রেড অ্যালায়েন্সের প্রার্থীরা। আর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিন অ্যালায়েন্সের প্রার্থীরা জিতেছেন ১৭টি পদে।

নির্বাচনের পর কমিটি গঠন নিয়ে দেখা দেয় দু'পক্ষের মধ্যে মত বিরোধ। যা প্রকাশ্যে রুপ নেয়। মুহিবুর রহমান মুহিবের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এবং দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে অপর গ্রুপ কমিটি গঠন করেন এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এদিকে বিরোধ নিস্পত্তি করে দু'পক্ষকে একই ছায়াতলে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেন লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম। তিনি একাধিকবার বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তৎকালীন সময়ে আওয়ামীলীগ সভাপতিসহ সিনিয়র নেতাদের বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এক পর্যায়ে তারাও ব্যর্থ হন।

এদিকে নির্বাচনের দিনকাল ঘনিয়ে এলে সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব ও সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেন। তারা যার যার পক্ষ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। দু'পক্ষের সংবাদ সম্মেলন ও হাই কমিশন থেকে প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বাংলা পোস্ট পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো:-

মুহিবুর রহমান মুহিব : গত ১১ই অক্টোবর, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন এর ব্যবপস্থাপনা পরিষদ গঠন সহ চলতি বিরাজমান সংকটের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ সেন্টারের মেম্বারশীপ এবং বৃহত্তর বাংলাদেশী কমিউনিটিকে অবহিত করার লক্ষ্যে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সংম্মেলন সিনিয়র সহ সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুর রহমান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। অধ্যাপক শহীদুর রহমান বলেন, ১৯৭১ সালের ২৭শে অগাস্ট এই বাংলাদেশ সেন্টার ভবনে বাংলাদেশের দূতাবাস চালু করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সেন্টারকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নেয়া হয়। তাই প্রতিষ্ঠানটির মান-মর্যাদা রক্ষা করা প্রতিটি বাঙালির দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেন্টারের বিরাজমান সংকট সম্পর্কে সেন্টারের মেম্বারদেরকে সঠিক তথ্য উপাত্ত জানানো সাংবাদিক ভাইদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণে সাংবাদিকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি উদাত্ত আহবান জানান।

তিনি বলেন, সেন্টারের চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছু কায়েমী স্বার্থবাদীদের অসংবিধানিক কার্যকলাপ ও অনমনীয়তা প্রদর্শনের কারণে সংকটটি সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ সেন্টারের সংবিধান বা গভর্নিং ডকুমেন্ট অনুসরণ করা বাধ্যতামুলক এবং কেবলমাত্র এই গভর্নিং ডকুমেন্টের সঠিক অনুসরণেই সঙ্কটের সমাধান নিহীত রয়েছে। তাই সকল মতপার্থক্য ত্যাগ করে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশ সেন্টারের স্বার্থ রক্ষার্থে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার জন্য আগামী ২০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য সবাইকে উদ্বাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যাপক শহীদুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন, সহ সভাপতি ইসবা উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ ছোটন, ও চিফ ট্রেজারার ফাইজুল হক।

দেলোয়ার হোসেন : বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে সেন্টারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেট জানাতে সোমবার ৭ অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সেন্টার শুধু একটি ভবন নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারণার প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল এবং যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশী মিশন ছিল। বাংলাদেশ সেন্টার এই যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সেন্টার একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা হিসেবে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সেন্টারের কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিগত সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা পূর্ণ নির্বাচন ছাড়াই নিয়মতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত হতো এবং ওই ঐকমত্যের কমিটি সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করতো।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সেন্টারের সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সভাপতি ব্যতীত কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সকল পদ নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এজিএম ও নির্বাচন শেষে সেন্টারের ঐতিহ্য অনুযায়ী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর পরবর্তী কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের সভায় অবশিষ্ট পদগুলো পূরণ করা হয়।

২০২৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মান্যবর হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সকল সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, স্থায়ী সদস্য, কর্পোরেট সদস্য, সাধারণ ও আজীবন সদস্যসহ সকল সদস্যকে একটি সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তাঁর আহবানে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সভা হওয়ার কথা ছিলো। অযাচিত উক্ত সভা আহ্বান বাংলাদেশ সেন্টার নিয়ে চরম উদ্বেগ ও বিতর্কের জন্ম দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, রেড অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ছাড় দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। অপর পক্ষ গ্রিন অ্যালায়েন্সের এক গুয়েমী মনোভাবের জন্য কোন সমঝোতা ছাড়া বৈঠক সমাপ্ত হয়।

এ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ভাইস চেয়ারম্যান তফজ্জল মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলী বেবুল।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান গুলনাহার খান, ভাইস চেয়ারম্যান মামুন রশীদ , চীফ ট্রেজারার শিব্বীর আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, ফাইনান্স এন্ড ফান্ড রাইজিং উপ কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ ময়নুল হক, পার্মানেন্ট মেম্বার শাহানুর খান, পার্মানেন্ট মেম্বার মানিক মিয়া, পার্মানেন্ট মেম্বার জাকির হোসেন।

বাংলাদেশ হাই কমিশন লন্ডন : বাংলাদেশ সেন্টারের বিগত ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সেন্টারের নির্বাহী কমিটি এবং কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট গঠন নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দু'টি প্যানেলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তারা দু'টি পৃথক কমিটি গঠন করে। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার এবং পদাধিকারবলে সেন্টারের চেয়ারপার্সন উদ্ভূত বিরোধটি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের সাথে পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে বৈঠক করা সহ বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

উক্ত উদ্যোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সেন্টারে ২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হাইকমিশনার এবং বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ারপার্সন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সকল মতভেদ ভুলে একটি সর্বসম্মত কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ গঠনের বিষয়ে উভয় পক্ষকে ঐকমত্যে পৌছানোর উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেহেতু ২৪ এপ্রিলের সভায় কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ গঠনের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো জটিল বলে প্রতিয়মান হচ্ছিল, সেহেতু হাইকমিশনার এবং বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ার উক্ত সভার এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন, যা উভয় পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে কোনো অগ্রগতি সাধন করতে ব্যর্থ হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেন্টার এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থে উভয় পক্ষকে ঐক্যমতে পৌছানের প্রচেষ্টা চলমান রাখার আহ্বান জানিয়ে চেয়ার উক্ত কমিটির সভা স্থগিত করেন।

পরবর্তী কয়েক মাসে সমস্যাটি সমাধানের বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় হাইকমিশনার এবং বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ারপার্সন একটি ফলপ্রসু সমাধানে পৌছানোর মানসে পুনরায় উভয় পক্ষের মনোনীত সদস্যদের সাথে হাই কমিশনে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ একটি বিশেষ আলোচনা সভায় বসেন । উক্ত সভায় বিবদমান দুটি পক্ষ উভয় প্যানেলের সদস্যদের সংমিশ্রণে কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করতে সম্মত হন । এছাড়া উভয় পক্ষই চেয়ারপার্সন কর্তৃক ০৮ অক্টোবর ২০২৪ কমিটি-এর একটি বিশেষ সভা আয়োজনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন । কিন্তু, দুটি পক্ষের মধ্যে নতুন করে মতপার্থক্য তৈরি হওয়ায় প্রস্তাবিত সভাটি আহ্বান করা যায়নি, ফলশ্রুতিতে বিদ্যমান বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আরও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

পুর্ববর্তী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরেও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ারপার্সন সত্বরই বিষয়টির একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে আশাবাদী । তিনি ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টারের ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখতে উভয় পক্ষ এবং বাংলাদেশ সেন্টারের সকল সদস্যের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লন্ডনের ঐতিহাসিক 'বাংলাদেশ সেন্টার'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বৈশ্বিক জনমত গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা। তখন যুক্তরাজ্য প্রবাসীরাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বৈশ্বিক সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন 'বাংলাদেশ সেন্টার'। এই সেন্টারেই ভারতের পর বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম কোনো দূতাবাস চালু হয়। দ্য রয়্যাল লন্ডন বারা অব কেনজিংটন অ্যান্ড চেলসি এলাকার নটিংহিল গেইট টিউব স্টেশনের কাছেই ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেন্সে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টার।

রাস্তায় হেঁটে হেঁটে গ্রাফিতি দেখলেন ড.

মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে। এ সরকার এমন একটা সময়ে ক্ষমতায় এসেছে যখন দীর্ঘ স্বৈরশাসনে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুটপাটে বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতিও। ভেঙে পড়া সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও অর্থনীতিকে চাঙা করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে।

দায়িত্বগ্রহণের দুই মাস শেষ হয়েছে এই সরকারের। এর মধ্যে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে তারা। জাতিসংঘ অধিবেশনে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস জো বাইডেনসহ বেশ কয়েকজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আশার আলো দেখাচ্ছেন তিনি।

দেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ করলো ৪০

সেনাদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি রাখাইনে চলমান সংঘাতের কারণে সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রবেশের পর তাদের প্রত্যাবাসন সহজতর করার জন্য বাংলাদেশের প্রতি তার সরকারের কৃতজ্ঞতা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়ে অসামান্য দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে উভয় দেশের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন, যেখানে মিয়ানমার একটি মূল প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে।

তিনি আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার মর্যাদা লাভের জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি মিয়ানমারের সমর্থনের আহ্বান জানান।

এছাড়াও, উভয় পক্ষ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ঢাকা ও ইয়াঙ্গুনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনা করে।

তারা বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে আলোচনাধীন উপকূলীয় শিপিং চুক্তি চূড়ান্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির উদ্যোগে কর্মশালা

বিশিষ্ট সাংবাদিক নবাব উদ্দিন ও চীপ এক্সিকিউটিভ উদীয়মান সাংবাদিক আ স ম মাসুম। চ্যারেটি বিশেষজ্ঞ শোয়েব আহমেদ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুহিত উদ্দিন যৌথভাবে এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটির সেবা প্রদানের মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ার নবাব উদ্দিন, ট্রাস্টি বাবলু হক, সিইও আ স ম মাসুম, উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং আরও বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও সমন্বয়কারী, যারা টাওয়ার হ্যামলেটস সম্প্রদায়কে সেবা প্রদানে তাদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন।

সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবীসহ বিবিন্ন পেশায় নিয়জিত কমিউনিটির ৩০ জনেরও বেশি মানুষ উক্ত কর্মশালায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সফল ও অর্থবহ করেছেন। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্টাফ, ট্রাস্টি, স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিটির সদস্যদের এমন দক্ষতা প্রদান করা, যা তাদের পরিচালিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান উন্নতিতে সহায়ক হবে এবং চ্যারিটি কমিশনের নিয়মমাফিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সকল প্রকার সংস্কারের বিষয়টিকে নতুন ভাবে সম্পন্ন হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের অর্থায়নে পরিচালিত এবং স্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির সংস্থার উদ্যোগে অনেক গুলো কর্মশালার আয়োজন করা হবে, সেই ধারাবাহিকতার একটি অংশ, যা সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে পূর্ব লন্ডনের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য আশার আলো হয়ে কাজ করে। ইস্টহ্যান্ডস তার টিমের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাসিন্দাদের জন্য পরিসেবার মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং নিশ্চিত করছে যে সম্প্রদায় আরও ভালোভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মশালার লক্ষ্যসমূহ:

* কমিউনিটির সাথে যুক্ত থাকার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন: স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক এবং ট্রাস্টিদেরকে এমন সরঞ্জাম প্রদান করা, যা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে এবং স্থানীয় চাহিদাগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম করবে।
* উন্নত সমর্থন পরিষেবা: টিমের দক্ষতাকে শক্তিশালী করে বাসিন্দাদের সম্পূর্ণ সমর্থন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর সাথে সংযোগ করানো।
* প্রকল্প পরিচালনা ও তহবিল সংগ্রহ: প্রকল্প পরিচালনা, তহবিল সংগ্রহ, প্রস্তাব লেখা এবং ফলাফল মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, যাতে পরিষেবার কার্যকারিতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কর্মশালার শেষে, অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি স্বরূপ প্রত্যেককে সনদ প্রদান করা হয়। ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ার নবাব উদ্দিন কর্মশালার মূল বক্তব্যে বলেন, "এই কর্মশালা আমাদের কমিউনিটিকে ক্ষমতায়িত করার যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা আমাদের টিমের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে নিশ্চিত করছি যে আমরা পূর্ব লন্ডনের সবচেয়ে দুর্বল বাসিন্দাদের প্রয়োজন মেটাতে আরও সক্ষম হচ্ছি। একসঙ্গে, আমরা একটি শক্তিশালী এবং আরও সহনশীল সম্প্রদায় গড়ে তুলছি।"

কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়কারী রুমানা আফরোজ রাখি, ফুটবল সমন্বয়কারী আহমদ চৌধুরী বাবু, স্বেচ্ছাসেবক সালেহ আহমেদ, আলাউর রহমান খান শাহিন, অ্যাম্বাসেডর পলি রহমান, সাংবাদিক রাহমত আলী, রেজাউল করিম মৃধা, খালেদ মাসুম রনি, জাকির হুসাইন কয়েস, খসরুজ্জাম খসরু, আনোয়ারুল ইসলাম অভি, ওয়ালিদ বিন খালেদ, কিনু মিয়া, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, অলিউর মজুমদার, শাহিন মিয়া, আজিজুল আম্বিয়া, রিয়াজ উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন জয়, ইকতেয়ার মিয়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

একসঙ্গে আমরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়তে পারি, ইস্টহ্যান্ডস চ্যারেটি সংস্থা পক্ষে সকলকে আমন্ত্রণ জানায় তাদের মিশনে অংশগ্রহণ করতে, যাতে জ্ঞান, দক্ষতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আরও সক্ষম ও সহনশীল করে তুলতে পারি। আসুন, একসঙ্গে আমাদের সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত করি এবং স্থায়ী পরিবর্তন তৈরি করি।

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের ৬৫তম বার্ষিক

তিনি নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও মসজিদকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য কমিউনিটির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "আল্লাহর রহমতে এবং আমাদের কমিউনিটি, স্টাফ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় ইস্ট লন্ডন মসজিদ তার সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তিনি বলেন আমাদের সেবাগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং সেবা, শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণার মিশন বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অগ্রভাগে রয়েছে ।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের নবনিযুক্ত সিইও জুনায়েদ আহমেদ ২০২৪-২৫ সালের জন্য ট্রাস্টের কৌশলগত অগ্রাধিকারের রূপরেখা তুলে ধরে একটি বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন দেন । সেবাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী টেকসই নিশ্চিত করতে তিনি মসজিদের কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও সুসংহত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াগুলির উন্নতি এবং আগামী রমজানে সফলভাবে ফান্ডরেইজিংয়ের প্রচারাভিযান নিয়ে কথা বলেন।

ট্রাস্টের সদস্যরা মসজিদের ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনায় আর্থিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ, সেবা কার্যক্রমের উন্নতি এবং ফেইজ-৩ নামাজের হল সম্প্রসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ মসজিদের অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য কমিউনিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্টাফদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পশ্চিম বঙ্গের প্রখাত শিল্পি ও সুরকার

পশ্চিম বাংলার (কলকাতার) স্বনামখ্যাত সুরকার ও সংগীত শিল্পী সৌম্যেন অধিকারী। ব্রিটেন প্রবাসী ব্রিটিশ বাংলাদেশী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নাট্যকার ড. আনোয়ারুল হকের কথায় এই অনুপম সৃষ্টি গ্রেটব্রিটেন তথা সমগ্র বিশ্বে বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গনে আলোকিত হয়ে থাকলো। গানটির মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বিঠোফেন রেকর্ডস কোম্পানি। এই মিউজিক ভিডিওর সাবটাইটেল লিখেছেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ড. নাজিয়া খানম। যিনি রাণীর দেওয়া খেতাব ইংল্যান্ডের ওবিই ডিএল সম্মানে ভূষিত। সম্ভবত বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্মরণে মিউজিক ভিডিও। ড. আনোয়ারুল হকের লিখা এই গানে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বর্ণাঢ্য জীবনের কথা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

গানের সুরকার ও শিল্পি সৌম্যেন অধিকারী বলেন "রাণীর প্রয়াণের পর পরই এই গান লিখেছিলেন ড .আনোয়ারুল হক। তাঁর ইচ্ছা ছিল এটি গান হিসাবে প্রকাশিত হোক, কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। "গানটি যখন ড. আনোয়ারুল হক প্রথম আমার হাতে তুলে দিলেন, গানের কথাগুলো পড়েই মনে হল এই মহৎ কাজটি আমার করা উচিত। সেখানেই শুরু, তারপর প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছে এই গান সৃষ্টির নেপথ্য।

যেহেতু এটি বাংলা গান তাই এই গানের ভিডিওতে ইংরেজি সাবটাইটেল রয়েছে বিদেশি শ্রোতাদের বোঝবার জন্যে। আমরা ধন্য যে এই ঐতিহাসিক গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ও সবসময় আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন ব্রিটেনে বাঙ্গালী কমিউনিটির অতি সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ড. নাজিয়া খানম। আজ এটি সার্থক রূপ পেয়েছে ভালো লাগছে। যাঁরা এই কাজের নেপথ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি রইলো আমার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস এ গানটি সংগীত প্রেমীদের মনে স্থান করে নিতে পারবে"।

ইংল্যান্ডের নতুন কোচ টুখেল

কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন লি কার্সলে। এবার টুখেলকে স্থায়ী কোচ হিসেবে বেছে নিলো থ্রি লায়ন্সরা। এর আগে চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজির মতো ক্লাবের কোচ ছিলেন টুখেল।

ইরানের বিরুদ্ধে ইইউর নিষেধাজ্ঞা

ইরানের ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষা এবং তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি যারা এই মিসাইল রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, যারা ওই মিসাইল রাশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এর আগে ব্রাসেলস একাধিকবার ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে। রাশিয়াকে ব্যালেস্টিক মিসাইল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইরানকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, ইরান কখনোই তা কানে তোলেনি।

ইরান জানিয়েছে, মস্কোর সঙ্গে ইরানের দীর্ঘদিনের সামরিক চুক্তি আছে। ইরান যা করেছে, তার সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইরানের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়েছে ইসরাইল ও ইউক্রেন। যে কোনো আক্রমণকারী দেশকে অস্ত্র পাঠানো আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। ইরান ঠিক সেই কাজটিই করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে

ডেভলপমেন্ট আপডেট প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য অনলাইনে ওয়াশিংটন থেকে বক্তব্য রাখেন- বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ইকনোমিস্ট ধ্রুব শর্মা, ইকনোমিস্ট নাজমুস খান এবং বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র যোগাযোগ কর্মকর্তা মেহেরিন এ মাহবুব।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বহিস্থ খাতের চাপ, আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এসব কারণে প্রবৃদ্ধি খুব বেশি বাড়বে না।

সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কেননা এখনো ৮৪ দশমিক ৯ শতাংশ কর্মসংস্থান অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। এটি অত্যন্ত উচ্চ সংখ্যা। ২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান কমেছে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ হারে।

আর্থিক খাত নিয়ে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং খাতে নানা ধরনের সংকট রয়েছে বিশেষ করে খেলাপি ঋণ অনেক বেশি। সরকারের অনেক প্রচেষ্টার পরও সেটি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এছাড়া মূল্যস্ফীতি কমাতে ঋণের সুদেও হার বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বেসরকারি খাতে ঋণ গ্রহণ কমেছে।

প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে ৩ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ৫ দশমিক ২ শতাংশের মধ্যে থাকবে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, মধ্যবর্তী পয়েন্ট হবে ৪ শতাংশ। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিশ্বব্যাংক এপ্রিলে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' মনে করে না

বুধবার (১৬ অক্টোবর) সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্টভাবে ক্ষমতায় ছিল। মানুষের ভোটাধিকারহরণ ও গুম-খুন করে এবং গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল। কাজেই কারা তাকে জাতির পিতা বলল, তারা কোন দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল, নতুন বাংলাদেশে সেটার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছি। ফলে ইতিহাসের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে কিনা এ সরকার এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, অবশ্যই না। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই ভূখণ্ডের লড়াইয়ের ইতিহাসে বহু মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের ইতিহাস কিন্তু কেবল ৫২তেই শুরু হয়নি, আমাদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই আছে, ৪৭ ও ৭১-এর লড়াই আছে, ৯০ ও ২৪ আছে। আমাদের অনেক ফাউন্ডিং ফাদারস রয়েছে। তাদের লড়াইয়ের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

আওয়ামী লীগ অনেক দিবসকে নষ্ট করে ফেলেছে উল্লেখ করে আট জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্তের বিষয়ে নাহিদ বলেন, জাতীয় দিবস বলতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ তাদের নিজেদের বিভিন্ন দিবস চাপিয়ে দিয়েছে। তাই সেগুলো থাকছে না। ৭ মার্চ গুরুত্বপূর্ণ, তবে জাতীয় দিবস হওয়ার মত না।

অবশেষে হারিছ চৌধুরীর লাশ উত্তোলন

বুধবার সকালে সাভার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস.এম রাসেল ইসলাম নূরের নেতৃত্বে সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের জামিয়া খাতামুন্নাবিয়্যিন মাদ্রাসা থেকে তার লাশ উত্তোলন কাজ শুরু হয়।

এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ লাশ উত্তোলন করার আদেশ দেন।

হারিছ চৌধুরী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও আলোচিত বিএনপি নেতা ছিলেন। ২০২১ সালে ৩ সেপ্টেম্বর সাভারের বিরুলিয়া কমলাপুর এলাকার জামিয়া খাতামুন্নাবিয়্যিন মাদ্রাসায় মাহমুদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। পরে হারিছ চৌধুরীর মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা তানজিন দাবি করেন এই লাশ তার বাবার।

ক্যাম্পেইন কমিটি ইউরেক সাংবাদিক

বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করা হয়েছে ।যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের পর লণ্ডন-সিলেট রুটে ডাইরেক্ট ফ্লাইট চালু করা হয় ।অনেকবার ডাইরেক্ট ফ্লাইট বন্ধ হয়েছে। আবার আন্দোলন করার পর চালু হয়েছে। যার ফলে সিলেট প্রবাসীরা সরাসরি বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বাংলাদেশও আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নামে আন্তর্জাতিক হলেও কাজে এখনো আন্তর্জাতিক হয়নি।একমাত্র বিমান ছাড়া অন্য কোন এয়ারলাইন্সকে ওসমানীতে নামতে দেওয়া হচ্ছেনা। অথচ চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রতি সপ্তাহে বিমান ছাড়াও ৭টি বিদেশী এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট উঠানামা করছে ।

বাংলাদেশ সরকার ও সিভিল এভিয়েশন অথরিটি সিলেটবাসীর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যমূলক আচরন করছে ।

বাংলাদেশ বিমানের শতকরা ৯৫ ভাগ যাত্রী সিলেট অণ্চলের। বিমানের বেশীরভাগ যাত্রী সিলেটী হওয়ায় সিলেটীদের জিম্মী করে বিমানের রিটার্ন

ভাড়া সিলেট পর্যন্ত কখনো ১৫০০ ,কখনো ১২০০ ,কখনো ১৮০০ পাউণ্ড পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অথচ সমান ফ্লাইটে ঢাকার যাত্রীদের জন্য ৮০০ পাউণ্ড ভাড়া নেওয়া হয়। এটা প্রবাসী সিলেটবাসীর প্রতি আরেক বৈষম্য। যার ফলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটীরা ছেলে মেয়েসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে দেশে যেতে পারেন না। সম্মেলনে আরো বলা হয় যে,ওসমানী বিমান বন্দরে নতুন টারমিনাল নির্মাণের কাজ তিন বছর মেয়াদে শুরু হয়েছিল ২০২০সালের অক্টোবর মাসে। বিগত চার বছরে কাজ হয়েছে মাত্র শতকরা ২২ভাগ। অথচ ঢাকার শাহজালাল বিমান বন্দরের কাজ ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে তিন বছর মেয়াদে শুরু হয়ে তা শেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। এটাও সিলেটবাসীর প্রতি আরেকটি বৈষম্যমূলক আচরন ।

ওসমানী বিমান বন্দরে প্রবাসী বিমান যাত্রীদের হয়রানী এখনো কমেনি ।আন্তর্জাতিক মানের কোন সেবা নেই। বিমানের চেক ইন কাউন্টারে প্রতিনিয়ত যাত্রীরা হয়রানীর শিকার হোন।

বলা হয় যে -এক শ্রেণীর সিলেট বিদ্বেষী কুচক্রিমহল সিণ্ডিকেট তৈরি করে সিলেটবাসীকে হয়রানী করছে। অতীতের সব সরকার সিলেটবাসীর উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের সন্তানরা বাংলাদেশে না গিয়ে তুরস্ক, মরক্কো, মিশর ও ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে হলিডেতে যাচ্ছে। ফলে আমাদের সন্তানরা দেশমুখী হচ্ছেনা এবং বাংলাদেশ বিরাট অংকের আয় থেকে বন্চিত হচ্ছে।

বৃটেনের বিভিন্ন সংগঠণ এসব সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন ।কিন্তু কোন কাজ হচ্ছেনা ।

তাই যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কমিউনিটি সংগঠণের নেতৃবৃন্দের একটি জরুরী বৈঠকে সম্প্রতি ' ঈধসঢ়ধরমহ ঈড়সসরঃঃবব টক ভড়ৎ ভঁষষু ভঁহপঃরড়হধষ ঙংসধহর ওহঃবৎহধঃরড়হধষ অরৎঢ়ড়ৎঃ' নামে একটি ক্যাম্পেইন গ্রূপ গঠণ করা হয়েছে। এ সংগঠণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নিম্নরূপ দাবী পেশ করা হয় ।

১)ওসমানী বিমান বন্দরকে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করতে হবে।

২) বাংলাদেশের জাতীয় এয়ার লাইন বিমান বাংলাদেশের পাশাপাশি বৃটিশ,তুরস্ক ,কাতার ,আমিরাত ,দুবাই ,ওমান ,সৌদিআরব সহ অন্যান্য দেশের ফ্লাইট চালু করতে হবে ।

৩) ওসমানী বিমান বন্দরের নতুন টারমিনালের কাজ দ্রূত সম্পন্ন করতে হবে ।

৪) বাংলাদেশ বিমানের ভাড়া হ্রাস করতে হবে এবং ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে বিমানের ভাড়ার পার্থক্য দূর করতে হবে ।

৫) ওসমানী ও শাহজালাল বিমান বন্দরে কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন সেকশনে প্রবাসী যাত্রীদের অহেতুক হয়রানী

বন্ধ করতে হবে ।

উপরোক্ত দাবী দাওয়া বাস্তবায়নে যে কর্ম সূচী ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে -

১) লণ্ডন ,ঢাকা ও সিলেটে সাংবাদিক সম্মেলন।

২) বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ।

৩) সিলেট ও লণ্ডনে মানব বন্ধন ।

৪) বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে ডেলিগেশন প্রেরণ।

৫) বৃটেনের প্রতিটি শহরে সমাবেশ

৬) বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠণের সাথে জনসংযোগ।

৭) সমমনা আন্দোলনরত সংগঠণের নেতৃবৃন্দ নিয়ে বৃহত্তর মোর্চা গঠণ।

ইতিমধ্যেই আমরা আগামী ১লা নভেম্বর শুক্রবার সিলেট কোর্ট পয়েন্টে মানব বন্ধনের কর্ম সূচি ঘোষণা করেছি। যতদিন পর্যন্ত আমাদের উপরোক্ত দাবী বাস্তবায়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ।এই ন্যায়সঙ্গত এসব দাবী না মানলে বিভিন্ন বয়কট কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

এই আন্দোলনে দলমত সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠণের পক্ষে আরো উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, শাহ মুনিম, আজম আলী,শাহ সেরওয়ান কামালী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, শেখ ফারুক আহমদ, ও আনোয়ার জাকারিয়া খান সহ প্রমুখ ।

রাসূলের (সা.) মৃত্যুর দিন মদিনায় যা হয়েছিল

মুফতি ইবরাহীম আল খলীল

ফজরের আজান ভেসে এলো মসজিদ থেকে। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত এসে থেমে গেল। বিলাল (রা.) আর সামনে এগোতে পারলেন না। বারবার গলায় আটকে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। নাহ্, তিনি আর পারছেন না।

হায়! আমার আজান শোনার মানুষটি চলে গেল! ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ঢেকে গেল কান্নার আড়ালে। সবাই নিজের পরানখানি মাটিচাপা দিয়ে এসেছে। বুক ফাঁকা। শূন্য দৃষ্টি। ফাতিমা (রা.) কাঁদছেন আর বলছেন, 'আনাস! তোমার পক্ষে কী করে সম্ভব হলো, তুমি তোমার রাসূলকে মাটিচাপা দিয়ে রেখে এলে?' আ-হ! সবার অন্তরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সবাই কাঁদছেন। মসজিদে নববীজুড়ে কান্নার রোল পড়ে গেল। আলী (রা.) দাঁড়ানো। হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। উসমান (রা.) শিশুর মত ছটফট করতে লাগলেন। উমর (রা.) সইতে না পেরে বলে ওঠলেন, 'যে বলবে তিনি মারা গেছেন আমি এই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা ফেলে দিবো।'

এখন সবার দৃষ্টি কর্ণধার সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রতি। তিনি বিরহকে চাপা দিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন। স্থির থাকার চেষ্টা করলেন। বহু কষ্ট নিজের মাঝে চাপা দিচ্ছেন। কিন্তু এরপরেও এভাবে কি পারা যায়! নিজেকে কোনো রকম সামলিয়ে হুজরায় প্রবেশ করলেন। কপালে চুমু খেলেন। বুকে চেপে ধরে কাঁন্না শুরু করলেন আর বললেন, 'আপনি জীবনে মরণে পবিত্র।'

তারপর তিনি লোকদের সামনে বললেন, 'যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশেক তারা শুনো- তিনি মারা গেছেন। আর যারা যারা আল্লাহর আবেদ, খোদার আশেক, তারা জেনে রাখো আল্লাহ চিরঞ্জীব, মওত কখনো তার হবে না।'

আহ! কি কঠিন দৃশ্য! এই দৃশ্যের চেয়ে কঠিন কোন দৃশ্য কোন মুমিনের জন্য হতে পারে না। মুমিনের অন্তর ক্ষতবিক্ষত এই দৃশ্য যখন কল্পনা করে।

রাসূল (সা.) এর ওফাতের তারিখ

ঘটনাটি ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়ালের। এটি প্রসিদ্ধ মত। কোন কোন বর্ণনা মতে ২ রবিউল আওয়াল। দিনটি ছিল সোমবার। সুবহে সাদিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম বসা। সবার চাহনি এক দিকে। এক লক্ষ্যে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপলক চাহনি নিয়ে, কেউ বসা। কেউ দাড়াঁনো। কেউ কান্নায়। কেউ কাতর হয়ে শুয়ে আছেন মসজিদের নববীর মেঝেতে। সবাই নির্বাক, নিশ্চল, নিথর ও নিস্তব্ধ। বিরহের এ বীভৎস চিত্র বর্ণনা করার জন্যে কোন কবির কবিতা, কোন শিল্পীর তুলি, কিংবা কোন ভাষার শব্দমালা যথেষ্ট নয়।

বসন্তের দোলায়িত সমীরণ, গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ, বর্ষার অঝোর বর্ষণ, শরতের কাশফুলের হাসির স্পন্দন, হেমন্তের দলবদ্ধ পাখ-পাখালির কূজন এবং শীতের স্বচ্ছ শিশিরদানার রূপালী চমক দর্শন, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্ট, আহ্লাদ-বেদনা, সব মুহূর্তেই কেটে গেলো রাসূলের সান্নিধ্যে তাদের সুদীর্ঘ ২৩টি বছর। আজ রাসূল মৃত্যুশয্যায়। তিনি হয়তো চলে যাবেন। চলে যাবেন আমাদেরকে ছেড়ে। কখনো সেই মিম্বারে দাঁড়াবেন না। আমাদের সামনে কথা বলবেন না। জীবন চলার পথেয় বাতলে বলে দিবেন না। সব কল্পনায় ভাসছে আর অঝোর ধারায় কান্না আসছে! এ কান্না তো থামার নয়। বন্ধ করা তো দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। স্মৃতির ডানায় ভর করে সবাই ভাসছেন কল্পনার রাজ্যে।

মৃত্যুযন্ত্রণা

শুরু হলো মৃত্যুযন্ত্রণা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাহিরে অপেক্ষমান। সবার চোখের চাহনি এখন রাসূলের হুজরার দিকে। বেকারার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একটি আনন্দদায়ক ও স্বস্তির সংবাদের আশায়। ভেতরে হজরত আয়েশা (রা.)। তেমন কোন শান্তনার সংবাদ বাহিরে আসছে না। উৎকণ্ঠা আর চাপা কান্না সবার চোখে-মুখে।

আয়েশা (রা.) বলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) সেখানে আসলেন। তার হাতে ছিলো একটি মিসওয়াক। রাসূল তখন আমার শরীরে হেলান দেওয়া অবস্থায় ভর করে আছেন। তিনি মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য কি মিসওয়াক নেবো? তিনি মাথা নেড়ে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর আমি মিসওয়াক নিয়ে তার জন্য নরম করে দিলাম। তিনি খুব সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। সামনে রাখা পানির পাত্রে তিনি হাত ডুবিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা একটি কঠিন ব্যাপার।' (সহিহ বুখারী ২ / ৬৪০)

মিসওয়াক করা শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তার দুই ঠোঁট নড়ে উঠলো। তিনি বলছিলেন 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা কঠিন ব্যাপার।' মিসওয়াক করার তিনি দুআ করছিলেন- 'হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিগণ; যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছো। আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! তুমি রফীকে আ'লা।' (সহিহ বুখারী ২ / ২৩৮-৬৪১)

সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিলো তেষট্টি বছর চার দিন। এখন সূর্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। ক্রমেই সূর্য প্রখর হয়ে উঠছে। তিনি পরম সত্য মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুহূর্তেই চারদিকে দুঃখের আধার ছড়িয়ে গেল। কোথাও স্বস্তির আলোটুকু দেখা যাচ্ছে না।

দুঃখ বেদনার অতল সাগরে ডুবে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। হৃদয়কে বিদীর্ণকারী এ খবর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মদিনাবাসী দুঃখের অতল সাগরে তলিয়ে যান। আনাস (রা.) বলেন, যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, সেদিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখিনি এবং যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সেদিনের মতো শোক ও অন্ধকার দিন আর দেখিনি।

ফাতেমা (রা.) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, 'হায় আব্বাজান! আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! যার ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আব্বাজান! জিবরাঈল আ. কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাই।'

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) তখন ইয়ামেনে। তিনি প্রতিদিনের রুটিন মত বিশ্রাম করতে গেলেন। শুয়ে পড়লেন। কয়েক মাস আগেই মাত্র মদিনা থেকে এখানে এসেছেন। ইচ্ছা ছিলো না মদিনা ছাড়ার। কিন্তু কিছুই করার নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ।

হঠাৎ একটি আওয়াজ আসলো কানে 'মুয়াজ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে আর তুমি জীবনের মজা নিচ্ছো'। ধড়ফড় করে লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন তিনি। যেনো কেয়ামতের শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হয়ে গেছে। ঘর থেকে বের হয়ে সানআর অলিতে গলিতে দৌড়াতে থাকলেন আর চিৎকার করতে লাগলেন, 'হে ইয়ামানবাসী! আমাকে যেতে দাও, এ কী দিন দেখতে হলো আমার আঁকার দরবার ছেড়ে এ কোথায় আমি পড়ে রইলাম'!

ইয়ামানবাসী জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে মুয়াজ? মুয়াজ (রা.) এর তখন কোনো হুশ নেই। তিনি কোনো উত্তর না দিয়েই ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন মদিনার পানে।

মদিনায় এসে আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর ঘরে গেলেন। নিজের পরিচয় দিলেন এবং শোক প্রকাশ করলেন। আয়েশা (রা.) তখন বললেন, 'মুয়াজ! তুমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ সময়গুলো স্বচক্ষে দেখতে তাহলে এই দুনিয়ার জীবন তোমার যতই দীর্ঘ হতো না কেনো, কখনোই তা আর ভালো মনে হতো না'। হজরত আয়েশা (রা.) এর মুখে এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুয়াজ (রা.) অজ্ঞান হয়ে যান!

হজরত উসমান (রা.) যখন ওফাতের খবর শুনলেন মনে হলো তিনি বধির হয়ে গেছেন! হজরত আলী (রা.) যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে গেলেন। হজরত ওমরের মত শক্ত দিলের সাহাবী যেনো দেমাগ খুইয়ে ফেললেন! চিৎকার করে ঘোষণা দিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়নি। তিনি তার রবের রবের সাথে সাক্ষাতে গেছেন। দ্রুতই ফিরে এসে যারা মৃত্যুর সংবাদ ছড়াচ্ছেন তাদের হাত-পা কেটে দিবেন।

আহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে নেই। একটু কল্পনা করে দেখুন এই সংবাদে সাহাবাদের কি অবস্থা হয়েছিল! সিরাত পাঠ মধুর হলেও রাসূলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে এই অংশটুকুতে আসলে অন্তর এমনভাবে মোচড় দিয়ে উঠে, মনে হয় কী জানি হারিয়ে ফেলেছি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতোটা ভালবাসতেন তা এই অবস্থা থেকেই ফুটে উঠে। নিজের জীবনের চেয়েও নবীজিকে তারা বেশী ভালোবাসতেন।

তাই আসুন আমরা সাহাবায়ে কেরামের (রা.) এর মত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে শিখি। বেশী বেশী তার সিরাত পাঠ করি। সিরাত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমগ্র জীবন। তার উত্তম চরিত্র, সামাজিক কাজ-কর্ম, রাষ্ট্রপরিচালনা ও পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে সিরাত। মানব সমাজের উন্নতি, সামাজিক, সাংস্কৃতি, আর্থিক এবং চারিত্রিক সকল ক্ষেত্রে গৌরবময় উত্তরণের একমাত্র পথ হলো প্রিয় নবীর প্রধাঙ্ক অনুসরণ করা। প্রিয় নবীর আদর্শহীন কোনো জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে সমাদৃত হতে পারে না।

এ জন্য আজকের এই করুন ও অবক্ষয় মুহূর্তেও যদি মুসলিম উম্মাহ্ ফিরে পেতে চায় তাদের হারানো অতীত। তাহলে তাদেরকে আজ ফিরে যেতে হবে সিরাতে। সিরাতের আলোতে। সিরাতের আলোকছটা মাখতে হবে গায়ে।

আমরা আল্লাহর বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক। তার রেখে যাওয়া কাজ আমাদের উপর তার অর্পিত আদেশ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেনো এই দায়িত্ব পালন করার তাওফিক দান করেন। আমিন

আবে হায়াত আসলে কী?

প্রশ্ন: আমার জানার বিষয় হলোড় আবে হায়াত কী? লোকমুখে এ সম্পর্কে অনেক কাহিনি শুনে থাকি। যেমন আবে হায়াতের পানি পান করলে নাকি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

হজরত খিজির (আ) নাকি এই পানি পান করেছেন, তাই তিনি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। এগুলো কি সত্য? কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তর: খিজির (আ) সম্পর্কে সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে নানা চটকদার ঘটনা বিস্তার লাভ করেছে। সেসবের মধ্যে অন্যতম হলোড় 'আবে হায়াত তত্ত্ব'। যে পানি পান করলে মৃত্যু হয় না, অমরত্ব লাভ করা যায়, তার নাম আবে হায়াত।

সংক্ষেপে আবে হায়াত শব্দের অর্থ জীবনবারি, অমৃতবারি।

'মাউল হায়াত' অথবা 'আবে হায়াত' বলে যে কথাগুলো প্রচলিত আছে এর কোনো অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই। এমন আবে হায়াত সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও আকিদা ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

কুরআনুল কারিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেড় (হে নবী!) আমি তোমার আগেও কোনো মানুষের জন্য চিরদিন বেঁচে থাকার ফায়সালা করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (আল আম্বিয়া- ৩৪)

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি, এবং তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (আল আম্বিয়া - ৩৫)

যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকরা আবে হায়াত নিয়ে নানা কাহিনি রচনা করেছেন। খিজির (আ) এসব কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু। এসব কাহিনিতে দেখানো হয়েছে যে, তিনি আবে হায়াত পান করে অমরত্ব লাভ করেছেন। এর মাধ্যমে দুনিয়ায় জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন!

খিজির (আ)-এর পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম উচ্চারিত হয়। তিনি হলেন বাদশাহ জুলকারনাইন। কেউ কেউ বলেন, খিজির (আ) ছিলেন জুলকারনাইনের খালাতো ভাই। পবিত্র কুরআনে খিজির (আ) ও মুসা (আ)-এর ঘটনার পর পরই জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে কথিত এই আবে হায়াতের কথা কুরআন ও হাদিসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আবে হায়াত সম্পর্কিত ঘটনাটি এমনড় বাদশাহ জুলকারনাইনের রাজদরবারে থাকতেন খিজির (আ)। তিনি আবে হায়াত সম্পর্কে জানতেন। একদিন তিনি বাদশাহকে জানালেন যে সাগরের ওপারে একটি অন্ধকার দেশ আছে। সেখানে সারাক্ষণ অন্ধকার থাকে।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৮.১০.২৪ শুক্রবার	5:11	6:41	01:45	5:05	7:06	8:45
১৯.১০.২৪ শনিবার	5:13	6:43	01:30	5:03	7:03	8:45
২০.১০.২৪ রবিবার	5:15	6:44	01:30	5:01	7:01	8:45
২১.১০.২৪ সোমবার	5:17	6:46	01:30	4:59	6:59	8:30
২২.১০.২৪ মঙ্গলবার	5:19	6:48	01:30	4:57	6:56	8:30
২৩.১০.২৪ বুধবার	5:21	6:49	01:30	4:55	6:54	8:30
২৪.১০.২৪ বৃহস্পতিবার	5:23	6:51	01:30	4:53	6:52	8:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

দেশে ফিরছেন সাকিব

পোস্ট ডেস্ক : দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাকিব আল হাসানের ফেরা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে দেশে ফিরছেন দেশের সেরা অলরাউন্ডার। পাশাপাশি, সাকিব এবারের বিপিএলেও অংশ নেবেন।

বিপিএলের ১১তম আসরে সাকিবকে দলে নিয়েছে চিটাগাং কিংস। সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে তাকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। নিলাম শেষে সাকিবের খেলা নিশ্চিত করার বিষয়ে জানতে চাইলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরই তাকে চুক্তিতে যুক্ত করা হয়েছে।

চিটাগাং কিংসের মালিক সাব্বির জানিয়েছেন, 'আমরা সাকিবের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি। বাংলাদেশে খেলার অনুমতি নিশ্চিত হওয়ার পরই তার সঙ্গে চুক্তি করেছি। এছাড়া, রংপুরের সাথেও আলোচনা করে নিশ্চিত হয়েছি যে সাকিবের সঙ্গে তাদের কোনো চুক্তিগত জটিলতা নেই। সব দিক থেকেই সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই আমরা তাকে দলে নিয়েছি। আশা করছি, তার অংশগ্রহণে কোনো সমস্যা হবে না।'

বর্তমানে সাকিব যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করছেন। নিলামেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে দূর থেকে চট্টগ্রামের দল গঠনে সহায়তা করেছেন এই তারকা ক্রিকেটার।

সাব্বির আরও বলেন, 'সাকিব দেশের বাইরে থাকায় নিলামে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু দল গঠনে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে। আমরা তার দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী নিলামে অংশ নিয়েছি। সম্মিলিত পরিকল্পনায় দল সাজাতে পেরেছি এবং প্রত্যাশিত খেলোয়াড়দের দলে ভিড়িয়েছি। চিটাগাং কিংস গত ১০ বছর ধরে বিপিএলে অংশ নিচ্ছে। এবারও আমরা বেশ উৎসাহ নিয়ে মাঠে নামছি এবং আশা করছি, সবার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব।'

মেসির হ্যাটট্রিকের রেকর্ড

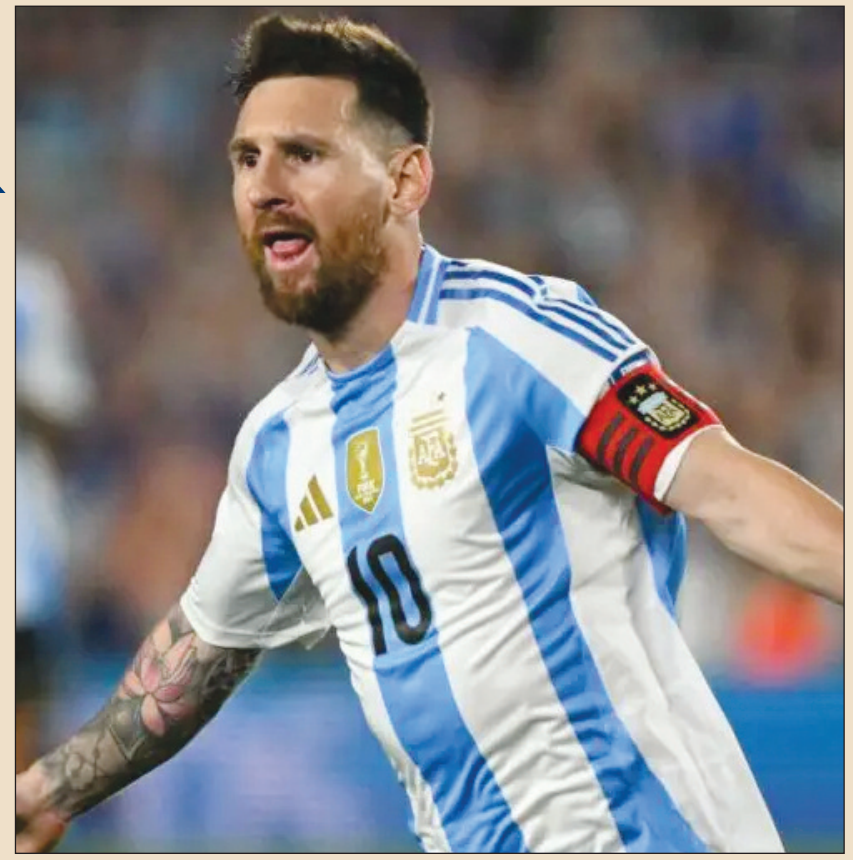

বাতাসে গাছের পাতা যেমন নড়ে, তেমনি লিওনেল মেসিও মাঠে নামলে রেকর্ড বইয়ে নড়চড় হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজ যেমন বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামেও রেকর্ড বই ওলট-পালট করলেন মেসি। বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৬-০ গোলের জয়ে মেসি করেছেন হ্যাটট্রিক। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও দুটি গোল। দেশের হয়ে সর্বোচ্চ হ্যাটট্রিকে রোনালদোকেও ছুঁয়ে ফেললেন মেসি। এমন ম্যাচের পর পরিসংখ্যানের পাতায় মেসি কতটা উঠলেন, কোথায় বসলেন কিংবা কোথায়-ই বা তাঁর জায়গা হলো-আসুন দেখে নিই।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১০ম হ্যাটট্রিক করলেন মেসি। এর মধ্য দিয়ে রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ২০২১ সালে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে পর্তুগালের ৫-০ গোলের জয়ে দেশের জার্সিতে ১০ম হ্যাটট্রিক করেছিলেন রোনালদো। ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সেটা ছিল প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০টি হ্যাটট্রিকের নজির। সুইডেনের সভেন রিডেলের ৯ হ্যাটট্রিকের রেকর্ড ভেঙেছিলেন রোনালদো। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১২টি হ্যাটট্রিক যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক স্ট্রাইকার অ্যালেক্স মরগানের।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৩৩ গোল নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বলিভিয়ার বিপক্ষে আজ হ্যাটট্রিক করে আর্জেন্টিনার হয়ে নিজের গোলসংখ্যা ১১২-তে উন্নীত করলেন লিওনেল মেসি। ১৮৯ ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা ১১২। রোনালদো ১৩৩ গোল করতে খেলেছেন ২১৬ ম্যাচ। ১৪৮ ম্যাচে ১০৮ গোল নিয়ে তৃতীয় ইরানের সাবেক ফরোয়ার্ড আলী দাইয়ি।

ক্লাব ও দেশের হয়ে মোট ৫৮টি হ্যাটট্রিক মেসির। এখনো খেলে যাওয়া ফুটবলারদের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ৬৬ হ্যাটট্রিক নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে রোনালদো। তবে হ্যাটট্রিকে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ডটি সম্ভবত ছুঁতে পারবেন না মেসি-রোনালদো। পেশাদার ফুটবলে ১০০-এর বেশি হ্যাটট্রিক রয়েছে তিন ফুটবলারের-জার্মানির আরউইন হেলমশেন (১৪১+), অস্ট্রিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের হয়ে খেলা জোসেফ বাইকান (১০১+) ও হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক ডিক (১০০+)।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বশেষ কোনো ম্যাচে কোনো খেলোয়াড়ের নূন্যতম ৪ গোলে সরাসরি অবদান দেখা গিয়েছিল ১৩ বছর আগে। ২০১১ সালে চিলির বিপক্ষে একাই ৪ গোল করেছিলেন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ। তারপর আজ ৩ গোল করার পাশাপাশি ২টি গোলও করালেন মেসি।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৩টি হ্যাটট্রিক করলেন মেসি। ২টি হ্যাটট্রিক করেছেন বলিভিয়ার বিপক্ষে, ১টি ইকুয়েডরের বিপক্ষে।

মেসির আগে দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে কোনো খেলোয়াড়ের হ্যাটট্রিক এবং ২টি গোল করানোর সর্বশেষ নজির দেখা গেছে ১৫ বছর আগে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিলে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৬-১ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে ২টি গোলও করিয়েছিলেন বলিভিয়ার হোয়াকিন বোতেরো।

জয়ে ফিরলো ইংল্যান্ড শীর্ষেই গ্রিস

পোস্ট ডেস্ক : ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে রোববার রাতে ৩-১ গোলের জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। কিন্তু শীর্ষ দল গ্রিসের সঙ্গে ফারাক কমেনি। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ ধাপ নিচে থাকা গ্রিস এখনো নেশন্স লীগের বি গ্রুপের শীর্ষে। রোববার রাতে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারায় গ্রিস।

ফিনল্যান্ডের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে দীর্ঘ ২৪ বছর পর খেলতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। চোট থেকে ফিরেই থ্রি লায়নদের জয়ে ফেরালেন জ্যাক গ্রিলিশ। নিজে গোল করার পাশাপাশি করলেন সেকেন্ড অ্যাসিস্টও।

গ্রুপের শীর্ষে থাকা গ্রিসের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে মাঠে ফেরে ইংলিশরা। দলে ৬ পরিবর্তন আনেন অন্তবর্তী কোচ লি কার্সলি। এই জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমার দায়িত্ব ছিল ছয়টি খেলা এবং আমি এতে খুশি।' নিজেকে এই পদের জন্য পারফেক্ট কোচ মনে করেন না কার্সলি। তিনি বলেন, 'থ্রি লায়ন্সের কোচের কাজটি একজন বিশ্বমানের ম্যানেজারের প্রাপ্য যিনি বেশ ক'টি ট্রফি জিতেছেন। অবশ্যই আমি এই কোচিং নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ নই। যে খেলোয়াড়দের পেয়েছি, আমরা জেতার সত্যিকারের সুযোগ পেয়েছি।' ম্যাচের প্রথমার্ধের ১৮তম মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গ্রিলিশ সফরকারীদের এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। ৮৪ তম মিনিটে ডেকলান রাইস গোল করেন। ৮৭ তম মিনিটে স্বাগতিকদের পরাজয়ের ব্যবধান কমান আর্তু হসকনেন।

অন্যদিকে আইরিশদের হারাতে বেগ

পেতে হয়নি গ্রিকদের। ৪৮তম মিনিটে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগের রানার্সআপ প্যানাথিনাইকোসের খেলোয়াড় আনাসতাসিওস বাকাসেতাস গোল করে গ্রিসকে এগিয়ে দেন। ৯১ তম মিনিটে গ্রিস সুপার লীগের সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন এইকে এথেন্সের মিডফিল্ডর পেট্রোস মনতালোস আরেক গোল করে জয়ের ব্যবধান বাড়ান। গ্রিস জেতে ২-০ গোলে।

তিন দিন আগে ওয়েম্বলিতে গ্রিসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারা ম্যাচের একাদশে বড়সড় পরিবর্তন আনেন কার্সলি। চোট কাটিয়ে ফেরেন হ্যারি কেইন ও জ্যাক গ্রিলিশ। গ্রিলিশ তো গ্যারেথ সাউথগেটের সময় ব্রাত্যই ছিলেন। ২০২০ সালের পর প্রথমবার ইংল্যান্ডের গোলপোস্ট সামলানোর দায়িত্ব পান ডিন হেন্ডারসন। ইংল্যান্ডের আগের ম্যানেজার সাউথগেটের কোচিংয়ে ৩৬ ম্যাচে ২ গোল করা গ্রিলিশ কার্সলির কোচিংয়ে ৩ ম্যাচেই করলেন ২টি, আর দুটিই অ্যাওয়ে ম্যাচে। ফিনল্যান্ডের ৮ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল, দুটিই অনায়াসে ঠেকান হেন্ডারসন।

আসরে চার ম্যাচে ৩ জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' লীগের দুই নম্বর গ্রুপে দুইয়ে আছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪ নম্বরে থাকা ইংল্যান্ড। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গ্রিস, কোনো ম্যাচেই হারেনি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৮ নম্বরে থাকা দলটি। বি গ্রুপে তিনে আছে আইরিশরা। চার ম্যাচেই হেরে তলানিতে ফিনল্যান্ড।

৯৬ গোল করলে হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করবেন রোনালদো

পোস্ট ডেস্ক : উয়েফা নেশন্স লিগের গ্রুপ 'এ'-এর নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে পর্তুগাল। সেই ম্যাচে পোলিশদের ৩-১ গোলে হারিয়ে জয় তুলে নেয় রোনালদোর দল। তাতে গ্রুপ পর্বের প্রথম তিন ম্যাচ জিতে সবার ওপরে অবস্থান করছে পর্তুগিজরা। অন্যদিকে পর্তুগালের কাছে হারে দ্বিতীয় রাউন্ড খেলার দৌড়ে কিছুটা পিছিয়ে লেভানদভস্কির দল।

আর ৯৬ গোল করলে ইতিহাসের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ১ হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করবেন এই পর্তুগিজ কিংবদন্তি। এই ম্যাচের মাঠে ডুকে পড়েন এক রোনালদো ভক্ত। তুলতে চান সেলফি। মাঠেই সেই ভক্তের আবদার মেটান সিআর-সেভেন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৭৮ মিনিটে পোল্যান্ডের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন পিওতর জেলিনস্কি। তার গোলে হারের ব্যবধান কমালেও পূর্ণ তিন পয়েন্ট হারিয়ে মাঠ ছাড়ে পোলিশরা। এছাড়াও ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে পোল্যান্ড। তাতেই হারের ব্যবধানটা আরও বাড়ে। মাঠ ছাড়ে ৩-১ গোলের হারের স্বাদ নিয়ে।

বার্সেলোনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন আগুয়েরো

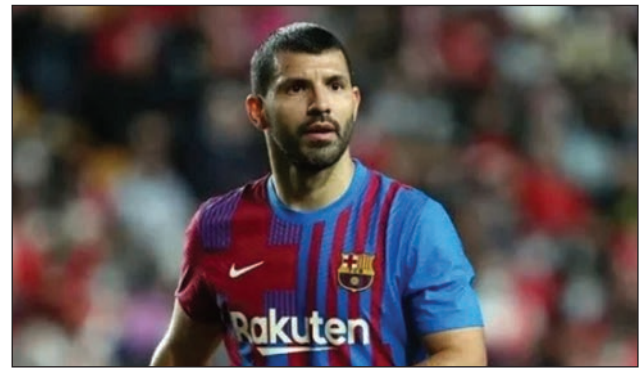

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি থেকে দুই বছরের চুক্তিতে ২০২১ সালে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা সার্জিও আগুয়েরো। তবে হার্টের সমস্যার কারণে তিনি পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নিতে একপ্রকার বাধ্য হন তিনি। কাতালানদের হয়ে মাত্র পাঁচ ম্যাচে মাঠে নামেন তিনি। সেই সময় তার চুক্তি বাতিলের পর পাওনা বাকি উল্লেখ করে স্প্যানিশ ক্লাবটির বিরুদ্ধে স্পেনের আদালতে মামলা করেছেন আগুয়েরো।

সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বার্সার কাছে প্রায় ৩২ লাখ মার্কিন ডলার (৩০ লাখ ইউরো) পাওনা দাবি করেছেন সাবেক এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। ২০২৩-২৪ মৌসুম নিয়ে বার্সার একটি আর্থিক প্রতিবেদনে এমনটা জানা গেছে।

ক্লাবটির প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে মোটা অঙ্কের এই অর্থ পেতে গত ২৯ মে মামলা করেন আগুয়েরো। তার দাবি সমঝোতার ভিত্তিতে অগ্রিম চুক্তি বাতিলের কারণে তিনি ওই পরিমাণ অর্থ পান। আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য বিবেচিত সময়টুকু (২১ জুন) পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়নি। ক্লাব এখন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য স্থানীয় আদালতের নির্দেশনার অপেক্ষা করছে।

বিকারগ্রস্ত রাজনীতির অবসান হোক

- ১০ পাতার পর

অথচ বিকল্প পাওয়া দুষ্কর। যারা পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত বলে দাবি করবে, তারা সবাই যে পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত, তাও নয়। সাদামাটা বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না, এ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাজটা এত সহজ নয়। এর মধ্যে একটা দা ল্লাল শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে বা হবে, যারা অন্তর্বর্তী সরকারের নাম বিক্রি করে টাকা কামাতে সচেষ্ট থাকবে। অতীতের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে। আবার অসংখ্য সমন্বয়কের সবাই যে তার সঙ্গে কাজ করবে, এমনটিও নাও হতে পারে। সব দোষ গিয়ে পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। 'যা কিছু হারাক, কেষ্ট বেটাই চোর' বলে প্রতীয়মান হবে। এসব ক্ষেত্রে শূন্য ল্লা ফিরিয়ে আনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া উপদেষ্টামণ্ডলীকে একজোট হয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বেশি বলে মনে হচ্ছে। সময় ল্লাগলেও এই বিকারগ্রস্ত রাজনীতি থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জীবনে দেশ সংস্কার ও গড়ার সুযোগ দেখে মরার সৌভাগ্য আর হবে না। অনেক রাজনীতিকও আছেন, যাদের বয়স হয়েছে। যদি দেশকে কল্যাণ-রাষ্ট্র বানাতে চান, নিজের ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়াকে ত্যাগ করুন, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করুন। অন্যকিছু না হোক, অন্তত আঠারো কোটি মানুষের মুক্তির সওয়াবের ভাগীদার হবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেক সদস্যকে সে মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত ইজমকে পরিহার করতে হবে। সবকিছু আর কিছুদিন পরেই জনসাধারণের চোখে ধরা পড়বে।

আমি গ্রামের মানুষ। প্রচণ্ড খরায় কখনো ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধানগাছ মরমর অবস্থায় পৌঁছে যায়। খেতে পরিমিত পানির দরকার হয়। সে সময় পরিমিত পানির পরিবর্তে বন্যার ঢেউ-খে ল্লানো পানির তোড় হঠাৎ খেতে প্রবেশ করলে ধানগাছগুলোর মরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশি পানিতে চারাগাছ পচে যায়। সরকার বেশি উদার গণতন্ত্র হঠাৎ দেশে চালু করে দিলে বিষয়টা তেমনই দাঁড়াবে। জনগোষ্ঠীকে আগে গণতন্ত্রে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, সুশিক্ষিত করতে হবে। গণতন্ত্রের দড়ি আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। গণতন্ত্রের বদৌলতে কোনো অপশক্তি দেশের ঘাড়ে চেপে বসলেই আবার বিপদ। হঠাৎ অতি ভালো ভালো নয়। শরীরের যে অংশটা পচে নষ্ট হয়ে গেছে, পরীক্ষাতেও তা ধরা পড়লে সেটাকে কেটে অঙ্গচ্ছেদ করে ফে ল্লাই যৌক্তিক। যার গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না, তার নাম আতর আলী বলে ডাকার কোনো মানে হয় না। চর দখলের মতো দেশ দখল করে লুটপাট ও দেশ বিক্রি যাদের স্বভাব, তাদের অস্তিত্বকে রাজনৈতিক দল নাম না দিয়ে দুর্বৃত্তগোষ্ঠী ব ল্লাই সমীচীন। এরা রাজনৈতিক দল দেশের কলঙ্ক, তা সে যে দলই হোক না কেন। যে কোনো অন্যায় ও অপরাধকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এখানে উদারতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। পতিত রাজনৈতিক দল জাত ক্রিমিনাল প্রমাণিত; তবে অন্যসব দলই যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও নয়। বিষ্ঠার উভয় পিঠই দুর্গন্ধযুক্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়গুলো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করা যেতে পারে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান দেখতে পাচ্ছি না। এতে ভবিষ্যৎ পরিবেশ সংশয়াকুল থেকে যাচ্ছে, তা যে দল যত উঁচু গ ল্লায় কথা বলুক না কেন।

আইন ও সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে সংস্কারই সবকিছু নয়; সঠিক বাস্তবায়ন এদেশে বড় সমস্যা। আংশিক বাস্তবায়ন সংস্কার না করার শামিল। বাস্তবায়ন করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা। আমার দেখা চোখে কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বল উজাড় হবে বলে আমার বিশ্বাস। 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমা ল্লা'র প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপক দুর্নীতি ঢুকে গেছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই; সরকারদলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে গেছে। বেশকিছু এমপিওভুক্ত স্কুলশিক্ষক আমার কাছে অনেকদিন ধরে ফোন করে বলছেন যে, তাদের অবসর সুবিধা পেতে ইচ্ছাকৃতভাবে যারপরনাই দেরি করা হচ্ছে, অনেক টাকা দাবি করা হচ্ছে। নইলে বিভিন্ন ছুতায় ফাইল ফেলে রাখা হয়। এদের দেখার কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট মহল তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করলে অসহায় কিছু শিক্ষক শেষ বয়সে এসে বড়ই উপকৃত হন। আবার সেই ল্লালনের গান গাইতে হচ্ছে, 'সময় গেলে সাধন হবে না, দিন থাকতে দ্বীনের সাধন কেন জানলে না, সময় গেলে...'।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্যারিস ফ্যাস্টিবল এবং একজন মুহিবুর রহমান মুহিব

এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল

সারাবিশ্বে অবস্থানকারী সিলেটিদের একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য একটি সংগঠন গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যুক্তরাজ্য জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও অসংখ্য সংগঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা মুহিবুর রহমান মুহিব। উদ্দেশ্য একটিই সিলেটের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়, অবহেলিত অঞ্চলের কাঙ্খিত উন্নয়ন এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সেবা করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সরকারের সাথে ভালো কর্মে অংশ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী কমিউনিটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এ রকম ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। সকলের সাথে পরামর্শ করে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' নামক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটান।

২০২৩ইং সনে লন্ডনে সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয় 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র প্রথম সম্মেলন। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত সিলেটি এসে যোগদান করে মুহিবুর রহমান মুহিবের সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। অভিজাত একটি হলে আয়োজিত সম্মেলনে যুক্তরাজ্যে শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থেকে মুহিবুর রহমান মুহিবের কর্মের প্রশংসা করেন এবং নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় দেশ ও বিদেশের কমিউনিটির জন্য কাজ করেন এমন জনবান্ধব নেতাদের।

'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' গঠনের পর সারাবিশ্বে অবস্থানরত সিলেটিদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। নিন্দুকেরা সমালোচনায় মেতে উঠলেও বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি, কারণ সমাজে এখনো ভালো কর্মের প্রশংসা করার মতো লোকজন রয়েছেন। তাই অল্প দিনেই 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

'লন্ডন ফ্যাস্টিবলে' ঘোষণা দেওয়া হয় চলতি বছরে ফ্রান্সে বিশাল আকারে প্যারিস ফ্যাস্টিবল অনুষ্ঠানের। সেই মোতাবেক ফ্রান্সের কমিটিও কাজ শুরু করে। তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে 'প্যারিস ফ্যাস্টিবল'। আমন্ত্রন পত্র প্রেরণ করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আমন্ত্রন পাঠানো হয়।

'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী হিসেবে আমাকেও আমন্ত্রন দেওয়া হয়। সাথে সহকর্মী ও চ্যানেল এস এর সিলেট অফিস প্রধান মঈন উদ্দিন মঞ্জুও আমন্ত্রন গ্রহণ করেন।

একটু পেছনের দিকে যেতে হচ্ছে। 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রপত্র পৌঁছে দেন জুন মাসে। সে সময় দেশে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায়। তাই সরকারের মন্ত্রী, এমপি থেকে শুরু করে দলীয় প্রটোকলে অনেক নেতাকে আমন্ত্রন জানানো হয়। পরবর্তীতে দেশের পট-পরিবর্তনের কারণে এসব নেতারা ভিসা প্রাপ্তির পরও সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি অনেককে আবার অনুষ্ঠানে না যাওয়ার জন্য বলা হয়।

সকল আয়োজন সম্পন্নের পর দেশের পট-পরিবর্তন! তারপর কি মুহিবুর রহমান মুহিব থেমে থাকবেন? না তিনি নাছুড়বান্দা। অনুষ্ঠান করতেই হবে। তাই তিনি ভিন্ন ভাবে আয়োজন সাজানোর উদ্যোগ নেন এবং সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ঘোষনা দেন। আমেরিকা থেকে সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, বাংলাদেশ থেকে আমি এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল, মঈন উদ্দিন মঞ্জুসহ কেন্দ্রীয় কমিটির ক'জন নেতা এবং সারা বিশ্বের নেতারা সেখানে পৌঁছান।

লন্ডন থেকে পৌছান কেয়ার টেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর ড: সুফিয়া রহমান, লন্ডন ব্যুরো অফ টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিল এর স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন'র ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আসহাব উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইকবাল আহমদ এমবিএ, চ্যানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, এন টিভি ইউকের সিইও সাব্রিনা হোসেন, এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন এর চেয়ারম্যান ইয়াওর খান, সিলেট ন্যাশনাল হার্ড ফান্ডেশন এর ইউকে'র সেক্রেটারি মনসুর খান, ইতালি জালালাবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অলি উদ্দিন শামিম, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফয়জুল হক, সেক্রেটারী মিতু চৌধুরী, ক্রয়ডন কাউন্সিল এর সাবেক মেয়র কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স এর প্রধান উপদেষ্টা ছালেহ আহমদ চৌধুরী, শাহ জামাল আহমেদ, জাকির হোসেন, তাইজুল ফয়েজ, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ হাজী কাওছার, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র সেক্রেটারি সৈয়দ সাদেক আহমেদ, সংগঠনের সহ-সভাপতি কবি ও সাহিত্যিক আবুল কালাম আজাদ ছুটন, সহ সভাপতি সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সহ সভাপতি কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, সহ সভাপতি আসিকুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আবদুল অদুদ দীপক, আবুল হোসেন, সেলিম আলম আলী, সংগঠনিক সম্পাদক মিজু চৌধুরী, এম কে জামান জুয়েল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ট্রেজারার সাংবাদিক ইব্রাহিম খলিল, সাংবাদিক আব্বাস উজ্জামান, সংগঠনের অফিস সেক্রেটারি মুসতাক আহমেদ, সাজানুর রাজা, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আক্তার আলী, ইয়ুথ ও স্পোর্টস সেক্রেটারি আলা উদ্দিন, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন এর সভাপতি আমিন আলী রফিক, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমানসহ আরো অনেকে।

এদিকে ২৫ সেপ্টেম্বর আমরা ইতালি পৌছে ৩ দিন সেখানে অবস্থান করি এবং ইতালির কমিউনিটি নেতাদের সাথে মত বিনিময়ে মিলিত হয়ে আমাদের সংগঠনের এই আয়োজনের বিষয়বস্তু সকলকে অবহিত করি এবং সেখানকার কৃষ্টি কালচার দেখতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করি। এ জন্য ছোট ভাই ইতালির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামিলকে ধন্যবাদ জানাই। ২৮ তারিখ আমি আর মঈন উদ্দিন মঞ্জু প্যারিস বিমান বন্দরে পৌছালে সংগঠনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব আমাদের অভ্যর্থনা জানান।

আমাদের ইতালি অবস্থানের পর থেকে সংগঠনের অভিভাবক যার অনুপ্রেরণায় আমাদের পথচলা সেই মহৎ ব্যক্তি মুহিবুর রহমান মুহিব খোঁজ খবর নিয়েছেন সব সময়। এরই মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা অনুষ্ঠান যাতে সফল না হয় সে জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে দেন। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্ঠা করেন কিন্তু মুহিবুর রহমান মুহিব এসবে কাঁন না দিয়ে ঠান্ডা মস্তিস্কে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন এবং একটি সফল অনুষ্ঠান প্যারিসবাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হন।

'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' এর প্যারিস কমিটির সভাপতি ফয়সল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান এই আয়োজনকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। প্যারিসে এই অনুষ্ঠান বানচাল করতে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল!

২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠান স্থলে আমাদেরকে নিজেই নিয়ে যান মুহিবুর রহমান মুহিব ভাই। সঠিক সময়ের মধ্যে দর্শক আর অভ্যাগত অতিথিদের পদচারণায় মুখোরিত হয়ে উঠে অনুষ্ঠানস্থল। বক্তব্য, স্মৃতিচারণ আর মুহিবুর রহমান মুহিব ভাইয়ের বক্তব্যে সিলেটিদের আনুষ্ঠানে 'সিলেটি মাত মাতইন যেন' এই আহবানে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল 'আমরা হক্কল সিলেটির' মেল বন্ধন এ রকমই হয়ে যায়।

সবশেষে একটি কথা বলতে হচ্ছে, সঠিক নেতৃত্ব পেলে একটি সংগঠন সমাজের উন্নয়নে অনেক কিছু করতে পারে। তাই নেতৃত্বকে বাঁচিয়ে না রেখে হিংসাত্মক মন মানষিকতা নিয়ে গলাটিপে হত্যার পরিকল্পনা না করে যার যার যার অবস্থান থেকে একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' সমাজ উন্নয়নে আরো এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা রইল।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Labour exploring 'separate Scottish visa' to attract migrant workers

Post Desk: LABOUR ministers are reportedly exploring a new Scottish immigration visa to attract migrant workers.

In a Westminster Hall debate on Tuesday, MP for Glasgow East John Grady said the party wanted to bring more workers to Scotland and suggested that the new UK Government may be working on proposals.

The Times later reported that this included proposals for a separate Scottish visa.

A Home Office spokesperson, however, refuted that a visa scheme was being considered.

They said: "This is not government policy and not something the Home Secretary is considering."

During the debate, Grady said: "Scottish Labour and the Labour Party are in favour of bringing talented people into Scotland, and the Scottish Government are welcome to work with us as we seek to ensure that that takes place.

"As I understand it, the Home Secretary is determined to ensure that it does, and I also understand that the migration advisory committee is looking at the issue carefully."

Grady added that Labour ministers wanted to work "productively" with the SNP on the issue.

Meanwhile, Stephen Gethins (below), the SNP MP for Arbroath and Broughty Ferry, will submit a private members bill for consideration in Westminster on Thursday – aiming to give Holyrood powers to establish such a scheme.

He said: "Before the Brexit referendum, the Brexiteers promised Scotland its own visa system and before the general election Labour figures made this commitment as well.

"Local businesses, higher education institutions and other stakeholders across Scotland are crying out for a specific Scottish system that can meet Scotland's specific migration and economic needs.

"Whilst I welcome this apparent concession from this Labour MP, we have still got a long way and I hope that Labour will keep to its commitments in a way that the Brexiteers never did."

John Swinney previously cast doubt that a new Labour Government would ultimately set up a separate Scottish visa.

Speaking before the General Election in July, he said: "I welcome it because if it's an indication of some of the practical steps that might come from intergovernmental relations with an incoming Labour government, then nobody will engage in that more strongly than me."

Swinney went on: "Let's see what happens. I'll certainly engage in that, because we need a solution like that.

"If I take you back 20 years, the previous Labour-Liberal executive brought forward a fresh talent initiative which we supported in opposition because we recognised it was something that would benefit Scotland.

"I'll work constructively to try to take forward measures like that – but just allow me to put the point forward that the Labour Party has taken a very, very hostile attitude towards migration and we'd have to see how that would work out in practice."

Children refused to see their mum and court accepted

Post Desk: A family court judge has written directly to children who refuse to see their mother to say they will be protected from further immediate litigation.

Her Honour Judge Suh made an order preventing the mother in Mother v Father from making any further applications to spend time with the children for another three years.

The judge acknowledged the mother's genuine desire to play a part in the children's lives but said they 'need a break' from adults coming to check on them and from court applications.

In a letter to the children, the judge wrote: 'I heard loud and clear that you do not want to see your Mum and you want people to stop bothering you. I take what you say seriously. I respect your views. Your welfare is my number one concern.'

She explained that the order would place a hurdle in the way of the mother coming to court again in the next three years and instead asked that she send them an email message to a bespoke address once a month which they could choose to read or not.

'The choice of whether you want [a] relationship to develop, and when, is yours'

These emails would be 'like a bridge towards a relationship with her if you want. It is up to you whether you cross that bridge'.

Finishing her letter, the judge added: 'You only ever get one Mum in your life. She loves you all so very much and misses a relationship with you greatly. She has had a difficult time and things have not been easy for her. "Well, things have not been easy for us", you might say. You are right. Both of those things are true.

'But I want you to know that you are loved by your Mum. She is not perfect. None of us are. But you should know that she came to court

not to upset you but because she genuinely does not want to lose the possibility of a relationship with you. I am clear that the choice of whether you want that relationship to develop, and when, is yours.'

The court heard that none of the four children, now aged 14, 13, 11 and nine, have seen their mother since 2018 and they have lived since 2016 with their father.

The children had rejected emails from their mother as well as gifts and videos she had sent. The judge warned forcing the children to have contact would backfire and undermine the chance of building a relationship in future.

One of the children had told a welfare officer they 'feel frustrated our mum is bothering us and taking us away from [a] happy life with our dad'. Another said that the mother 'keeps disturbing our peace'.

An earlier judgment from Her Honour Judge Atkinson had noted the central issue was whether the mother was able to commit to regular contact and whether or not she was suffering problems with her mental health. The court heard that at once stage she failed to attend three hearings in a row.

Suh HHJ told both parents it had taken 'real courage' for them to come to court and answer questions and they had both done so with 'great dignity and both clearly wanted to help me make the right decision'.

She said that a three-year order would be proportionate and necessary to allow the children to develop and mature, while leaving open the possibility of some relationship in the future. She added that the older pair would have a 'degree of respite' until they are 16 from legal proceedings.

'Their welfare is the golden thread which has been woven into this judgment and I hope they understand that I have done my very best to put their welfare first,' added the judge. Source Law Gazette

The Yunus Effect: Revitalising Bangladesh's Economy and Global Diaspora Engagement

By Shofi Ahmed

With the legendary economist and Nobel laureate, Dr. Muhammad Yunus, at the helm of the caretaker government, Bangladesh indeed finds itself at a unique and intriguing crossroads. This appointment sets the stage for transformative economic policies that could galvanise the nation's prosperity. Dr. Yunus's unrivalled expertise in social entrepreneurship and his ability to unlock economic potential in unexpected places present a fascinating narrative worth exploring.

The recent economic journey of Bangladesh has been one of quiet resilience, with foreign exchange reserves ascending to over $63.5 billion as of September 2024. This is where Dr. Yunus's story intersects with the nation's financial destiny, offering a fresh perspective on how to bolster these hard-earned gains further.

Engaging the Global Diaspora: A Wealth of Opportunities

Central to Dr. Yunus's strategy, one envisions, would be an inclusive approach to engage the diverse and widespread Bangladeshi diaspora, numbering over 15 million worldwide. This global network, particularly the established British-Bangladeshi community, carries the potential to profoundly impact the country's economic trajectory. Let's delve into some tailored initiatives:

British-Bangladeshi Allure: Dr. Yunus's administration could design bespoke investment packages that entice NRBs and British-Bangladeshis, offering favourable terms and tax incentives for substantial remittances. Recognizing their unique position and cultural affinity, these expatriates could become champions of Bangladesh's economic renaissance.

Summiting Global Ambitions: Hosting grand investment summits in global hubs, with London taking centre stage, would showcase Bangladesh's investment allure. Dr. Yunus, an esteemed figure celebrated globally post his recent Olympic recognition at Paris 2024, can inspire and encourage British-Bangladeshi professionals and entrepreneurs to contribute to their ancestral homeland.

Diaspora Bonds: A Unique Investment Proposition: Introducing innovative financial instruments catering specifically to the diaspora could be a game-changer. Bonds tied to critical infrastructure projects offer NRBs a unique opportunity to invest in the tangible future of Bangladesh, reaping competitive returns.

Local Empowerment, Global Impact

True to Dr. Yunus's renowned grassroots approach, initiatives empowering local communities could also take centre stage. This might involve fostering connections between local Bangladeshi businesses and their global counterparts within the diaspora, nurturing knowledge exchange and potentially lucrative collaborations. For British-Bangladeshi social entrepreneurs, this could be an attractive foray into impact investing, leaving a positive mark on the nation's development. Here's an expansion of the previous response, incorporating the additional aspect of addressing challenges faced by Non-Resident Bangladeshis (NRBs) when engaging with the home country:

Strategies to Empower NRBs and Overcome Common Hurdles:

Efficient Remittance Systems and Support

- Improving Accessibility: Launch a dedicated campaign to educate NRBs about the latest digital remittance platforms, making them easily accessible via mobile apps. This tackles the common issue of being unaware of efficient and cost-effective remittance channels.
- 24/7 Support: Establish a 24-hour helpline for NRBs to address their concerns and provide guidance on remittance processes. This could be a chatbot integrated into the remittance platforms or a dedicated call center staffed by knowledgeable agents.

Legal and Regulatory Transparency

- Webinars for Clarity: Host webinars specifically focused on demystifying legal and regulatory procedures for NRBs interested in investing or starting businesses in Bangladesh. Experts can clarify the steps to navigate bureaucracy and ensure compliance.
- Diaspora Legal Support Hotline: Propose a volunteer-based legal advice hotline where NRB lawyers or law students assist diaspora members with questions regarding business establishment, property rights, or other legal hurdles in Bangladesh.

Addressing On-Ground Challenges

- Community-Led Problem-Solving: Organise grassroots forums in major diaspora hubs where NRBs share their experiences and challenges faced in Bangladesh, such as bureaucratic red tape, corruption, or lack of transparency. These forums can generate community-driven solutions and create a network of support.

Entrepreneurial Support and Mentorship

- Diaspora Business Incubators: Facilitate virtual or hybrid business incubator programs where seasoned diaspora entrepreneurs mentor aspiring NRB business owners. This provides hands-on guidance to navigate local business environments effectively.
- Startup Bangladesh NRB Edition: Modelled after popular startup competitions, create a special edition for NRB entrepreneurs, fostering a supportive ecosystem with training, networking, and potential investment opportunities.

Leveraging Technology for Transparency

- Blockchain for Trust: Explore blockchain-based remittance systems, which can enhance trust and transparency in transactions, addressing

concerns about the safe transfer of funds to Bangladesh.
- Smart Contract-Based Investments: Educate NRBs about investing in projects within Bangladesh that utilise smart contracts, ensuring transparency and security in their investments.

By implementing these strategies, Bangladesh can demonstrate a commitment to understanding and resolving the challenges faced by its diaspora. This proactive approach fosters an environment conducive to increased remittances and investments, ultimately strengthening the connection between NRBs and their homeland. It also showcases a nation dedicated to continuous improvement and mutual prosperity, which could be a powerful draw for potential investors and contributors.

As the world applauds Dr. Muhammad Yunus's extraordinary contributions, recognized on the grand Olympic stage, Bangladesh can capitalise on this momentum. His leadership has the potential to forge a new economic paradigm, one where the diaspora becomes an integral partner in the nation's success story. The vision is clear—a future where foreign reserves flourish, driven by the intrepid spirit of the global Bangladeshi community.

Bangladesh, under the guidance of a revered economist, may very well be on the cusp of an economic evolution, capturing the world's attention and inspiring a new wave of development strategies.

England need manager who can deliver trophy - Shearer

Former England captain Alan Shearer says the Three Lions "need a manager who can deliver a trophy" following the appointment of German Thomas Tuchel as boss.

The 51-year-old Tuchel will be the third non-British permanent head coach of the England men's team when he officially starts work in January.

Tuchel, who won the Champions League with Chelsea in 2021, is tasked with leading England to the 2026 World Cup, where they will hope to end their 60-year wait for a major trophy.

"We need a trophy - it's as simple as that. We need a manager who can deliver that," Shearer said on The Rest Is Football, external podcast.

"There's no doubt [Tuchel] has an incredible CV, but this is going to be a very different test for him. It's a bold move from the FA, there's no doubt about it.

"You have to win the tournament, that's what he's been hired for. They [the FA] have seen the bunch of players are the best England have had for a long, long time."

Messi hits hat-trick as Argentina beat Bolivia 6-0

Lionel Messi scored his 10th international hat-trick as Argentina thrashed Bolivia 6-0 in World Cup qualifying.

The 37-year-old Inter Miami forward, who also set up two goals at Monumental Stadium in Buenos Aires, moved level with Portugal's Cristiano Ronaldo for the most hat-tricks in men's international football.

Argentina are three points clear of Colombia at the top of the South American qualifying group for the 2026 World Cup, despite losing to Colombia in September and drawing with Venezuela last week.

"It's really nice to come here, to feel the affection of the people. It moves me how they shout my name," Messi said.

"This drives me - enjoying being happy where I am. Despite my age, when I'm here, I feel like a kid because I'm comfortable with this team. As long as I feel good and can keep performing the way I want, I'll keep enjoying it."

Messi, making only his second appearance for Argentina since suffering an injury at the Copa America in July, capitalised on a defensive error to put them ahead after 19 minutes.

He set up Lautaro Martinez and then Julian Alvarez before substitute Thiago Almada made it 4-0.

Messi struck twice in two minutes late on, beating two defenders to fire in his second and completing his hat-trick by finding the bottom corner.

Messi has scored 112 goals in 189 games for Argentina - second only to Ronaldo, who has 133, in men's internationals.

Raphinha scored twice as struggling Brazil made it back-to-back victories with a 4-0 win over Peru in Brasilia.

Brazil, record five-time World Cup winners, had lost four of their past five qualifiers before defeating Chile on Thursday.

Dorival Junior's side are fourth in the table - six points behind Argentina - after 10 games.

The top six teams qualify automatically for the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada.

Raphinha converted a penalty in each half before late goals from Fulham's Andreas Pereira and Luiz Henrique.

"We needed this. It was really important winning both games to get back on track," Raphinha told TV Globo.

In-form Aston Villa striker Jhon Duran scored his seventh goal of the season in all competitions as Colombia beat Chile 4-0.

Davinson Sanchez, Liverpool's Luis Diaz and Bournemouth's Luis Sinisterra also scored in Barranquilla.

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Year: 22 ◆ Issue: 1032 ◆ Friday 18 October - Thursday 24 October 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

দেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ করলো ৪০ হাজার রোহিঙ্গা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক নিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ তখন মিয়ানমার থেকে সম্প্রতি নতুন করে আরও ৪০ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে। এতে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতের কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা।

বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকা নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ কিয়াও সোয়ে মো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আলোচনাকালে মিয়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা

জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আশু প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি চলমান মানবিক সংকট মোকাবেলায় প্রচেষ্টা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা উভয় দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

মিয়ানমার সরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডাররা পরিস্থিতি সমাধানে গঠনমূলক আলোচনায় নিয়োজিত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিনি বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমনের সাথে যুক্ত মানব পাচার বৃদ্ধিসহ সীমান্তে নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রদূত মো মিয়ানমারে চলমান সংঘাতের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে আরাকান সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি ভাঙার কারণে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা বিলম্বিত হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত মিয়ানমারের --১৭ পৃষ্ঠায়

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির উদ্যোগে কর্মশালা (ওয়ার্কশপ) সম্পন্ন

লন্ডন: বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর ২০২৪) ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি সংস্থার উদ্যোগে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে টাওয়ার হ্যামলেটের বাসিন্দাদের জন্য চ্যারিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালার (ওয়ার্কশপ) আয়োজন করা হয়। টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় এই ওয়ার্কশপের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির সংস্থার চেয়ারম্যান ও --১৭ পৃষ্ঠায়

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর ২০২৪: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্ট (ইএলএমটি)-এর ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের সদস্যরা বিগত বছরের অর্জন এবং ২০২৪-২৫ সালের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ মসজিদের গত এক বছর বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে সভার সূচনা করেন এবং সকল সদস্যকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। --১৭ পৃষ্ঠায়

অবশেষে হারিছ চৌধুরীর লাশ উত্তোলন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপির এক সময়ের প্রভাবশালী নেতা প্রয়াত হারিছ চৌধুরীর লাশের পরিচয় শনাক্তের জন্য দেহাবশেষ উত্তোলন করা হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মনে করে না বলে মন্তব্য করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরানের বিরুদ্ধে ইইউর নিষেধাজ্ঞা

পোস্ট ডেস্ক : রাশিয়াকে ব্যালেস্টিক মিসাইল সরবরাহ করার অপরাধে ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

লুক্সেমবুর্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে মিসাইল দিয়েছে ইরান, এই অভিযোগ সামনে রেখে নতুন করে তেহরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

পশ্চিম বঙ্গের প্রখাত শিল্পি ও সুরকার সৌম্যেন অধিকারীর কণ্ঠে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্মরণে প্রথম বাংলা গান

মতিয়ার চৌধুরীঃ বিশ্বের দীর্ঘ সময় ব্রিটিশ রাজসিংহাসনে আসীন থাকা অবস্থায় ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের ইতিটেনে ২০২২ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর প্রথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। প্রয়াত রাণীর বর্ণময় জীবন স্মরণে এবার প্রথম বাংলায় গান বাঁধলেন --১৭ পৃষ্ঠায়

ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকের সাংবাদিক সম্মেলন

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর ও অন্যান্য এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালুসহ বিভিন্ন দাবী

ফয়ছল মনসুর: গত ১৪ অক্টোবর সোমবার ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুলি ফাংকশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ার পোর্টের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন সংগঠণের অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। সংগঠণের পক্ষে আরো বক্তব্য রাখেন -সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব, যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মো: মফিজুর রহমান, কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, শাহ মুনিম, জামান আহমদ সিদ্দিকী, মাহবুবুর রহমান কোরেশী, খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় যে-২০০২ সালে ওসমানী --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিশ্বব্যাংক বলছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কমে ৪ শতাংশ হবে। যার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও একবছর চাপে থাকবে। তবে সংস্থাটি বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সেটি বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিশ্বব্যাংকের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত বাংলাদেশ --১৭ পৃষ্ঠায়

ইংল্যান্ডের নতুন কোচ টুখেল

পোস্ট ডেস্ক : টমাস টুখেলকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইংল্যান্ড। আজ এক বিবৃতিতে জার্মান এই কোচকে নিয়োগের ঘোষোণা দেয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। তার কোচের সহকারী হিসেবে থাকবেন ইংলিশ কোচ অ্যান্থনি ব্যারি।

গত ইউরোর ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারে ইংল্যান্ড। এরপর পদত্যাগ করেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। তখন থেকে অন্তর্বর্তীকালীন --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk